বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে

হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম

HINDUISM & ISLAM

ডা. জাকির নায়েক

অনুবাদ

মোঃ শামসুল ইসলাম

বি.এ (অনার্স), ইসলামিক স্টাডিজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পিস পাবলিকেশন–ঢাকা

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম
HINDUISM & ISLAM

ডা. জাকির নায়েক

প্রকাশক
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

প্রকাশনায়
পিস পাবলিকেশন
৪/৫ প্যারিদাস রোড, ঢাকা
ফোন ০১৭১৫৭৬৮২০৯

পরিবেশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা – ১১০০।

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০০৮

তৃতীয় সংস্করণ
মে ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
মাহফুজ কম্পিউটার

ISBN : 984–70256–21

মূল্য : ৫০.০০ টাকা মাত্র।

Hinduism and Islam : Dr. Zakir Naik Translated By
Md. Shamsul Islam, Published By Md. Rafiqul Islam,
Pea :e Publication, Dhaka.

Price : Tk. 50.00 Only

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

বর্তমান বিশ্বের সর্বজন সমাদৃত ইসলামী চিন্তাবিদ, সমকালীন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রখ্যাত প্রবক্তা ডা. জাকির নায়েক। তার রচিত Hinduism and Islam বইটির বাংলা অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করতে পেরে আল্লাহ তাআলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি– আলহামদুল্লিাহ। বইটির অনুবাদে আমি আক্ষরিক অর্থের চেয়ে ভাবার্থের প্রতিই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছি–যাতে মূল রচয়িতা পাঠকের সামনে যে ভাবটি প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছেন– তা উপলব্ধি করা সহজতর হয়। তবে শাব্দিক অর্থকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করি নি। মূল বইয়ে গ্রন্থকার পবিত্র কোরআনের আয়াত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র অর্থ উল্লেখ করেছেন। আমি পাঠকের বোধগম্যে আসার সুবিধার কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো যথাস্থানে উল্লেখ করে দিয়েছি।

বর্তমান বিশ্বে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম সর্বজন পরিচিত দুটি প্রধান ধর্ম। এদের সঠিক পরিচিতি সম্পর্কে জানতে হলে এতদুভয়ের যেসব পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ রয়েছে– সেগুলোর অধ্যয়ন করার বিকল্প নেই। প্রকৃতপ্রস্তাবে, এ দুটি ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে মৌলিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে যেসব সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে তা জানতে হলে এগুলোকে অধ্যয়ন করতে হবে। গ্রন্থকার এ বইতে সে কাজটা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে কোথাও যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সহৃদয় পাঠকমহলের পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। পরিশেষে, আমার এ প্রচেষ্টা পাঠকদের কোন উপকারে আসলে নিজের শ্রমকে সার্থক মনে করবো। আল্লাহ্ আমাদের হেদায়ত দান করুন। – আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর

মোঃ শামসুল ইসলাম

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রকাশকের কথা

অনেকদিন থেকে মনের গভীরে দুটো ইচ্ছে পোষণ করে আসছিলাম; কিন্তু তা পূরণ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একটি ইচ্ছে ছিল কোলকাতার ২০০৮ বইমেলায় যাওয়া, আর দ্বিতীয় ইচ্ছে ছিল মুম্বাই গিয়ে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাৎ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অবশেষে কোলকাতা যাওয়ার একটা সুযোগ হলো; কিন্তু সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি এ যাত্রায় পূরণ করা গেল না।

অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে ০৩-১২-২০০৮ তারিখে হজ পালন অবস্থায় কাবা ঘরের চত্বরে জমজম টাওয়ারে ডা. জাকির নায়েকের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইচ্ছেটি পূরণ হয়।

কোলকাতা বইমেলা–২০০৮ এ আসতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে হলো। মনে হলো আরো আগেই মেলায় আসা উচিত ছিল। অনেক তারকাসমৃদ্ধ বইয়ের মাঝে ডা. জাকির নায়েকের বেশ ক'টি বইও দেখলাম জ্বলজ্বল করছে। তবে সব বই-ই ইংরেজি ভাষায়। ভাবলাম জাকির নায়েকের সাথে তো আর এ যাত্রায় দেখা করা সম্ভব হলো না। তাঁর কিছু বই বাংলাদেশে নিয়ে যাই এবং সেগুলো বাংলায় ভাষান্তর করে আমাদের দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে দেই। তাঁর সম্পর্কে, তাঁর মেধা ও যোগ্যতা এবং দ্বীনী দাওয়াতের কৌশল সম্পর্কে আমার দেশের জনগণকে অবহিত করতে পারলে এবং এতে করে যদি কিছুলোকও দ্বীনের পথে এগিয়ে আসে, তাহলে এটাই আমার নাজাতের উসিলা হয়ে যেতে পারে।

বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের দু'চারটা বই অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়েছে। তবে প্রকাশকরা বইগুলোর অনুবাদে যথাযথ মান রক্ষা করতে সক্ষম হন নি। সে যাই হোক, ডা. জাকির নায়েকের বইগুলোর ব্যাপক প্রচার আবশ্যক। তবে যারাই তাঁর বইগুলো প্রকাশ করেন তারা যেন তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বজায় রাখতে প্রয়াসী হন, সেটাই কাম্য।

তারপর যে কথাটি না বললেই নয়, পিস পাবলিকেশন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখনো নবীন। মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। তদুপরি বিভিন্ন সংকট-সমস্যার কারণে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আমরা এটাকে স্বাগত জানাব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নেবো। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে দীনী দাওয়াতের কাজের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি কামনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে নাজাতের আশা রেখে শেষ করছি।

মে ২০০৯ — প্রকাশক

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক-এর জীবনী

ডা. জাকির আব্দুল করিম নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে পেশায় একজন ডাক্তার হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার ফলে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের দাওয়াতের পাশাপাশি অমুসলিম ও অসচেতন মুসলিম বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্য থেকে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস দূরীকরণার্থে ভারতের মুম্বাইয়ে তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' (আই.আর.এফ) নামক এক দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তথ্যাবলি ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে আই.আর.এফ 'এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডিমেনসন' নামক দুটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। এজন্য আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক (বিশেষত তাদের নিজস্ব টিভি নেটওয়ার্ক 'Peace TV', ইন্টারনেট এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের কাছে এটি ইসলামের প্রকৃত রূপকে উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গৌরবান্বিত আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাশাপাশি মানবীয় কারণ, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সাপেক্ষে এটি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষের বোধগম্যতা ও ইসলামের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈ'র অনন্য দৃষ্টান্ত। 'ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশন' গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান তদারককারী। আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও জুড়ি নেই। তাঁর বক্তব্যের পক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে গৌরবান্বিত আল-কুরআন, সহীহ্ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য ও প্রমাণপঞ্জি পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদিসহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করুক বা তাঁর এ পর্ব

শ্রবণ করুক না কেন, সে বিস্মিত ও অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনার সুতীক্ষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তর প্রদানের জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সাথে বিজয়ী হয়েছেন। ২০০০ সালের ১ এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই.সি.এন.এ.ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক ও খ্রিস্টানধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল-এর সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল হচ্ছেন সেই লেখক যিনি তিন বছর ধরে গবেষণা করার পর 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল' (১৯৯২ সালে ১ম সংস্করণ এবং ২০০০ সালে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়) নামক দুটি গ্রন্থ লিখতে সমর্থ হন, যে বইটিকে তিনি ১৯৭৬ সালে ডা. মরিস বুকাইলির লেখা 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক বইটির উত্থাপিত অভিযোগগুলোর খণ্ডনকারী হিসেবে ধারণা করেন। শেখ আহমাদ দীদাত ১৯৯৪ সালে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং ২০০০ সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের ওপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ! তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চল্লিশ বছর ব্যয় হয়েছে– "My Son, what I could not do four years." আলহামদুলিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

জনসমক্ষে আলোচনার জন্য ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে চ্যালেঞ্জ করেন, যা সারা বিশ্ব অবলোকন করেছে। বেনেডিক্ট নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো দাউদাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামিক দেশ থেকে কূটনীতিকদেরকে রোমের দক্ষিণে তার গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু ডা. জাকির তাকে একটি প্রকাশ্য সংলাপের জন্য আহ্বান করে বলেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে তার এই বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম বিশ্বব্যাপী যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। মূলত ইসলাম সম্পর্কে পোপের এ মন্তব্য পূর্বপরিকল্পিত। পোপ জার্মানির রিজেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বলেছিলেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেই ভালোভাবে অবগত।

তাই মুসলিমদের প্রতি পোপের এ দুঃখ প্রকাশ করাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ারই নামান্তর। পোপের উচিত ছিল গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি তার মন্তব্য তুলে নেয়া। দেখে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পদাঙ্কই পোপ বেনেডিক্ট অনুসরণ করে চলছেন। ডা. জাকির আরো বলেন, 'পোপ যদি সত্যিই সঠিক সংলাপের মধ্যদিয়ে এ উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তার উচিত হবে জনসমক্ষে একটি প্রকাশ্য বিতর্ক করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্ট-এর সঙ্গে আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্য সংলাপ বা বিতর্কে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে সারা বিশ্বের ১ কোটি ৩০ লাখ মুসলমান ও ২ কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে।

পোপের ইচ্ছেমতোই কুরআন ও বাইবেল-এর যেকোনো বিষয়ের ওপর সংলাপে বা বিতর্কে আমি রাজি। তাছাড়া এটা কেবল বিতর্ক অনুষ্ঠানই হবে না; বরং এখানে উপস্থিত ও অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকতে হবে। আর এটা পোপের ইচ্ছেমতো কোনো রুদ্ধদ্বার বৈঠক হবে না, যেমনটা তার পূর্বসূরি দ্বিতীয় পোপ জন পল দক্ষিণ আফ্রিকান ইসলামি পণ্ডিত আহমেদ দীদাতের খোলামেলা সংলাপের আহ্বানে চেয়েছিলেন। শেখ দীদাতকে পোপ জন পল তার নিজের কক্ষে এসে বিতর্ক করতে বলেছিলেন।

একটি আন্তঃবিশ্বাসগত সংলাপ কেন রুদ্ধদ্বারের মধ্যে সংঘটিত হবে? উপরন্তু আমার জন্য যদি একটি ইটালিয়ান ভিসা সংগ্রহ করা হয় তাহলে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে পোপের সাথে বিতর্ক করতে আমি রোম বা ভ্যাটিক্যানে নিজের খরচায়ও যেতে পারি। তবে একথা সবার মনে রাখতে হবে যে, 'মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়াই হচ্ছে ইসলামের ওপরে আক্রমণের জবাবে প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানার উৎকৃষ্ট উপায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মিডিয়া পশ্চিমা সমর্থনপুষ্ট। সুতরাং আমাদের যদি নিজস্ব মিডিয়া না থাকে তাহলে পশ্চিমারা সাদাকে কালো করে ফেলবে, দিনকে রাত করে ফেলবে, নায়ককে সন্ত্রাসী বানাবে আর সন্ত্রাসীকে বানাবে নায়ক।'

রিয়াদে অবস্থিত শ্রীলংকার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলংকার জনগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত 'ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত ২০টি সাধারণ প্রশ্ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্যের শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে এ কথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর কোনো বিশ্বাস না রাখেন, তাহলে তার কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত। কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকে অথবা তিনি যদি খ্রিস্টানধর্ম ও বাইবেলকে ততটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তার জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক পরিচালিত হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হব এবং সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টান ধর্মের মিথ্যাচারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলমানদের সাথে সংলাপ করার জন্য পোপ বেনেডিক্ট অবশ্য প্রথমাবস্থায় তার আন্তরিক ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু ডা. জাকিরের আহ্বানের পর থেকে এমন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছেন যে, মনে হয় মুসলমানদের সাথে সংলাপের জন্য তিনি কখনো আহ্বানই জানান নি অথবা এ ধরনের কোনো কিছু সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্ট-এর সাথে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা মিডিয়া যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেইল করেছে; কিন্তু তারাও পোপের ভান করছে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জে সমগ্র পশ্চিমা মিডিয়া বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এখন নিশ্চুপ?

ডা. জাকির সাধারণত লিখিত কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না; বরং সর্বদা জনসমক্ষে বিতর্ক করেন। কারণ, এটা সবার জানা কথা যে, লিখিতভাবে কোনো বিতর্ক করলে তা কখনো শেষ হবার নয়; কিন্তু প্রকাশ্যে বিতর্ক করলে তা কার্যকরীভাবে একটা ফলাফল বয়ে আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস বিমানবন্দরের একটি ঘটনায় তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলিম বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পারার জন্য অযথা হয়রানির শিকার হন। কিন্তু ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের

'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক দেয়া পুরস্কার গ্রহণ করতে ১২ অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করেন তখন তাঁর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে কি-না তা জানতে ইমিগ্রেশন অফিসারের আচরণ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আমার জন্য সেখানে কোনো সমস্যা ছিল না এবং তাদের সবার ব্যবহার ছিল মনোমুগ্ধকর।' কয়েকটি সৌদী সংবাদপত্র ডা. জাকির নায়েকের এ সাক্ষাৎকার নেয়ার পরবর্তী অনুসন্ধানে জানতে পারে যে, লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণের পর ডা. জাকিরও তার দাড়ি এবং মাথার টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেন নি। তাই সাথে সাথে তাঁকেও প্রশ্ন করার জন্য অনুসন্ধান করা শুরু করে।

যেমন : ১১ সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চেয়ে 'জিহাদ' শব্দটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কুরআন, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভগবত গীতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, জিহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈশ্বিক একটি বিষয়। এ কথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে আরো প্রশ্ন করেন। কিন্তু ওদিকে ডা. জাকির তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। ইতোমধ্যে এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়। অন্যদিকে যেহেতু প্রশ্ন করার কারণে দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল তাই ডা. জাকিরকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়। যখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও কক্ষটি ত্যাগ করেন তখন প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার তাদের নিজেদের ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁর পিছে পিছে যাচ্ছিল। পরবর্তীতে কাস্টম অফিসারগণ বলেন যে, তারা বিস্মিত হয়েছেন এবং তারা জীবনে কখনো এতো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি দেখেন নি।

আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সাউথ আফ্রিকা, মৌরিতানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা (দক্ষিণ আফ্রিকা) সহ আরো অনেক দেশে এ পর্যন্ত নয়শোরও বেশি বার জনসম্মুখে প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের ওপর তুলনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন। যার অধিকাংশ অডিও এবং ভিডিও আকারে এবং ইদানিং বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশোরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়। তিনি প্রায় প্রতিনিয়তই সাক্ষাৎকারের জন্য আমন্ত্রিত হন।

ভারতের মিডিয়া ছাড়াও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রয়েছে তাঁর প্রভাব। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য ডেইলি মিডডে, দ্য এশিয়ান এইজ ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকা তাঁর অনেক বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গালফ টাইমস, কুয়েত টাইমসসহ আরো অন্যান্য সংবাদপত্রে ইংরেজি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য দেন। তাঁর দর্শক-শ্রোতার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পণ্ডিত, শিল্প ও বাণিজ্য সংগঠক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষ। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক 'Peace TV'- এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসেবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক ও শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করার মতো অসাধারণ গুণটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি বিষয়। মনে হয় কুরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তাওরাত (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ম্যানুসম্যারিটি, ভগবতগীতা ও বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তার পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ডসহ উল্লেখ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

মোহাম্মদ নায়েক : অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে আমি উপস্থিত বিজ্ঞ বক্তাদের শ্রদ্ধা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। উপস্থিত ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকের এ আনন্দ ঘন সন্ধ্যায় আমি ডা. মোহাম্মদ নায়েক, এ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছি। 'ডিসকভার ইসলাম এডুকেশনাল ট্রাস্ট' এবং 'আর্ট অব লিবিং ফাইন্ডেশনের' পক্ষ থেকে আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ব্যাঙ্গালোরে এ প্যালেস গ্রাউন্ডে উপস্থিত সব দর্শক ও শ্রোতাকে। আরো অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদেরকে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে টেলিভিশনে আমাদের এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন।

প্রভু বা সৃষ্টিকর্তা অনেকের কাছেই একটি ধাঁধা, একটি রহস্য, অনেকের কাছেই বোধের অতীত ধারণা মাত্র।

আজকের এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিকর্তা বা প্রভুকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করব। আর একথা সত্যি যে, ভারতের মানুষদের পাশাপাশি দুনিয়ার সব মানুষেরই এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত আছেন দুজন বিদগ্ধ বক্তা, যারা ধর্মের ওপর আলোচনা করে থাকেন। পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাঁদের অসংখ্য ভক্ত শ্রোতা। শ্রী শ্রী রবি শংকরজী এবং ডা. জাকির নায়েক। তারা দুজনেই আজ আমাদের বোঝাবেন আর জানাবেন সৃষ্টিকর্তার ধারণা। হিন্দুধর্ম আর ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তার সংজ্ঞা, পরিচিতি। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তা বা প্রভু বলতে আমরা কী বুঝি?

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে, বক্তারা দুজনেই পঞ্চাশ মিনিট করে তাদের আলোচনা করবেন।

আজ বিকেলে শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর অনুরোধে অনুষ্ঠানে রবি শংকরজীর পরিবর্তে প্রথমেই আলোচনা করবেন ডা. জাকির নায়েক, তাঁর সময় পঞ্চাশ মিনিট। তারপর রবি শংকরজী আলোচনা করবেন ষাট মিনিট। পরে ডা. জাকির নায়েক আবার আলোচনায় ফিরে আসবেন, তিনি ১০ মিনিট শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বিভিন্ন

কথার উত্তর দিবেন। বক্তৃতা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হবে আরো উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় পর্ব, উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। যে পর্বে সাংবাদিক ও শ্রোতামণ্ডলী আজকের বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন, আর আমাদের বক্তাদ্বয় তাদের সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন। আমি আরো পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. বিনোদ মেননকে, যিনি আমার ডান পাশে এবং ডা. শোয়েব সাইয়াদকে যিনি ডা. জাকির নায়েকের পাশে। আমরা বক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এখানে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করার জন্যে।

পিস টিভি এভাবেই মানবজাতির সমস্যা সমাধানে বিশ্বব্যাপী নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এ টিভি চ্যানেল ২৪ ঘণ্টার আধ্যাত্মিক বিনোদনমূলক আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। পিস টিভি বিনা মূল্যে ইংরেজি ও উর্দুতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। সৃজনশীলতা, প্রোগ্রাম সফটওয়্যার এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বমানবতার সামনে সত্য, ন্যায়-বিচার, সততা, সাম স্য আর জ্ঞানের কথা পিস টিভি সর্বাত্মকভাবে প্রচার করছে। আমি পিস টিভির কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেছিলাম যে, 'কেন তারা শান্তির পেছনে ছুটছে?' তারা উত্তর দিয়েছিল, 'বিশ্বের এই শান্তিকে অনেক অত্যাচারী শাসকই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চরম অবহেলা করেছে। মানুষের জীবনে আসলেই শান্তি নেই। আর নিষ্ঠুর বাস্তবতা মানুষকে করেছে আরো ভীত, কামুক, হিংস্র আর লোভী। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস থেকে পালিয়ে বেড়ানো মানুষের নৈতিকতা আর মূল্যবোধে এনেছে অবক্ষয়। জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টিকর্তা, ধর্ম ও জীবন দর্শনের আলোচনা জনপ্রিয় কোনো চ্যানেলেই প্রচার করা হয় না। এদিকে দিগভ্রান্ত, গোঁড়া, কট্টর গুটিকয়েক মানুষদের হিংস্র ধ্বংসাত্মক কাজকে মিডিয়ায় তুলে ধরা হচ্ছে। আর এজন্যেই তারা পিস টিভি নামক চ্যানেল চালু করেছেন।'

বক্তা পরিচিতি

এখন আমি অনুরোধ করব ডা. শোয়েব সাইয়াদকে শ্রোতা দর্শকদের সাথে ডা. জাকির নায়েককে পরিচয় করে দেয়ার জন্য।

ডা. শোয়েব সাইয়াদ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েকের সাথে। যিনি প্রেসিডেন্ট ইসলামিক রিসার্চ ফাইন্ডেশন, মুম্বাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তিনি সুচিন্তিত মতামত এবং অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে

থাকেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। গত দশ বছরে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বজুড়ে সর্বমোট এক হাজারেরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন টিভি, রেডিওতে। এমনকি প্রেসেও তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এগুলো ছাড়াও তিনি ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ভাই এবং বোনেরা, এখন আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করতে আসছেন ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী রবি শংকরজী, উপস্থিত আমার গুরুজনরা এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই ইসলামিক রীতিতে, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সবার ওপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর শান্তি দয়া আর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আজকের আলোচনার বিষয় হলো ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। আমি আমার কথার শুরুতেই কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে—

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۔

অর্থ : বলো, হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের।

প্রথম সাদৃশ্যটা কী?

'আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত করি না। কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করি না। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করি না। যদি তারা অমান্য করে, তোমরা সাক্ষী থাকো। আমরা মুসলমানরা আল্লাহর নিকট আমাদের ইচ্ছেকে সমর্পণ করি।'

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিস্টানরা। এ কথা দিয়ে মূলত বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে।

'সেই কথায় এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের' এ কথার প্রথম সাদৃশ্যটা হলো, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করি না' এটা কোনোভাবেই ঠিক হবে না, যদি কোনো ধর্মকে বা কোনো ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে চান সেই ধর্মের কিছু অনুসারীদের দেখে। কেননা প্রায়ই দেখা যায়, ধর্মের অনুসারীরাই তাদের ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না অথবা তাদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কেও জানে না। এটাও ঠিক হবে না। যদি আপনি সেই ধর্মের অনুসারীদের রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করেন। তাই আপনি যদি কোনো ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান বা সেই ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চান তাহলে দেখুন– সেই ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোতে ধর্ম সম্পর্কে অথবা সেই ধর্মের সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে কী বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে আসুন বুঝার চেষ্টা করি 'হিন্দুইজম ও ইসলাম' শব্দ এ দুটি দিয়ে আসলে কী বুঝানো হয়।

'হিন্দু' শব্দের একটি ভৌগোলিক বিশেষত্ব রয়েছে। এ শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে, যারা সিন্ধু নদের ওপারে বাস করে বা যে মানব সম্প্রদায় সিন্ধু নদের অববাহিকায় বাস করে। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদই বলেন যে, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল আরবগণ। কেউ কেউ আবার বলেন, এ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিল পার্সিয়ানরা, যারা ভারতে এসেছিল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্সের ৬ নম্বর ভলিউজমের ৬৯৯ নং রেফারেন্স অনুযায়ী, মুসলমানগণ হিন্দু শব্দটা ভারতের কোনো সাহিত্যে কখনো ব্যবহার করতে না। আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তিনি তাঁর বই 'ডিসকভারি অভ ইনডিয়া'তে লিখেছেন যে, এই 'হিন্দু' শব্দটা প্রথমবার ব্যবহার করা হয়েছিল ৮ম শতাব্দীতে তান্ত্রিকদের বুঝানোর জন্যে। আর এ শব্দটা দিয়ে বোঝানো হতো একদল মানুষকে। কোনো ধর্মকে বুঝানো হতো না। ধর্মের সাথে এ শব্দটা যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। (পৃষ্ঠা-৭৪ ও ৭৫)

'হিন্দুইজম' শব্দটা এসেছে 'হিন্দু' শব্দ থেকে। আর এ শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল উনিশ শতকে বৃটিশ লেখকরা। তারা ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসকে বুঝাতে এ শব্দটা ব্যবহার করেছিল। নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ২০ নং ভলিউমের ৫৮১ নং রেফারেন্স অনুযায়ী 'হিন্দুইজম' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল

ব্রিটিশ লেখকগণ। আর সেটা ১৮৩০ সালে। ভারতের অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাসকে বুঝাতে যারা খ্রিস্টান হয়েছে তারা বাদে। ঠিক একারণেই বেশির ভাগ হিন্দু পণ্ডিত মনে করেন 'হিন্দুইজম' শব্দটা আসলে সঠিক নয়। সঠিক শব্দটা হবে 'সনাতন' ধর্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম অথবা বৈদিকধর্ম অর্থাৎ বেদের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'হিন্দুইজম' শব্দটা সঠিক নয় তাঁর মতে সঠিক শব্দটা হবে 'বেদান্তবাদী' বা বেদের অনুসারী।

'ইসলাম' শব্দের অর্থ

আসুন, এবার বুঝার চেষ্টা করি 'ইসলাম' শব্দ দিয়ে কী বোঝায়? 'ইসলাম' শব্দটার উৎপত্তি আরবি 'সালাম' শব্দ থেকে। যার অর্থ শান্তি। ঠিক এ শব্দটিই এসেছে আরবি 'সিলম্' থেকে, যার অর্থ 'নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা'। এক কথায় ইসলাম অর্থ 'নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।' 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি সহীহ হাদীসেও। যেমন : সূরা আলে-ইমরানের ১৯নং আয়াতে এবং ৮৫ নং আয়াতে। উল্লেখ করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সেই সত্যিকারের মুসলিম।'

এ 'মুসলিম' শব্দটা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ আছে এবং সহীহ হাদীসেও আছে। আরো উল্লেখ আছে সূরা আলে-ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এবং সূরা হামীম সাজদার ৩৩ নং আয়াতে।

একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইসলাম নতুন ধর্ম, যে ধর্মটা পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ বছর আগে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ হলেন এ সত্য দ্বীনের প্রবর্তক। সত্যিকথা বলতে কি, ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয়েছে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে যখন মানুষ পৃথিবীতে পা রেখেছিল। আর একটা কথা জেনে রাখা দরকার মুহাম্মদ ﷺ ইসলাম ধর্ম প্রথম প্রবর্তন করেন নি। বরং তিনি হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী যাকে আল্লাহ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হিসেবে দুনিয়ার জমিনে পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করে ছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য।

দুটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো

এবার আসুন, দেখার চেষ্টা করি দুটি ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো কী কী?

হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো ২ ভাগে উপলব্ধি করা হয়েছে, বুঝে নেয়া হয়েছে, যেটা প্রকাশ করা হয়েছে, আর শ্রুতিগুলোকে বলা হয় ঈশ্বরের বাণী। এগুলো স্মৃতির

চেয়ে বেশি পবিত্র। 'শ্রুতি' আবার ২ ভাগে বিভক্ত। যথা : বেদ ও উপনিষদ, 'বেদ' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে যা ছিল মূল 'ভিদ'। 'বেদ' অর্থ হল 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান' পবিত্র জ্ঞান। 'বেদ'-সমূহ আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা : ঋগবেদ, যযুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। সর্বমোট ৪টি বেদ। তবে বেদগুলো কত পুরনো সেটা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে, যিনি ছিলেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলেন যে, বেদগুলো ১৩১ কোটি বছর আগে লেখা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ হিন্দুধর্ম বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বেদগুলো আনুমানিক ৪০০০ বছর পূর্বে লেখা। বেদগুলো কীভাবে পৃথিবীতে এসেছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

কোনো ঋষির ওপর প্রথম এ বেদগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল, এ বিষয়েও পণ্ডিতগণের মতভেদ রয়েছে। যদিও পণ্ডিতদের ভেতরে মতভেদ রয়েছে যে, বেদ কবে এসেছে? কীভাবে এসেছে, কোন অংশ প্রথম এসেছে, কে প্রথম পেয়েছেন, এসব মতভেদগুলো থাকা সত্ত্বেও বেদগুলোকে বলা হয় 'হিন্দু ধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র'। যদি অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের কথা 'বেদের' সাথে না মিলে তাহলে এটাকেই মানা হবে। এর পরের ধর্মগ্রন্থ হল 'উপনিষদ'। উপনিষদ শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। যার অর্থ হল এরূপ 'উপ' অর্থ কাছে 'নি' অর্থ নিচে 'ষদ' অর্থ বসা অর্থাৎ কাছাকাছি নিচে বসা। যখন ছাত্ররা গুরুর কাছে বসে বিদ্যা অর্জন করার চেষ্টা করে, সেটাকেই মূলত 'উপনিষদ' বলে। উপনিষদকে আরো বলা হয় এমন জ্ঞান যা অজ্ঞতা দূর করে। পৃথিবীতে ২০০-এর অধিক উপনিষদ আছে। তবে হিন্দুধর্মে এর সংখ্যা বলা হয় ১৮০।

হিন্দুধর্মের পণ্ডিতরা কিছু উপনিষদকে বলেছেন প্রধান প্রধান উপনিষদ। রাধা কৃষাণ বেছে নিয়েছেন ১৮টি উপনিষদ আর এই বিষয়ে বই লিখেছেন "প্রিন্সিপাল উপনিষদ"।

পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে 'স্মৃতি'। 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ মনে করা, স্মরণশক্তি। স্মৃতিগুলো শ্রুতির চেয়ে কম পবিত্র। এগুলো স্রষ্টার বাণী নয়। এগুলো লিখেছেন বিভিন্ন মুনি-ঋষিরা আর নানান রকম মানুষ। এখানে আছে বিশ্বজগৎ স্মৃতির রহস্য, কীভাবে মানুষ জীবন ধারণ করে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, সমষ্টিগত ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে। এটাকে আরো বলা হয়ে থাকে ধর্মশাস্ত্র। 'স্মৃতির' বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যেমন রয়েছে পুরাণ, পুরাণ অর্থ প্রাচীন, মহর্ষি ব্যসদেব, তিনি পুরাণ লিখেছেন সর্বমোট ১৮টি খণ্ডে। এমন একটি হলো 'ভবিষ্য পুরাণ'। এরপর আছে ইতিহাস মহাকাব্য। মোট দুটি মহাকাব্য রয়েছে, তাহলো 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'।

রামায়ণে কী বলা হয়েছে তা বেশির ভাগ ভারতীয়রাই জানেন, তা হলো শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন কাহিনী। আর মহাভারতে আছে আরেক কাহিনী, তা হলো রাজত্ব নিয়ে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ। এতে আরো বলা হয়েছে শ্রী কৃষ্ণের কাহিনী।

এরপরে রয়েছে 'ভগবদগীতা'। ভগবতগীতা মহাভারতেরই একটা অংশ, মহাভারতের মোট ১৮টি পর্ব নিয়ে ভীষ্মপর্ব। এটা ২৫ নং অধ্যায় থেকে ৪২ নং অধ্যায় পর্যন্ত। ভগবতগীতা হলো অর্জুনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের সময় কৃষ্ণের উপদেশ। ভগবতগীতা সবচেয়ে জনপ্রিয়, আর হিন্দুদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এটাই বেশি পড়া হয়। এছাড়াও রয়েছে মনশ্রুতি এবং আরো অনেক। এগুলো হলো খুব অল্প কথায় হিন্দুধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী। মোটকথা, সবচেয়ে পবিত্র ও খাঁটি গ্রন্থ হলো 'বেদ'। যদি কোনো কিছু বেদের বিপক্ষে যায় তাহলে বেদকেই মানতে হয়।

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ আলোচনা

আসুন এবার আমরা 'ইসলাম'-এর ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করি। ইসলামে সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হলো আল-কুরআন। এ কুরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব, যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর। পবিত্র কুরআনের সূরা রাদের ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ ـ

অর্থ : তোমার পূর্বে আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি।

পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান বেশ কিছু আসমানি কিতাব রয়েছে। কুরআন মজীদে ৪টি কিতাবের নাম উল্লেখ আছে। তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এছাড়াও আরো কিতাব রয়েছে। যেমন সুফে ইব্রাহীম। উল্লেখ্য যে, যেসব ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ যেসব কিতাব নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন মজীদের আগে, সেই কিতাবগুলো আসলে গুটি কয়েক মানুষ বা সম্প্রদায়ের জন্যে। আর সেই কিতাবগুলোর নির্দেশনা মেনে চলার প্রয়োজন ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে।

তবে যেহেতু কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব। তাই এই কিতাব শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, শুধু আরব জাতির জন্যে নয়, এ কিতাব সমগ্র মানবজাতির জন্যে। পবিত্র কুরআনে সূরা ইব্রাহীমে ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থ : আলিফ লাম-রা, আমি এই মহান কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এজন্যে যে, তুমি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পার।

এখানে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কেবল মুসলমান কিংবা আরবজাতির কথা বলেন নি বরং সমগ্র মানবজাতির কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের মহানবী ﷺ যেসব কাজ করতেন অথবা যেসব কথা বলতেন তাই হলো হাদীস। হাদীসের অনেক কিতাব রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো সহীহ আল বোখারী, এছাড়াও রয়েছে সহীহ মুসলিম। এই হাদীস, আমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথা ও কাজ, আর এই কথা ও কাজই হলো পবিত্র কুরআনের ধারা বিবরণী।

হাদীস হলো কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও সাহায্যকারী গ্রন্থ। হাদীস কখনোই কুরআনের বিপক্ষে যাবে না। কুরআন ও হাদীস এ কিতাব দুটিই ইসলামের পবিত্র দুটি ধর্মগ্রন্থ।

ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা

এবার আমরা মূল আলোচনা শুরু করব। পবিত্র ধর্ম গ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে। ডা. জাকির নায়েক কী বলেন অথবা শ্রী শ্রী রবিশংকর জীকী বলেন, কিংবা অন্য মানুষরা কী বলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের অত্যন্ত সচেতনতার সাথে দেখতে হবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো কী বলছে, মহান সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে। যদি আমি কিছু বলি বা শ্রী শ্রী রবি শংকর কিছু বলেন কিংবা অন্য কেউ কিছু বলে যদি সেটা ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা অবশ্যই মেনে নিব। যদি কোনো উদাহরণ দিই যা ধর্মগ্রন্থসমূহের সাথে মিলে যায় তাহলেও আমরা মেনে নেব। যদি আমি এমন কিছু বলি বা উদাহরণ দিই যা ধর্মগ্রন্থের সাথে না মিলে তাহলে আমরা সেটা বাদ দিয়ে দিব।

প্রথমেই আমরা হিন্দুধর্মের আলোকে সে ধর্মের ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করব। যদি কোনো সাধারণ হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যে, সে কতজন দেবতাকে বিশ্বাস করে, তাহলে তারা কেউ বলবে ৩ জন, কেউ বলবে ১০০ জন, কেউ বলবে হাজার জন আবার কেউ বলবে ৩৩ কোটি বা ৩৩০ মিলিয়ন। কিন্তু যদি কোনো জ্ঞানী হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন, যার হিন্দু ধর্মগ্রন্থের (রামায়ন ও মহাভারত) সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে। তিনি জবাব দেবেন যে, হিন্দুধর্ম অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস ও পূজা করা উচিত

এক ইশ্বরকে। তবে উল্লেখ্য যে, একজন সাধারণ হিন্দু যে ধর্মমতে বিশ্বাস করে সেটি হলো প্যানথিজম। সব কিছুই স্রষ্টা। সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে– গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষ এমন কি সাপও স্রষ্টা। আর আমরা মুসলমানরা বলি সব কিছু স্রষ্টার। 'স্রষ্টা' শব্দটার পরে 'র' আছে। সবকিছুর একমাত্র একচ্ছত্র মালিক হলেন স্রষ্টা। গাছ, সূর্য, চন্দ্র, মানুষের একমাত্র মালিক স্রষ্টা। তাহলে একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য হলো, হিন্দু বলবে সব কিছুই স্রষ্টা আর একজন মুসলমান বলবে সব কিছুই 'স্রষ্টার'সৃষ্টি। মুসলমানরা সব সময় 'স্রষ্টা' শব্দের পরে 'র' যোগ করে বলছে, তাহলে দেখা গেল প্রধান পার্থক্য হচ্ছে 'র' অক্ষরটি। আমরা যদি এই 'র' অক্ষরটির পার্থক্য দূর করতে পারি তাহলে হিন্দু আর মুসলমানরা এক হয়ে যাব। আমরা সেটা কীভাবে করব? আল-কুরআন এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে–

'সেই কথায় এসো, যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।' প্রথম সাদৃশ্যটা কী?' 'আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না আল্লাহ তাআলা ব্যতীত।'

এবার আসুন বোঝার চেষ্টা করি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে সেই ধর্মের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলে।

ছান্দগ্য উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২ ও ১-এ রয়েছে 'স্রষ্টা মাত্র একজনই। দ্বিতীয় কেউ নেই।' আমি ভালো করে জানি এখানে বেদের ওপর জ্ঞানসম্পন্নএকজন পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। তিনি আর কেউ নন আমি শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর কথা বলছি। এ বিষয়ে আমি একজন ছাত্র।

তাই যদি আমার সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধ না হয়, তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। উনি হলেন বেদের উপর একজন পণ্ডিত, আর আমি হলাম ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। পাশাপাশি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও বেদের ছাত্র।

শ্বেতাপত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-৯-এ রয়েছে–

'তাঁর (ঈশ্বরের) কোনো বাবা মা নেই, তাঁর কোনো প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা নেই, তাঁর কোনো মা নেই তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।'

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, পরিচ্ছেদ-১৯-এ রয়েছে–

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমা নেই, কোনো প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো রূপক নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো ভাস্কর্য নেই।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ ১০, অনুচ্ছেদ ২০-এ উল্লেখ আছে– 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কেউ দেখতে পায় না'। এছাড়াও ভগবদগীতা অধ্যায়-৭ অনুচ্ছেদ ২০-এ রয়েছে– 'সেসব লোক যাদের বিচারবুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, তারাই মূর্তি পূজা করে।'

আর এই উদ্ধৃতিটা শ্রী শ্রী রবিশংকরও দিয়েছেন তাঁর 'হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলামঃ দ্য কমন থ্রেট' বইয়ের 'নট ওয়ার শিপিং আইডল গড' অধ্যায়ে। তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু রেফারেন্স দেন নি। রেফারেন্সটা হলো ভগবদগীতা : অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ-২০; অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩-এ বলা হয়েছে–

'লোকে জানে আমি কখনো জন্মায় নি, কখনো উদ্ভূত হই নি। আমি এ বিশ্ব জগতের সর্বময় প্রভু।'

হিন্দুধর্মের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো বেদ। যযুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ-৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই।' প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্তি, উপমা, রূপক, ফটো, ভাস্কর্য, মূর্তি প্রভৃতি।

যযুর্বেদ : অধ্যায়-৪০, অনুচ্ছেদ-৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিরাকার ও পবিত্র।' যযুর্বেদ-এর ৪০ নং অধ্যায়ে ৯নং অনুচ্ছেদে আছে, 'আন্ধাতমা' অর্থ হলো অন্ধকার। 'প্রবিশান্তি' অর্থ হলো প্রবেশ করা। আর 'আমানুতি' অর্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু যেমন : আগুন, পানি, বাতাস।

তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যারা প্রাকৃতিক বস্তুর পূজা করে। যেমন : আগুন, পানি, বাতাস। এখানে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে যারা সাম্ভুতির পূজা করে। 'সাম্ভুতি' হলো মানুষের তৈরি বস্তু, যেমন : চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। এটা বলা হয়েছে যযুর্বেদ-এর ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং অনুচ্ছেদে।

অথর্ববেদ : ২০ নং অধ্যায়ের ৫৮ নং স্তোত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সৃষ্টিকর্তা সুমহান।' আর বেদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো ঋগবেদ। এ ঋগবেদের গ্রন্থ-১, ১৬৪ নং পরিচ্ছেদ-৪৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

'সত্য একটাই। ঈশ্বর একজনই। জ্ঞানীরা এক ঈশ্বরকে ডেকে থাকেন অনেক নামে।' ঈশ্বর একজনই, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এক ঐশ্বরকেই অনেক নামে ডাকেন। কেবল ঋগবেদের ২ নং গ্রন্থের ১ নং অনুচ্ছেদে ঈশ্বরকে ৩৩টি আলাদা নামে ডাকা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'ব্রহ্মা'। 'ব্রহ্মা' শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা। যদি আপনি সৃষ্টিকর্তা শব্দের আরবি করেন তাহলে হবে 'খালিক'।

আমাদের মুসলমানদের কোনো আপত্তি থাকে না যদি কেউ বলে যে, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা হলেন খালিক। কিন্তু যদি কেউ বলে ঈশ্বরের ৪টি মাথা আছে : প্রত্যেক মাথায় একটা করে মুকুট আছে, তাহলে আমরা বলব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হচ্ছে। মুসলমান সম্প্রদায় তাহলে প্রবল আপত্তি জানাবে। এছাড়াও আপনি শ্বেতাসত্র উপনিষদের বিপরীত যাচ্ছেন।

শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায় নং-৪, অনুচ্ছেদ নং ১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে 'স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি নেই'। 'ঋগবেদের' ২নং গ্রন্থের ১নং অধ্যায়ের ৩নং অনুচ্ছেদে স্রষ্টাকে বা ঈশ্বরকে আরেকটি নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'বিষ্ণু'। 'বিষ্ণু' হলো সেই ঈশ্বর যিনি রক্ষাকারী। যদি এই রক্ষাকারী শব্দটা আরবি করা হয় তাহলে কাছাকাছি শব্দ হল 'রব'। আমাদের মুসলমানদের কোনো ধরনের আপত্তি থাকার কারণ নেই যদি কেউ সৃষ্টিকর্তাকে 'রব' বা রক্ষাকারী বলে। কিন্তু যদি বলে থাকেন ঈশ্বরের ৪টি হাত আছে। তাহলে আমরা বলব, এভাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বানানো হয়েছে। তাঁর এক হাতে পদ্ম আরেক হাতে শাঁখ, সমুদ্রের ওপর ঘুরে বেড়ান সাপের পিঠে চড়ে। আমরা ইসলামের অনুসারীরা এতে অবশ্যই আপত্তি তুলব। এছাড়া আপনি যযুর্বেদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। যযুর্বেদ : অধ্যায়-৩২, অনুচ্ছেদ নং ৩-এ বলা হয়েছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো প্রতিমূর্তি নেই। তাঁর কোনো রূপক নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই'। এছাড়া ঋগবেদ : গ্রন্থ-৮, পরিচ্ছেদ-১, অনুচ্ছেদ-১-এ বলা হয়েছে, 'শুধু তাঁরই উপাসনা কর। এক ঈশ্বরের এবং তাঁকেই বন্দনা কর।' ঋগবেদ : গ্রন্থ-৬, পরিচ্ছেদ-৪৫, অনুচ্ছেদ ১৬-তে উল্লেখ আছে, 'শুধু তাঁর বন্দনা কর। তাঁর উপাসনা কর।'

আর ব্রহ্মসূত্র, যেখানে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর মাত্র একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই, কেউ নেই, কেউ নেই, আর কখনো ছিল না। তাহলে হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো যদি পড়েন সেই ধর্মের আলোকে আপনারা হিন্দু ধর্মের ঈশ্বরকে বুঝতে পারবেন।

আসুন এবার বুঝার চেষ্টা করি ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তাকে। ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যদি কেউ বলতে চায়, তাহলে তাকে প্রথমেই বলতে হবে আল-কুরআনের সূরা ইখলাস-এর (১-৪) আয়াত।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

অর্থ : হে রাসূল! আপনি বলে দিন 'তিনিই আল্লাহ, যিনি এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে জন্ম নেন নি। তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ কেউ নেই।

এ সংজ্ঞা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যা বলা হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে। যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, সেই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, যদি সে এই চার লাইনের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, আমরা মুসলমানরা বিনা দ্বিধায় তাকে 'সৃষ্টিকর্তা' বলে মেনে নিব। প্রথমটা ছান্দগ্য **উপনিষদ** : অধ্যায় নং ৬, পরিচ্ছেদ নং ২ অনুচ্ছেদ-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'বল তিনিই আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়। স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই।' এই একই কথা ভগবদ গীতা : অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৩-এ বলা হয়েছে–

'লোকে জানে আমি কখনো জন্মাই নি, কখনো উদ্ভূত হই নি, আমি কোনো রকম শুরু ছাড়াই এই জগতের সর্বময় প্রভু।' তৃতীয়টা হলো তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি বা জন্ম নেনও নি। ঠিক একই কথা শ্বেতাসত্র উপনিষদ : অধ্যায়-৬, অনুচ্ছেদ-৯-এ বলা আছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা-মা নেই, তাঁর কোনো প্রভু নেই, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো বাবা নেই, মা নেই, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই।'

আর চতুর্থটি হলো 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' শ্বেতাসত্র উপনিষদ-৩-এ উল্লেখ আছে–

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এর প্রতিমূর্তি নেই, কোনো প্রতিকৃতি নেই, তাঁর কোনো রূপক নেই, তাঁর কোনো ছবি নেই। তাঁর কোনো মূর্তি নেই।'

যদি কেউ বলে, এই লোকটি ঈশ্বর, যদি সেই কোরআনের সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়। হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর সাথে মিলে যায়, সেই লোককে 'সৃষ্টিকর্তার' বলে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। যদিও এটা আদৌ সম্ভবপর হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক লোক আছেন, যারা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে জানেন। একবার এক প্রশ্নোত্তর পর্বে এক হিন্দু ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, ভাই জাকির, আমরা হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানি। উত্তরে বলেছিলাম যে, আমি কখনোই বলি না হিন্দুরা ভগবান রজনীশকে ঈশ্বর বলে মানেন। আমি হিন্দুধর্মের ধর্ম গ্রন্থগুলো পড়েছি। ওইসব গ্রন্থের মধ্যে কোথাও নেই যে, ভগবান রজনীশ হলেন ঈশ্বর। আমি বলেছি যে, কিছু মানুষ, কিছু কিছু হিন্দু বিশ্বাস করেন যে, ভগবান রজনীশ ঈশ্বর এবং অনেকেই তাকে ঈশ্বর বলে জানেন।

আসুন, আমরা আমাদের পবিত্র কুরআন-এর সূরা ইখলাস দিয়ে ভগবান রজনীশকে পরীক্ষা করে দেখি, আর হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলো দিয়েও পরীক্ষা করে দেখি, ভগবান রজনীশ ঈশ্বর কিনা?

প্রথমত, 'বলো তিনিই আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়।' স্রষ্টা একজনই দ্বিতীয় কেউ নেই। ভগবান রজনীশ কি অদ্বিতীয়? সেই কি একমাত্র মানুষ যে নিজকে ঈশ্বর বলে দাবি করে? অনেকেই দাবি করে, বিশেষ করে এই ভারত বর্ষে অনেকই দাবি করে, আমি ঈশ্বর। সে-ই একমাত্র নয়। তবে রজনীশের ভক্তরা কেন বলবে যে, রজনীশ অদ্বিতীয়।

এবার দ্বিতীয় পরীক্ষায় আসি 'আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।' যদি ভগবান রজনীশের আত্মজীবনী পড়েন, তাহলে সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে, রজনীশ অ্যাজমা রোগে ভুগতেন। পিঠেও ছিল প্রচণ্ড ব্যথা, এমনকি ছিল ডায়াবেটিস ম্যালাইটিস। চিন্তা করে দেখুন ঈশ্বরের পিঠে ব্যথা হয়, অ্যাজমা হয়, ডায়াবেটিস ম্যালাইটিসও হয়? তৃতীয় পরীক্ষা হল 'তিনি কাউকে জন্ম দেন নি ও জন্ম নেন নি।'

আমরা জানি ভগবান রজনীশ জন্ম নিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশে, তার বাবা মাও ছিল। তিনি আমেরিকায় যান ১৯৮১ সালে। ওখানে তিনি বহু সংখ্যক আমেরিকান ভক্ত তৈরি করেন। আর সেখানে তিনি অরিগন স্টেটে একটা গ্রাম তৈরি করেন যার নাম দেন 'রজনীশপুরম'। পরবর্তী আমেরিকান সরকার তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দি করে রাখে। তখন রজনীশ অভিযোগ করেন যে, আমেরিকান সরকার তাকে স্লো পয়জনিং করেছে। চিন্তা করতে পারেন? ঈশ্বরকে 'স্লো পয়জনিং' করা হয়েছে। এরপর ১৯৮৫ সালে আমেরিকান সরকার তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন পুণা শহরে তার আশ্রমে। যেটাকে বলা হয় 'ওশো কমিউন'। ওখানে যদি যান তাহলে দেখবেন, তার সমাধির ওপর খোদাই করে লেখা 'ভগবান রজনীশ ওশো'। কখনো জন্ম নেন নি, কখনো মরেন নি। তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে এসেছিলেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ সাল থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত।'

তার সমাধিতে এটা উল্লেখ করা হয় নি যে, পৃথিবীর মোট ২১টি দেশ তাকে কোনোভাবেই ভিসা দিতে রাজি হয় নি। চিন্তা করুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রজনীশ এই পৃথিবীতে এলেন পৃথিবীটা ভ্রমণ করতে, তার নাকি আবার ভিসা লাগবে! সে সময়ে গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছিলেন, যদি রজনীশকে এই দেশ থেকে তাড়ানো না হয়, তাহলে আগে ওর বাড়ি পোড়াব, তারপর ভক্তদের বাড়ি পোড়াবো। আর মনে

রাখবেন শেষ পরীক্ষা–এই পরীক্ষা এতোই কঠিন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই'।

যখনই আপনি ঈশ্বরকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, যদি করেন তিনি ঈশ্বর নন। আমরা জানি যে, ভগবান রজনীশ একজন সাধারণ মানুষ। তাঁর দুটি চোখ, দুটি হাত, সাদা দাড়ি ছিল। যখনই আপনি ঈশ্বরকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, এই পৃথিবীর বিশ্বজগতের তিনি অবশ্যই ঈশ্বর নন।

ধরুন, কেউ বলল যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি শক্তিশালী মানুষ। আপনারা হয়তো আরনল্ড শোয়ার্জনেগারের নাম শুনেছেন। এ লোক এক সময় ছিল মিস্টার ইউনিভার্স। ইউনিভার্সের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। ঈশ্বরকে পৃথিবীর যার সাথে তুলনা করুন সেটা আরনল্ড শোয়ার্জনেগার হোক, দারা সিং হোক বা কিং কিং হোক। এক হাজার গুণ হোক বা লক্ষ গুণ হোক, যখনই আপনি ঈশ্বরকে এই পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তুলনা করবেন, তিনি ঈশ্বর নন হতে পারেন না।

'তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।' এটা হলো এক কথায় সর্বশক্তিমান স্রষ্টার চার লাইনের সংজ্ঞা। আমি এটাকে বলি 'লিটমাস টেস্ট'। ঈশ্বরকে পরীক্ষার জন্যে, ঈশ্বরকে চেনার জন্যে, বুঝার জন্যে সূরা বনী ইসরাঈলের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ـ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থ : হে রাসূল আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো আর রহমান নাম ধরে ডাকো, তোমরা যে নামেই ডাকো সব সুন্দর নামই তাঁর।

আল্লাহ তাআলাকে আপনি যে নামেই ডাকুন, ডাকতে পারেন, যেকোনো সুন্দর নামে। আর এই সুন্দর নামসমূহ তিনিই দিয়েছেন নিজেকে। এ কথাটার বিবরণ কুরআনে ৪ স্থানে দেয়া আছে। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত-১১০, সূরা আরাফ : আয়াত ১৮০, সূরা ত্বোহা : আয়াত-৮, সূরা আল হাশর ঃ ২৪

অর্থাৎ সবচেয়ে সুন্দর নামসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার। আমরা জানি, সব মিলিয়ে ৯৯টি সুন্দর বিশেষ নাম রয়েছে আল্লাহ তাআলার যা কুরআন ও হাদীসে

বর্ণিত আছে। যেমন : আর রাহমান, আর রাহীম, আল-করীম অর্থাৎ পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সবচেয়ে জ্ঞানী। আর সবার উপরে আল্লাহ। কেন তোমরা ঈশ্বরকে 'আল্লাহ' বলে ডাকি ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকি না? কারণ ইংরেজি গড (God) শব্দটাকে অনেক রূপান্তর করা যায় যেটা আরবি করা হয় না। 'গড'-এর সাথে 'এস' যোগ করলে হয় গডেস্ যা হয়ে যায় বহুবচন। অথচ আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।

বলো, 'তিনিই আল্লাহ যিনি এক অদ্বিতীয়।'

যদি গড-এর পরে 'ডিইএসএস' যোগ করেন, সেটা হবে 'গডেস'। যার অর্থ একজন মহিলা ঈশ্বর। ইসলামে পুরুষ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছু নেই। আল্লাহর কোনো জেন্ডার নেই। গডের সাথে 'ফাদার' যোগ করলে হয় 'গড ফাদার'। সে আমার গডফাদার সে আমার অভিভাবক। ইসলামে 'আল্লাহ' ফাদার বা আব্বা বলে কিছু নেই। গডের সাথে মাদার যোগ করলে হয় 'গডমাদার'। ইসলামের মধ্যে আল্লাহ মাদার বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ' শুধু একটাই শব্দ। তাই আমরা সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' বলি আর এই শব্দটা আরবিতে 'আল্লাহ' হয়। আমরা মুসলমানরা ইংরেজিতে 'গড' শব্দ বলি না। তাছাড়া 'গড়' শব্দটাকে অনেকভাবে রূপান্তর করা যায়। তবে যখন একজন মুসলমান কোনো অমুসলিমের সাথে কথা বলে, সে হয়তো 'আল্লাহ' শব্দটার অর্থ বুঝে না, তাই তারা সে জায়গায় 'গড' শব্দটি ব্যবহার করে।

যেমনটা আজকে আমি করছি। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে শুধু এটুকু বলতে চাই, ইংরেজি ভাষায় 'গড' শব্দটি আরবি আল্লাহ শব্দের সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই আল্লাহ শব্দটা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি হিন্দুধর্মেও। ঋগবেদের ২নং প্রশ্নের ১নং পরিচ্ছেদ-এর ১১নং অনুচ্ছেদে 'ঈশ্বর' শব্দের একটা নাম দেয়া হয়েছে তাহল 'আল্লাহ'। 'আল্লাহ' শব্দটা আরো আছে ঋগবেদ : গ্রন্থ-৩, পরিচ্ছেদ-৩০, অনুচ্ছেদ-১০-এ। এছাড়া আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদ : গ্রন্থ-৯, পরিচ্ছেদ-৬৭, অনুচ্ছেদ-৩০। আরো একটা আলাদা উপনিষদ আছে যার নাম 'আল্লো উপনিষদ'। শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বইয়েও তা উল্লেখ আছে এ বিষয়। এ হলো সংক্ষিপ্তভাবে ইসলাম ও হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা।

এখানে খুব সংক্ষেপে খুব কম কথায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তা না হলে আমার এই আলোচনা হতো কয়েক ঘণ্টার। আমি প্রথমে ঠিক করেছিলাম এই আলোচনা হবে ৫০ মিনিটের সিনোপসিস। তখন শ্রী শ্রী রবিশংকর

অনুরোধ করলেন আমি যেন আলোচনা করি। যদিও তার আলোচনা ছিল আগে, আমার আলোচনা করার কথা ছিল পরে। তাঁর অনুরোধে আমি আগে আসলাম তবে তিনি যখন আলোচনা পেশ করবেন তারপর ১০ মিনিট আমি কথা বলব। তিনি আমাকে আগে আলোচনা করার কথা এই জন্য বলেছেন যে, তিনি আমার মতামত আগে জানতে চান। তাই আমিই শুরু করছি। কারণ, এখানে মতামতের আদান-প্রদান হচ্ছে। আমি আমার মতামত জানালাম যে, শ্রী শ্রী রবি শংকরজীর বইগুলোর কয়েকটি পড়েছি। সেগুলোতে উনি অনেক কথাই লিখেছেন , যেগুলোর সাথে আমি নির্দ্বিধায় একমত। অনেক লেখার ওপর আমি একমত না। আমি এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরের মতামতের ওপর মত জানাচ্ছি।

বিশেষ করে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে মতামত জানতে চাই এ জন্যে যে, যাতে করে সব হিন্দু এবং মুসলিম ভাই ও বোন যাতে করে তাদের স্ব-স্ব ধর্মের সৃষ্টিকর্তাকে বুঝতে পারে। আমি কাউকে আঘাত করার জন্যে এখানে আসি নি আর আমি নিশ্চিত যে, শ্রী শ্রী রবি শংকরের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত না হলেও তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না। এটা আমার দায়িত্ব ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে। আমি ইসলাম সম্পর্কে যা জানি বেদ সম্পর্কে যা জানি তাই বলার চেষ্টা করব। তাই এই মত বিনিময় সভা। তবে আমি বলব এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বুঝতে পারা এবং দুই মহান ধর্মের অনুসারীদের একত্রিত করা যেটা আজ আমরা করছি। একবার ভেবে দেখুন এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এখানে হাজার হাজার মানুষ এসেছেন দুই ধর্মের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানতে।

শ্রী শ্রী রবিশংকরের বক্তৃতা আমি দেখেছি গত ১ সপ্তাহ আগে। ভিসিডি রেকর্ড করা বক্তৃতা আমি দেখলাম। তার আলোচনার বিষয় ছিল একজন আধ্যাত্মিক গুরুর সাথে আলাপ আলোচনা। এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ২০০২ সালের ৭ মে সান্তা মনিকা ক্যালিফোর্নিয়ায়। আমি তার মুখ থেকে প্রথম যে বাক্যটা শুনি তাহলো– 'আধ্যাত্মিকতার দাবি দুটি। প্রথমত, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্থাৎ আপনি কতটা বিশ্বাসযোগ্য? দ্বিতীয়ত, প্রচণ্ডতা'। আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন যখন আমি শুনলাম 'আধ্যাত্মিকতার প্রথম দাবি বিশ্বাসযোগ্যতা। তখন আমি সত্যিকার অর্থেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি সম্পূর্ণ একমত এ বিষয়ে যে, 'আধ্যাত্মিকতার' প্রথম দাবি বিশ্বাসযোগ্যতা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই প্রয়োজন। সত্যবাদিতার প্রয়োজন আছে বৈকি? বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া কীভাবে একজন মানুষ আধ্যাত্মিক হবেন? আমি এ কথার সাথে অর্থাৎ তার মতের সাথে একমত।

পরে আমি উনার কয়েকটা বই পেয়েছি আয়োজকদের কাছ থেকে। ওখান থেকে পড়েছি 'হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম' দ্য কমন থ্রেট। আর যখন বইটা আমি পড়লাম, আমি তখন বুঝতে পারলাম শ্রী শ্রী রবি শংকরের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত হিন্দু আর মুসলমানদের একত্রিত করা। আমিও বই লিখেছি 'সিমিলারিটিজ বিটুইন হিন্দুইজম এন্ড ইসলাম।' তাহলে এ বিষয় বস্তুর প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে বেশ মিল আছে। তবে এ বইটাতে আমি বেশ কিছু জিনিস যেগুলো বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপারে। এ বিষয়ে আমার মতামত জানানো দরকার এ জন্যে যে, তাহলে আমরা আরো কাছাকাছি আসতে পারব। শ্রী শ্রী রবিশংকর প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন 'বিশ্বাসের দাবি ঈশ্বর'। ২ পৃষ্ঠায় 'হিন্দু ধর্মকে মনে করা হয় বহুদেবতার ধর্ম'। তবে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে।

আমি এ কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমার ভাষণেও আমি এ কথাই বলেছি। তিনি এরপরে আরো বলেছেন, 'হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে অধিবিদ্যা, অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরবাদ।' যদিও সাতটা রঙ্গে হয় একটা রংধনু, মূলত এটার উৎপত্তি একটা সাদা আলোক রশ্মি থেকে। একইভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর দেবীর উৎপত্তি হয়েছে একটি পরমাত্মা থেকে। দেবতাদের দেবতা। ঈশ্বর! এ তুলনাটা যে, সাত রং মিলে হয়ে রংধনু, এর সাথে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী আসলে উৎপত্তি হয়েছে একটি পরমাত্মা থেকে। এ বিষয়ে আমার মনে হয়েছে যে, এটা অযৌক্তিক। কারণ আমি একজন ডাক্তার এবং বিজ্ঞানের ছাত্র অবশ্যই। আমরা জানি যে, আলোর মধ্যে ৭টি রং আছে। 'বেনীআসহকলা' অর্থাৎ, বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। তবে এর প্রত্যেকটা পৃথকভাবে সাদা আলো নয়। সাতটা রং এর পরিমাণ ঠিক ঠিক অনুপাতে থাকলে সাদা আলো হবেই।

আর যদি কোনো একটা রং বাদ পড়ে যায় তাহলে আলোটা কখনোই পুরোপুরি সাদা হবে না। একথা এখন স্পষ্ট যে, এর সাথে যদি তুলনা করি, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী মিলে হয় একটি পরমাত্মা, তাহলে বলা হবে যে, মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি অংশ আছে। যেমন আমাদের মানবদেহে সব মিলিয়ে ১১টি অংশ আছে। যথা : ২টা পা, ২টা হাত, ১টা মাথা, ১টা ঘাড়, ২টা কাঁধ, ১টা বুক, ১টা পাকস্থলী ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা অংশ আলাদাভাবে সম্পূর্ণ একটা মানবদেহ নয়। সব অংশ ঠিকভাবে জায়গামতো থাকলে আমরা সেটাকে সম্পূর্ণ মানবদেহ বলব। যদি ১টাও বাদ পড়ে তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে মানবদেহ হতে পারে না। এ উদাহরণটার ব্যাপারে যে, তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, সেখান

থেকে একটা পরমাত্মা যদি বলেন ঈশ্বরের ৩৩ কোটি অংশ আছে, আমি তার সাথে অবশ্যই একমত না। আর যদি কোনো অংশ বাদ যায় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ ঈশ্বর হবে না। তিনি এরপর আরো লিখেছেন যে, ঈশ্বরের আরো ১০৮টি নাম রয়েছে। একজন ঈশ্বরের ১০৮ নাম আছে, আমি এ বিষয়ে তার সাথে একমত। দেখুন, বেদ এ বিষয়ে একই কথা বলছে। ঋগবেদ গ্রন্থ-১; পরিচ্ছেদ-১৬৪, অনুচ্ছেদ ৪৬-এ বলা হয়েছে– 'সত্য একটাই, ঈশ্বর একজনই, জ্ঞানী ব্যক্তিরা এক ঈশ্বরকে অনেক নামে ডেকে থাকেন।'

তিনি আরো বলেন যে, ইসলামও ঠিক একই নির্দেশ দেয় যে, ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ৯৯ নাম রয়েছে। আমি এ বিষয়েও তার সাথে একমত এজন্যে যে, হিন্দুধর্মে যেকোনো নামে ঈশ্বরকে ডাকা যায়। তেমনি ইসলাম ধর্মেও সৃষ্টিকর্তাকে যেকোনো নামে ডাকা যায়, যে নামগুলো সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে দিয়েছেন। আর কুরআন ও হাদীসে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ৯৯টি নাম পাওয়া যায়।

আমি শুধু নামের ব্যাপারে বলতে চাই। উদাহরণস্বরূপ আমার নাম হলো জাকির আব্দুল করিম নায়েক। আপনি আমাকে আরো বলতে পারেন 'আবু ফারিখ জাকির নায়েক'। আমি পিতা ফারিখ নায়েকের। আপনি আমাকে আরো বলতে পারেন আবু জিকরা জাকির নায়েক। কেননা আমি জিকরা নায়েকের পিতা। অথবা আমাকে বলা যায় আবু রুশদা জাকির নায়েক। কেননা আমি রুশদা নায়েকের বাবা। চারটা নাম চারটা আলাদা নিয়মে ডাকা যায়, তবে নামগুলো কিন্তু একজনেরই। সব আলাদা, সবই নাম, সবই আমার নাম, অন্য কারো নয়। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম নামের ব্যাপারে ঠিক আছে। কুরআন যা বলেছে যখন আমরা বলি সুন্দর নামের কথা। মনে রাখতে হবে, সুন্দর নামসমূহ সৃষ্টিকর্তা নিজেই নিজেকে দিয়েছেন।

এরপর আরো আছে 'উপাসনা করার নিয়ম' অধ্যায়ে। ৩নং পৃষ্ঠার শ্রী শ্রী রবিশংকরের উদাহরণ দিয়েছেন। ধরুন– কোনো ছবি, কোনো মানুষের ছবি, মানুষটা নয়। কোনো মানুষের ভিজিটিং কার্ড সেই মানুষটা নয়। একইভাবে মূর্তিগুলো হলো ঈশ্বরের প্রতীক, সচেতনতা, ঐশ্বরিকতা। আমি প্রথম অংশটার সাথে একমত, সম্পূর্ণ একমত যে, কোনো মানুষের ছবি সেই মানুষটা নয়। কোনো মানুষের ভিজিটিং কার্ড সেই মানুষটা নয়। এটাও ঠিক। কিন্তু যখন বলা হচ্ছে মূর্তি হলো ঈশ্বরিকতার প্রতীক। তখনই যত সমস্যা। আমি স্বল্প জ্ঞানে বুঝি, যযুর্বেদ : অধ্যায় নং ৩২, ৩নং অনুচ্ছেদ-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোনো রকম প্রতিমূর্তি নেই, প্রতিকৃতি নেই, রূপক নেই, ফটো নেই, মূর্তি নেই এমনকি নেই কোনো ভাস্কর্য।'

একটি মূর্তি ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ড নয়। কারণ ভিজিটিং কার্ডে সেই ব্যক্তির ঠিকানা স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। হতে পারে তার বাসার ঠিকানা অথবা এমনও হতে পারে, তার অফিসের ঠিকানা। আসল কথা হলো ভিজিটিং কার্ডে ঠিকানা লেখা থাকবেই থাকবে। যদি আমরা তর্কের প্রয়োজনে ধরে নিই মূর্তি হলো ঈশ্বরের প্রতীক, তাহলে ঈশ্বরের ঠিকানা হবে মূর্তি। এটা ছবি অথবা ভিজিটিং কার্ড তর্কের প্রয়োজনে আমরা মেনে নিলাম। ধরুন, কোনো লোক আমাকে আর্থিক সহযোগিতা করার কথা দিল। এর কিছুদিন পর তার সেক্রেটারি আমাকে কথানুযায়ী টাকাটা দিল, সাথে তাঁর ভিজিটিং কার্ড। এটা আমার জন্যে অবশ্যই অযৌক্তিক হবে যদি আমি ভিজিটিং কার্ডকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা তাঁর ছবিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি যেটা করতে পারি সেটা হলো আমি তার ভিজিটিং কার্ডের ফোন নাম্বরে কল করে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে পারি অথবা ঠিকানা অনুযায়ী চিঠি দিয়ে ধন্যবাদ জানাতে পারি।

তাই আমি যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, মূর্তি হলো ঈশ্বরের প্রতীক, ছবি বা ভিজিটিং কার্ড। আমি মূলত একমত না, তারপরও তর্কের খাতিরে মানছি– তারপরেও মূর্তি, ভিজিটিং কার্ড, ছবিকে ধন্যবাদ জানানো ঠিক হবে না, অযৌক্তিক হয়ে যাবে। আর একটা বিষয় বেশির ভাগ হিন্দু পণ্ডিতই মেনে নেবেন যে, হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা করা আদৌ ঠিক নয়। তারা যেটা বলেন নিচের সারির দিকে, প্রাথমিক সচেতনতার স্তরে যে মানুষটা নিচের সারির, ঈশ্বরের উপাসনা করতে তার মূর্তির প্রয়োজন নেই। আর এ কথাটা শ্রী শ্রী রবিশংকরের কয়েকটি ভিসিডিতে বলেছেন যা আমি দেখে জানতে পেরেছি। উপরের স্তরের সচেতনতার ক্ষেত্রে মূর্তির কোনো প্রয়োজন নেই। নিচের স্তরের জন্যে প্রয়োজন আছে। এই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা মুসলমানরা বলব যে, আমরা সচেতন তার উপরের স্তরে অবস্থান করছি।

সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার উপাসনা

ইবাদত করতে আমাদের কোনো প্রকার মূর্তির প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও বলা দরকার, শ্রী শ্রী রবিশংকর তার বইতে লিখেছেন ৪নং পৃষ্ঠায়, ইসলাম কঠোরভাবে বিশ্বাস করে একজন নিরাকার সৃষ্টিকর্তাকে। তারপরেও তারা মনে করে সৃষ্টিকর্তার প্রতীক হলো মক্কা শহরের 'কাবা শরীফ'। যদিও তারা বিশ্বাস করে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু তারা ইবাদত করে কাবার দিকে মুখ করে। তিনি তারপরে লিখেছেন তাঁরা মুসলমানরা নিরাকারের ইবাদত করছে আকারের মধ্যদিয়ে। যদি কেউ বলে যে, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত করে কাবাকে পূজা করার মাধ্যমে,

সেটা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এমন কথা উল্লেখ নেই ইসলামের কোনো গ্রন্থে, কোনো বিধানে। কোনো মুসলমান কখনো 'কাবা'কে পূজা করে না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন সূরা আল-বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে এভাবে–

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ـ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

অর্থ : তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর, অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।

কাবার দিকে ফিরে মানে মুখ করে। 'কাবা' হলো আমাদের ক্বিবলা, নির্দেশিত দিক। আর আমরা একথা বিশ্বাস করি। যখন সবাই একসাথে নামাজ পড়ে, তাহলে কোনো দিকে ফিরে পড়বে? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোন দিকে? তাই একথার জন্যে একদিকে ফিরে নামাজ পড়ি। সেটা হলো কাবা শরীফের দিকে, আর এটাই হলো মুসলমানদের ক্বিবলা। যখন মুসলমানরা পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল, প্রথম এঁকেছিলেন আলী দুরসী ১১৫৪ সালে। তিনি এঁকেছিলেন দক্ষিণ মেরু উপরে উত্তর মেরু নিচে। আর কাবা একেবারে সেন্টারে। পরবর্তীতে পশ্চিমারা মানচিত্র আঁকতে শুরু করে, তাঁরা মানচিত্রটাকে উল্টে দেয়। উত্তর মেরু উপরে দক্ষিণ মেরু নিচে।

তারপরও কাবা সেন্টারেই থাকল। তাহলে দেখুন আপনি উত্তরে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরবেন আর দক্ষিণে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরবেন। পূর্বে থাকলে পশ্চিমে, পশ্চিমে থাকলে পূর্বে ফিরবেন। আমরা মক্কায় গিয়ে যখন কাবার চারপাশ প্রদক্ষিণ করি, ওমরাহ ও হজের সময় এটা আমরা করি আল্লাহর আদেশে। তবে যুক্তি দিয়ে বলি, আমরা প্রদক্ষিণ করি এই জন্যে যে, প্রত্যেক বৃত্তের একটি কেন্দ্র আছে। এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ কেবল একজনই। তাই যদি কেউ বলে আমরা নিরাকারের উপাসনা করি আকারের মধ্যদিয়ে, ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা একেবারেই ভুল, না হয় অমূলক।

এরপর শ্রী শ্রী রবিশংকর ২৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুহাম্মদ ﷺ যখন মক্কায় ফিরে আসনে তখন তিনি কাবার সব মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন।

তবে মূর্তি পূজার প্রধান জিনিসটা বাদে 'কালো পাথর' অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি 'হাজারে আসওয়াদ'। যদি কেউ বলে কালোপাথর মূর্তি পূজার প্রধান বস্তু তাহলে সে অত্যন্ত ভুল বলে। এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথাও পাবে না। শুধু ইসলামের ধর্মগ্রন্থেই নয়, কোনো সময় কোনো কালে 'হাজারে আসওয়াদ'-কে কেউ পূজা করেছিল। আরব্য সমাজে কখনো এমনটা হয়

নি। কেউ করে নি এটাই বাস্তব সত্য। শ্রী শ্রী রবিশংকর তাঁর বইয়ের ৬নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হাত ও পা ধুয়ে নেয় এবং এটা বৈধ রীতি হিসেবে আরবরা এটা করত। পরবর্তীতে মুসলমানরা এটা শুরু করে। এটার জন্যে কোনো উৎস নেই। ইহুদি বা খ্রিস্টানরা এরূপ করে না বা তাদের ধর্মে এরূপ রীতি নেই।

আমি এ ব্যাপারে একমত যে, মুসলমানরা নামাজ পড়ার পূর্বে ও হিন্দুরা প্রার্থনার পূর্বে হাত ও পা ধুয়ে নিবে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এটা বৈদিক রীতি হিসেবে আরববাসী গ্রহণ করেছে তাহলে আমি একমত না। আর যদি বলা হয় ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে এটি নেই, তাহলে আমি তার সাথেও একমত নই । কারণ আমি মনে করি সেটা মারাত্মক ভুল। কেননা আমি বাইবেলেরও ছাত্র। শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টেই নয় নিউ টেস্টামেন্টেও এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর বুক অব এক্সোডাস-এর ৪০ নং অধ্যায়, ৫১ ও ৩২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "মুসা ও হারুন তারা হাত ও পা ধুলেন, তারপর মহান প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন, যেভাবে করতে বলা হয়েছিল। নিউ টেস্টামেন্ট এর বুক অব অ্যাক্টস : অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ-২৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

'পল ও তার সাথের লোকেরা হাত ও পা ধুয়ে প্রভুর প্রার্থনা করলেন, যেভাবে প্রার্থনা করার নির্দেশ ছিল।'

এটা হলো বাইবেলের একটা অংশ। যা ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যেটাকে বলা হয় 'ওজু'। আমি ডা. জাকির নায়েক ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর একজন ছাত্র। আমি মনে করি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মানুষের জীবন দর্শন নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বই হলো পবিত্র 'কুরআন'। আর তাই আমি পবিত্র কুরআন মজীদের একটা ইংরেজি অনুবাদ উপহার দিতে চাই শ্রী শ্রী রবিশংকরকে।

ইসলাম ছাড়া বেশিরভাগ ধর্মের অনুসারীরা 'অ্যানথ্রোপোমরফিজম' এ ধারণায় বিশ্বাস করে। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পৃথিবীতে যখন আসেন মানুষের রূপ নিয়ে আসেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন অনেকবার আসেন। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন একবার। এখানেও যুক্তি আছে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এতো বিশুদ্ধ যে, এতো পবিত্র যে, তিনি মানুষের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারেন না। তিনি জানেন না মানুষ কীভাবে অনুভব করে যখন সে রেগে যায়, যখন তার মন খারাপ থাকে, যখন ব্যথা পায়, তারা বলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন এ জন্য যে, তিনি দেখে যাবেন মানুষের জন্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ। যুক্তিটা বলতে গেলে

একদিক থেকে ভালোই। তবে আমি বলতে চাই, যদি আমি একটা টেপরেকর্ডার বানাই তাহলে কি টেপরেকর্ডারের জন্যে কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ তা জানার জন্যে কি আমাকেও টেপরেকর্ডার হতে হবে? আমি বলতে চাচ্ছি আমি টেপরেকর্ডার হব না, আমি একটা নির্দেশিকা লিখব। লিখব এভাবে, যদি কেউ অডিও সেট চালাতে চান তাহলে ক্যাসেটটা ভেতরে লাগিয়ে প্লে বাটন চাপুন। উপর থেকে বন্ধ করতে চান তাহলে স্টপ বাটনে চাপুন। উপর থেকে ফেলে দিবেন না, তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ তাআলা, তিনি মানুষকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন । মানুষের জন্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা খারাপ তা জানা ও দেখার জন্যে তার মানুষ হওয়ার দরকার নেই। তিনি কি করবেন, তিনি আমাদের হাতে দেবেন একটা নির্দেশিকা বই। আর মানুষের জন্যে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ দিক-নির্দেশনা হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কেউ পৃথিবীর বুকে মানবজাতির জন্যে নির্দেশিকা এতো ভালো করে লিখতে পারবে না। সে জন্যেই আমি বলি মানবজাতির নির্দেশনার জন্যে এই বইটা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

এটা মানবজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর চূড়ান্ত নির্দেশিকা, আমাদের জীবন ধারণের মাধ্যমে। আমি আলোচনা শেষ করার আগে কুরআন মজীদের সূরা আল আনআমের ১০৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ـ

অর্থ : আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদের গালি দিও না। কেননা অজ্ঞতাবশত সীমালংঘন করে তারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, নিন্দা করো না, গালি দিও না সেই সব দেবতাদের, যাদের পূজা লোকজন করে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে। আল্লাহ সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অজ্ঞতাবশত তারা আল্লাহ তাআলাকে গালি দিবে, নিন্দা করবে।

মোহাম্মদ নায়েক : এ পর্যায়ে আমি শ্রী বিনোদ মেননকে অনুরোধ করব আপনাদের সাথে শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর সম্পর্কে কিছু বলার জন্যে।

বিনোদ মেনন : নমস্কার! সম্মানিত শ্রোতামন্ডলী ও দর্শকবৃন্দ, শ্রী শ্রী রবিশংকরের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সহমর্মিতার বার্তা ও অহিংস জীবন দর্শন পৃথিবীর লাখো মানুষের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মানবিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের মাঝে তিনি পেয়েছেন বিশ্বশান্তির পথ। আর এজন্যেই বিশেষভাবে প্রয়োজন ব্যক্তিগত পর্যায়ে দায়বদ্ধতা, পরোপকারের মনোভাব, সচেতনতা। রবিশংকর ১৯৫৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪ বছরে ভগবতগীতা পাঠ করে তিনি তার বাবা-মাকে মুগ্ধ করেন। তিনি বৈদিক এবং বৈভানিক, দু ধরনের শিক্ষাই গ্রহণ করেছেন।

আর গ্রাজুয়েশন করেছেন, ১৭ বছর বয়সে আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর ব্যাঙ্গালোর থেকে।

তিনি তার সাহিত্যকর্মের জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন কুয়েমপা ইউনিভার্সিটি থেকে। ১৯৮২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আর্ট অব লিভিং ফাউন্ডেশন'। যা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আর এর কাজ চলছে পৃথিবীর ১৪০ টিরও বেশি দেশে ১৯৯৭ সালে শ্রী শ্রী রবিশংকর প্রতিষ্ঠা করেন 'ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব হিউম্যান ভ্যালুজ' যেটা পৃথিবীর প্রায় ২৫,০০০ গ্রামে উন্নয়ন কাজ করে চলছে আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে। আর সংস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুর্দশাপীড়িত মানুষদের এনে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা দেয়া হচ্ছে এমন দেশের মধ্যে আছে– আফগানিস্তান, বসনিয়া, ভারতের গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, পাকিস্তানে, ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। গুরুজীর স্বেচ্ছাসেবক দল এসব ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এশিয়ার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সুনামির ভয়াবহতায়।

গুরুজী ইরাকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্যে ডাক্তার, ওষুধ ও ব্যায়ামের জন্যে প্রশিক্ষক পাঠিয়েছেন। এছাড়াও সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, মানবিক মূল্যবোধ, বহুজাতিক একতা দরিদ্রদের জন্যে আবাসন। শ্রী শ্রী রবিশংকরজী প্রতি বছর ৩৫টিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করে থাকেন। তিনি সব সময় সবখানে একটা কথাই প্রচার করেন যে, সব ধর্ম আর বিভিন্ন আধ্যাত্মিক মতবাদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি প্রধানত একটাই। মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার বাণী আর গভীর জীবন দর্শন আমাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের জন্যে উৎসাহিত করার পাশাপাশি অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। তিনি বহুজাতি ও বহুধর্মের একতা ও সহমর্মিতায়

বিশ্বাস করেন। গুরুজীর উদ্ভাসিত ক্রিয়া, ব্যায়াম মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন ব্যথা নিরাময় করে। গুরুজী এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন : 'গুরু মহাত্মা এওয়ার্ড' দিয়েছে মহারাষ্ট্রের সরকার।

ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রপতি তাকে 'যোগ শিরোমণি' পদবীতে ভূষিত করেছেন। 'ফিওনিক্স এওয়ার্ড' দিয়েছেন জর্জিয়ার মেয়র। 'ইলিয়ন'-এর গভর্নর তাকে গ্লোবাল হিউম্যানিটারিয়ান এওয়ার্ড' দিয়েছেন। তিনি আরো পেয়েছেন 'মার্টিন লুথার কিং এওয়ার্ড'। সতরুজী শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর ভেতরে আপনি পাবেন করিৎকর্ম মনোভাব, গভীর জ্ঞান, নীরবতা ও উচ্ছলতা। তাঁর সংস্পর্শে যারা আসেন তাদের জীবন দর্শন, ভাগ্য, জীবনযাপন বদলে যায়, সর্বোপরি তার জীবন বদলে যায়। পৃথিবীর সামনে তার বাণী হলো, তোমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভালোবাস।

মোহাম্মদ নায়েক : এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী আমাদের সামনে আলোচনা করবেন হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা। এখন আলোচনা করছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা, সন্ত কবিরের একটি দোহাস এখন বলতে চাচ্ছি।

আপনি পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থ পড়ে তর্ক আর বিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখবেন সেই তর্ক আর বিতর্ক কখনো শেষ হবে না। তবে দুটি ভালোবাসার কথা, সদিচ্ছা আর পাশাপাশি থাকার আন্তরিকতা আমাদের এক করে দিতে পারে। ডা. জাকির নায়েকের বক্তৃতা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে কি সুন্দর করে উদ্ধৃতি দিলেন। আমি আশা করি পৃথিবীর সব মানুষ যেন এ ধরনের জ্ঞান অর্জন করে অন্তত কিছুটা হলেও, যাতে করে তারা সংকীর্ণ মনা না হয়। তারা যেন মনে না করে, আমিই একমাত্র স্বর্গে যাবো, আর বাকি অন্য সবাই নরকে যাবে। বর্তমানে এ সুন্দর বসুন্ধরাটাই একটা নরক, কেননা এখানে সব ধর্মের মানুষই মনে করে, একমাত্র তারাই সঠিক পথে চলছে।

অন্য আর যা ধর্মমত আছে সবই ভুল ও সবই মিথ্যা। আমাদের মনকে আরো প্রশস্ত করা দরকার। আমি ডা. জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমি নিজেও জানতাম যে, আমার বইটাতে কিছু ভুল আছে, আসলে কি বইটা ছাপানো হয়েছিল খুব তাড়াহুড়ো করে। কারণ, তখন গুজরাটে রায়ট চলছিল। তাই আমি বইটা খুব তাড়াতাড়ি করে ছাপতে দিয়েছিলাম। আমি ইসলামের কোনো পণ্ডিতের কাছে শিক্ষা

নিই নি। আর আমি কুরআন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। এখানে আমি ইসলামের ওপর পণ্ডিত না। তবে আমার উদ্দেশ্য তিনি ঠিকই ধরতে সক্ষম হয়েছেন। আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে একত্রিত করা। যাতে করে হিন্দুরা মুসলমানদের আর মুসলমানরা হিন্দুদের পরস্পরকে ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে। আমি খুশি এ জন্যে যে, যদিও আমার বইটাতে কিছু ভুল আছে। আমি তা স্বীকার করছি, তিনি তা ক্ষমাও করেছেন, সবচেয়ে বড় কথা তিনি আমার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেছেন।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো আসল কথা। দেখা যায়, কখনো 'মা' তাঁর সন্তানকে বলেন 'দূর হও'। তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি তা বুঝান না। তবে যদি তাই ধরে নেয়া হয়, আমায় দূর হয়ে যেতে বলেছে আমি দূর হয়ে যাচ্ছি। তাহলে কিন্তু মাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। মহর্ষিনারদ, যিনি ভালোবাসার প্রবর্তক, ভক্তি সূত্র সম্পর্কে তিনি একটা সূত্র বলেছেন, 'যুক্তির উপর নির্ভর করো না, এমনকি তর্ক-বিতর্কের উপরেও'। বিতর্ক করে আপনি সব পাবেন না। আজ দেখা যায় ধর্মের মানুষদের মধ্যে অনেক বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক। কারণ, সবাই মনে করে থাকে তারা নিজেরাই ঠিক। হিন্দুধর্মে বিভিন্ন ধরনের মতবাদের বিশ্বাস আছে। সবাই লড়াই করছে আর বলে যাচ্ছে আমিই ঠিক। ইসলামেরও একই ব্যাপার। শিয়া আর সুন্নীর লড়াই চলছে তো চলছেই। তারপর দেখা যায় আহমদীয়া এসব আর কি? একজন বৃদ্ধ, একটা দর্শন।

আর আজকাল দেখা যায় বৌদ্ধ ধর্মে ৩২টি মতবাদ। প্রতিটি মতবাদের রয়েছে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা। আর সবাই বলছে তাদের নিজেরটাই ঠিক। আমি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই এভাবে আমাদের সাদৃশ্যগুলো দেখুন, আমরা সবাই একসাথে থাকতে পারি। ভাই এবং বোন হয়ে আমরা পরস্পরের প্রশংসা করতে পারি। একশত বছর পূর্বে আমরা হয়তো বা বলতাম সহ্য করার কথা, কিন্তু আজকের পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে সহ্য করাটা বেশ দুর্বল একটা শব্দ। আজকের পৃথিবী শুধু সহ্যই করবে না ভালোও বাসবে। আপনি সহ্য করেন, যেটা আপনি পছন্দ করেন না, দেখবেন একটা কিছু আপনি অপছন্দ করেন অথচ সেটাকে সহ্য করছেন। আজকের দিনে অন্যান্য ধর্মকে সহ্য করাটাই যথেষ্ট নয়। এসব ধর্মকে ভালোবাসতে হবে। আপনাদেরকে আমার বাস্তবজীবনের একটা ঘটনা বলি।

আমি তখন দিল্লীতে থাকতাম। সেখানে আমি একদিন গাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলাম। আমার সাথে একজন বয়স্ক লোক ছিলেন, যিনি কনার্ট প্যালেসে নামবেন। তবে সেখানে নেমে তাকে একটা ট্যাক্সি অথবা অটো ধরতে হবে। তাই

আমি আমার গাড়িটা তাকে দিলাম এবং আমি আমার সহকারীকে নিয়ে একটা অটোতে উঠলাম। আমরা যে অটোতে উঠলাম তার ড্রাইভার ছিল খুবই ভদ্র, বিনয়ী ও দেখতে সুন্দর। অটো রিকশার দুদিকেই তাকিয়ে দেখি অনেক নায়ক নায়িকার ছবি। লোকটা আমাকে বলল গুরুজী মাফ করবেন, আমি এখানে যার ছবি লাগাতে চাই তার তো কোনো ছবি নেই। তাই ছবিগুলো লাগিয়েছি। তারপর লোকটা কিছুক্ষণ পর আবার বলল, আমার কি পরম সৌভাগ্য, তিনি আজ মেহমান হয়ে আমার গাড়িতে উঠছেন, আর গাড়িও চালাচ্ছেন তিনিই। সব জায়গায় তিনি আছেন 'কে বলে খোদাকে চোখে দেখা যায় না। দিওয়ানাকে প্রশ্ন করো, খোদাকে ছাড়া সে কিছুই দেখে না।'

এটা–এবং এটাই হলো ভালোবাসার পূর্বশর্ত। যদি বলেন যে, আপনি পেইন্টিং এর প্রশংসা করবেন না, কিন্তু পেইন্টারের প্রশংসা করবেন, আপনি আসলে পেইন্টারকে পুরোপুরি প্রশংসা করছেন না। আপনি যদি পেইন্টারের প্রশংসা করতে চান তাহলে আগে পেইন্টিংটার প্রশংসা করতে হবে। তাহলে দেখুন এ পুরো জগৎটাই হচ্ছে ঈশ্বরের। উপনিষদে আছে ডা. জাকির কয়েকটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আরো কিছু শ্লোক আছে আরেকটু গভীরভাবে দেখলে তা বুঝতে পারবেন।

'প্রভু সৃষ্টি করে তার ভেতরেই প্রবেশ করলেন।' ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরের গভীরে অবস্থান করেন। আর এ ভারতে কবি, সাধক, সুফিরাও এই দর্শন দিয়ে গান, কবিতা, তৈরি করে থাকেন। তুমি মানো বা না মানো অন্তর দিয়ে তোমায় খোদা মেনেছি। এ কথাগুলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের নয়। এগুলো বলেছেন তারা, যারা ঈশ্বরের প্রেমিক। আর আপনাকে বলছি শুধু ভালোবাসা দিয়েই আপনি সব জয় করতে পারবেন। আপনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করুন আসল সত্যটাকে। ঈশ্বরের ধারণাটা আসলে কী? যে সত্য, অসীম জ্ঞান ও অনুগ্রহ এসব কিছু মিলেই হয় ব্রহ্মা। আপনারা ইতোমধ্যে ডা. জাকির নায়েকের কাছ থেকে শুনেছেন যে, বেদ আর উপনিষদের মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বুঝতে হবে প্রয়োগটা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেখানে সেখানে আমাদের সাদৃশ্য আছে সেখানে আমরা এক সাথে থাকব। তবে যেখানে আমাদের সাদৃশ্য নেই সেখানেও আমরা একসাথে থাকার চেষ্টা করব। আর তাহলেই আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ হতে পারব। কেননা আপনি বহুজাতি ও ধর্মের মানুষের একতা চান। আপনি ভালোবাসবেন সব ধর্মের সব জাতির মানুষকে। চাই সে হোক হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, সুফিবাদী কিংবা যেকোনো ধর্মের যেকোনো মতবাদের লোক হোক না কেন?

ভালোবাসা হচ্ছে সবার উপরে। আর বেদের ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ তিনটি জিনিসের দ্বারা তৈরি। যথা : আস্তি, ভাতি, প্রীতি। আস্তি অর্থ হলো যেটা আছে, ভাতি হলো অনুভূতি আর প্রীতি অর্থ হলো ভালোবাসা। নাম রুপম, নাম ও রূপ। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর নাম ও রূপ আছে। তবে সচেতনতা হলো আস্তির পরে যেটা সেটা হলো ভাতি, অনুভূতি প্রকাশ করা। গীতায় অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে, বেদের মধ্যে অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। ঋষিরা অন্তর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কুরআন মজীদেও অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে বাইবেলসহ সব জায়গায় একই অনুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে। আস্তি, ভাতি, প্রীতি। এ পুরো পৃথিবীটা নাম ও রূপ। আমি যখন পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, তারা আমাকে এ প্রশ্ন করেছিল 'আপনারা ভারতে এতো বেশি দেব-দেবীর পূজা করেন কেন? স্রষ্টা তো মাত্র একজনই। আপনিও বলছেন স্রষ্টা একজন।'

আমি তাদের বললাম যে, আটাতো একটাই। চাপাতি একটাই, সেটা দিয়ে সমুচা বানালেন, পুরি বানালেন, কচুরি বানালেন, পরোটা বানালেন, কেন এমন করলেন? শুধু মজার জন্যে, কেবল আনন্দের জন্যে। তাই আমি শুধু বলতে চাই যে, লীলা আমি হলাম একজনই, আবার অনেকজন। তাই প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটাই সচেতনতা। তবে তাদের প্রত্যেকে আলাদা আলাদা। এটাই হলো মূল কথা। যদি আপনি গভীরে প্রবেশ করেন, দেখবেন, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই যদি না হয় তাহলে কবির আর বুলে শা'র মতো লোকজন অনেক সুফী লোকই ছিলেন, ঋষি-মহর্ষিরা ছিলেন, তাদের মধ্যে কখনো মতের অমিল ছিল না। যারা ঈশ্বরকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁকে অনুভব করেছেন, তাদের মধ্যে আদৌ মতের অমিল হয় নি। কারণ এটাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা, ভালোবাসার স্বরূপ। আর তাই আজকে আমাদের সেটাই করতে হবে।

তা না হলে ঝগড়া-বিবাদ, বিতর্ক, ঠিক-বেঠিক ভুল-শুদ্ধ, মানুষ হিসেবে আমাদের অনেক নিচে নামিয়ে দেবে। প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে একই সরলতা থাকে। প্রত্যেকটা মানুষ এ জ্ঞান নিয়ে জন্মায়। এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। আপনাদের কি মনে হয়? আমি কি ঠিক বলেছি? আসলে সবাইকে আপন মনে করতে হবে। আমরা সবাই একে অপরকে চিনব, জানব। একটু একটু করে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে। যেমন : আজকের দিনটা একটা দৃষ্টান্ত, এখানে এ বইগুলো দেখে খুব ভালো লাগছে। আর আমি ভালো করেই জানি একজন হিন্দু ও উপনিষদের এতোকিছু জানেন না বা পড়েন নি। আমাদের সবাইকে আজ একত্রিত হতে হবে। যদিও আমাদের মাঝে অনেক মতপার্থক্য আছে, আলাদা রীতিনীতি সংস্কৃতি, অভ্যাস আছে।

সবাইকে জানিয়ে দিন, সবার উপরে রয়েছে একজন, একমাত্র ঈশ্বর, একটি ভালোবাসা। কেবল আমার কথাগুলোকে শুনবেন না, কথাগুলোর পেছনের উদ্দেশ্যেটাকেও ভালো করে দেখে নিবেন।

আমি এটাকেই বলি 'হার্ট অভ্ লিভিং'। অর্থাৎ উদার হৃদয়। অন্য কেউ আপনাকে পছন্দ করুক আর না করুক আপনি সবাইকে ভালোবাসবেনই। 'প্রত্যেক মানুষ আমার নিজের সম্পত্তি।' সব মানুষের চিন্তা-ভাবনা আমরা এক পথে নিয়ে আসতে পারবো না, যে একটাই দর্শন। আমাদেরকে এ বৈচিত্র্য নিয়েই বসবাস করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা আসলে মহান, অসীম। এখন আমি জানি বিষ্ণু মূর্তির চার হাত ও চারপা আছে। আসলে কি 'চতুর' শব্দটির দু'টি অর্থ আছে। সংস্কৃতিতে চতুর হলো 'বুদ্ধিমান'। সৃষ্টিটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। সৃষ্টি প্রক্রিয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখন দেখুন, বিষ্ণুর চার হাত আছে। তার সেই চারটা হাতে কী কী আছে? আছে মোট চার, পাঁচটা উপাদান। আর বিষ্ণুর গায়ের রং নীল। নীল হলো স্পেস বা খোলা জায়গা। যেমন : আকাশ, কোনো আকার নেই, নিরাকার। আকাশতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, পৃথিবীতত্ত্ব, এই প্রপঞ্চ।

এটাকে বলা হয় 'প্রপঞ্চ'। পাঁচটি মূল উপাদান। এ দিয়ে পৃথিবী তৈরি, পুরোবিশ্ব জগৎ। আর এটা প্রাচীনকালের মানুষরা লিখেছিল। একটা কথা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আর তা হলো 'পুরানা' নিয়ে। আমরা জানি 'পুরানা' হলো পুরানো। কিন্তু সংস্কৃতিতে 'পুরে' 'নওয়া' অর্থাৎ পুরানা। তাই যে জিনিসটা শহরে একেবারে নতুন এসেছে সেটাকে বলা হয় 'পুরানা'। তাই 'পুরানা' গুলোকে লেখা হয়েছিল একটা বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্য। সেটি হলো আপনাকে অনুপ্রাণিত করা। সব মানুষকে কিছুটা বিনোদন, আনন্দ, ভালোবাসা দেয়া। সবাই যেন প্রেরণা পায় মানুষকে ভালোবাসার জন্যে। সব মানুষ যেটা বুঝে, যেটা করে আর যেটা মেনে চলে, অনুসরণ করে আমি জানি মানুষ যেটা মেনে চলে অনুসরণ করে তার অনেক কিছুই ঠিক না। আর প্রত্যেক ধর্মের লোককেই তার নিজ নিজ ধর্মের ভুল-ক্রটিগুলো শুধরে নিতে হবে।

অন্য কেউ এটা করতে পারে না। হিন্দুনেতাদের উচিত হবে, হিন্দুদের ভুলগুলো শুধরে দেয়া। একইভাবে এ দায়িত্ব মুসলমানেরও। মুসলমান নেতাদের উচিত নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নেয়া। তাহলেই কেবল আমরা সংস্কার সাধন করতে পারবো। আর আজকের এই দিনে সংস্কার খুব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অহিংসাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত। একথা ধর্মগ্রন্থেও বলা হয়েছে। যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, এই টেবিল কি অণু দিয়ে তৈরি? আমি উত্তরে বলব, এ অণু এখন আমি পাব

কোথায়? আমি তখন তাই বলব যে, এই টেবিলেই পাবেন, ঐ টেবিলে পাবেন। স্পিকারে পাবেন। কারণ সব কিছুইত অণু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তাই নয় কি? অণুকে খুঁজতে আপনাকে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অণু আছে সর্বব্যাপী, সর্বত্র, সবখানে একজন নিউক্লিয়াস বিজ্ঞানী এবং একজন এটমিক বিজ্ঞানী বেদান্তের সব কথার সাথে একমত হবেন।

এখানে আপনি পাবেন 'থিউরি অভ্ রিলেটিভিটি'। স্রষ্টা কোনো একটা ব্যক্তি বা বস্তু নন। মনে রাখতে হবে এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। তার একটি মাত্র ইশারা দ্বারা এই পৃথিবী সৃষ্টি। তার মানে এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তার অধীন। এতে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। আমি এখানে উপনিষদ থেকে ছোট একটা গল্প বলছি। একটা ছেলে তার বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা ঈশ্বর আসলে কী? তিনি দেখতে কেমন? ছেলেটাকে তখন তার বাবা হাত ধরে নিয়ে গেলেন, তারপর ছেলেকে বললেন, দেখো, ঐ যে বাড়িটা ওখানে আছে, তার আগে এখানে কি ছিল? ছেলেটা জবাব দিল, খালি জায়গা। বাড়িটা এখন কোথায়? খালি জায়গায়। বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গেলে জায়গাটায় কী হবে? ছেলেটা বলল, কিছুই হবে না। জায়গাটা তখন আগের মতো থাকবে। বাবা বললেন, তোমার আত্মাও তাই, তুমিও ঠিক এমনই। আত্মা আছে, রূপ আছে, সচেতনতা আছে, তারপর অবসানও আছে। কাম, ব্রহ্মা, এই জায়গার মতোই। যেখানে সবকিছু আছে, সবকিছু জন্মায়, আর সেখানেই সবকিছু অবসান হয়।

প্রিয় বন্ধুরা আপনারা দেখবেন, যখন আপনারা অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করবেন, যেখানে আপনার কথা প্রবেশ করতে পারে না, এমনকি মনও ঢুকতে পারে না। আপনার মনের সেই নীরব কোণায় প্রবেশ করে ধ্যানে বসে যান, গভীরে চলে যান। তাহলে বুঝতে পারবেন সেটাই ভালোবাসা, সেটাই ভাতি, সেটাই আস্তি এবং সেটাই প্রীতি। আসলে আমাদেরকে অবশ্যই একত্রিত হতে হবে। আরো বেশি করে সম্মেলন, আলোচনা অনুষ্ঠান করতে হবে। আমরা আমাদের পার্থক্য নিয়ে তর্ক বিতর্ক করতে চাই না। কারণ কেউ তার রীতি-নীতি ত্যাগ করবে না।

যদি কাউকে গিয়ে বলেন, তুমি গণেশের পূজা করছ কেন? সে কোনো কথা শুনবে না। কারণ এটা হচ্ছে তার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। কয়েকশো বছর ধরে এটা চলে আসছে। যদি আপনি গণেশ পূজার সময় যে শ্লোক বলা হয়ে থাকে তা শোনেন। তাহলে আপনি শুনতে পাবেন, পূজার সময় বলা হচ্ছে, তুমি নিরাকার, তুমি সর্বব্যাপী। তবে আমি তোমার সাথে কিছুদিন খেলা করতে চাই। তাহলে দেখুন, বলা হচ্ছে তুমি নিরাকার, স্রষ্টা তুমি সর্বব্যাপী, আমি এখন তার সাথে

খেলা করব। কিন্তু কীভাবে খেলা করব? আমাকে যে উপহার দিয়েছ, তোমাকেও তাই দিব। তুমি আমার চারপাশে চন্দ্র ও সূর্যকে রেখেছ। আর আমি এ ছোট প্রদীপ জ্বেলে ভক্তি জানাতে তোমার চারপাশে ঘুরে বেড়াব। আমাকে এ জীবন দিয়েছ। এখন আমি তোমার সাথে খেলব, তোমাকে 'ভক্তি জানাব'। এটাকে কেবল গুরুত্বের সাথে নিলে চলবে না। এটা হতে হবে ভক্তি সহকারে খেলা করা। এটাই হলো আনন্দ।

আনন্দকে প্রকাশ করা হলো, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। পূজাকে বলা হচ্ছে এটা আমাদের পরিপূর্ণতা দেয়। আমি আমার জীবনে যা পেয়েছি তার জন্যে আমি এতো বেশি কৃতজ্ঞ যে, তোমাকে পূজা করছি, নিজেকে প্রকাশ করছি। আজকে আমি যখন এখানে আসলাম তখন সবাই আমাকে ফুল দিয়েছে। আমরা ক'উকে ফুল দিই কেন? নিজের শুভ কামনাকে প্রকাশ করার জন্যে। রওশন বেগ সাহেব নিজের আসন থেকে উঠে এসে আমাকে ফুল দিলেন। কেন দিলেন? আমার মনে হয় তার মনে হয়েছিল গুরুজী এসেছেন, তাকে কিছু উপহার দেয়া উচিত। আর এটা অনুভূতি বিনিময়। কেননা অনুভূতিকে পুরোপুরি প্রকাশ করা যায় না। যায় কি? তাইত আমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা প্রকাশ করি। যেমন ধরুন, মুসলমানরা মক্কা গিয়ে শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে, এটা হচ্ছে হৃদয়ের একটা অনুভূতি।

শয়তান দূর হয়ে যাবে কংকর নিক্ষেপের ফলে। এটা হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। আর হিন্দুরা এটার সমালোচনা করতে পারে। মুসলমানরাও গণপতি বলতে পারে। এসব কিছুতে আসলে সমস্যা বাড়বে ছাড়া কমবে না। দয়া করে আপনারা কেউ এই পথে যাবেন না। হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনেরা এটা আমার পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি অনুরোধ। অন্য কারো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কখনো সমালোচনা করা কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। যদি আপনার কাছে কেউ জ্ঞানের জন্যে আসে তাহলেই কেবল আপনি তাকে কিছু বলতে পারেন। তা না হলে সবাই পরস্পরকে বলবে যে, তারা যা করছে সেটা সঠিক। আর একটা কথা মনে রাখবেন, সব মানুষকে একতাবদ্ধ করা কোনো অবস্থায়ই সম্ভব নয়, যদিও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এটা আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, মূর্তি পূজারীদের সমালোচনা করবেন না।

কারণ এ দেশে হাজার বছর ধরে এ রীতি চলে আসছে। তবে যেটা করতে পারি তাদের কাজটাকে শ্রদ্ধা করতে পারি। আর যখন আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করব তখন বিশ্বাস একটা পরিবর্তন আসবে আমাদের সমাজে। আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস তখনই প্রতিফলিত হবে। কেউ তখন ভাববে না যে, আপনি তাদের বিপক্ষে আছেন।

আমাদের সব মানুষের এক হতে হবে। আর এভাবেই কেবল আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় সেবক হতে পারি। অহিংসাকে রাখতে হবে সবার উপরে, সবার ঊর্ধ্বে। যোগ শাস্ত্রে আছে, মানবদেহে আটটা প্রত্যঙ্গ আছে। যদি আপনারা যোগ পাঞ্জাঞ্জপড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন, যোগ সূত্র এখনো আধুনিক। যেকোনো ধর্মের লোকজনই এটা করতে পারে। একটু আগে ডা. জাকির নায়েক 'আল্লাহর' যে সংজ্ঞা দিলেন, সেই একই কথা বলেছেন মহর্ষি পাতাঞ্জলী।

আসলে ঈশ্বর কে? কায়া ক্লেশহীন। যার ভেতরে কোনো ক্লেশ নেই, কোনো ধরনের যন্ত্রণা নেই, যার কোনো আকার নেই, হৃদয়ের সেই সচেতনাই হলো ঈশ্বর। একথাই মহর্ষি পাতাঞ্জলী বলেছেন যোগসূত্রে। তিনি আরো বলেছেন যে, 'ইয়ামা' যার অর্থ অহিংসা। তিনি আরো বলেছেন শান্তির কথা। সাত্যিয়া বা সত্যির কথা। 'আস্তেয়া' অর্থাৎ কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চুরি করো না। 'ব্রহ্মচারিয়ে' একগুঁয়েমি। 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ কাউকে লজ্জিত না করা। আর এই ইয়ামা-নিয়ামা প্রাণয়ামা, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণা, সমাধি এই আট প্রতঙ্গের কথাই মহর্ষি বলে গিয়েছেন। মহর্ষি যা বলেছেন তাতে উপকার হবে আমাদের মানুষেরই। দেখুন, আপনার নিঃশ্বাসেই লুকিয়ে আছে অনেক কিছু। নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে ভালো করতে পারেন। আপনি আপনার মনকে ভালো করতে পারেন। এতে করে আপনার মনের নেতিবাচক ধারণা দূর হয়ে যায়।

আপনি যখন প্রার্থনায় বসেন, আপনার মন সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যদি আপনি নিঃশ্বাসের দিকে মনোযোগ দেন, আপনার মন তখন পথ খুঁজে পাবে। ফলে আপনি থাকতে পারবেন খাঁটি বন্ধুর মত। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষ এইসব নিঃশ্বাসের কৌশল আর ব্যায়াম শিখছ। যদিও এটা অনেক প্রাচীন জ্ঞান। এ ব্যায়ামও তখনই শিক্ষা দেয়া হতো যখন শিক্ষার্থী আসলেই মনোযোগী আর বুদ্ধিমান হতো এটা ভালোভাবে বুঝার জন্যে। আমার মতে, এটা এতোই উপকারী জ্ঞান যে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই এটা পৌছানো উচিত। আর প্রত্যেক মানুষই এ জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারবে, তাদের ধর্ম যাই হোক না কেন। আমি পৃথিবীর সামনে প্রাণায়াম আর যোগের দরজা খুলে দিতে চাই। আমি বলছি এটা কোনো ব্যাপারই না, আপনার বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছি না। আমি কথা বলছি আপনার নিঃশ্বাস নিয়ে।

নিঃশ্বাস আর আবেগ এর মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। নিঃশ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করলে। দেখবেন মন শান্ত অচঞ্চল হয়ে গেছে। এটা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও হয়েছে। 'অলইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট নিম্হান্স' অনেক গবেষণা করেছে। আমরা যখন ইরাকে গেলাম, দেখলাম হাজার হাজার নারী ও শিশু

প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে। তারা রাতে ঘুমোতে পারছে না। ডাক্তাররা তাদের দিচ্ছে ওষুধ স্টেরয়েড। যাতে করে তারা ঘুমোতে পারে। আমরা তাদেরকে অতি সহজ নিঃশ্বাসের ব্যায়াম শিখিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনের মধ্যেই বেশির ভাগ রোগী এই সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। সেখানকার অনেক মানুষই বলেছিল যে, আমরা ভালোভাবে ঘুমোতে পারি না। আমাদের আতঙ্ককে দূর করতে পারি না। কাশ্মীরেও ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। এমন কি পাকিস্তানেও একই ব্যাপার ঘটেছিল।

তাহলে যদি পৃথিবীর কোনো ধর্মের মধ্যে ভালো আর জ্ঞানের কিছু থাকে তাহলে আমরা সেটা কেন গ্রহণ করব না? অবশ্যই গ্রহণ করব। আমরা তখন উগ্রপন্থী হয়ে বলব না যে, আমার ধর্মে এটা নেই এটা তোমার ধর্ম। ইউনানি এর কথা আমরা বলতে পারি এটার উৎপত্তির সাথে ইসলামের যোগসূত্র আছে। আমরা সবাই এই কথা জানি। ইউনানী ওষুধ সবার জন্যে ভালো। একইভাবে চাইনিজ ওষুধ। আকুপাংচার আর আকুপ্রেমার পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে ভালো। তাহলে আমরা সবাই যদি পৃথিবীর সব জায়গায় খাবার খেতে পারি পৃথিবীর যেকোনো দেশের। পৃথিবীর যেকোনো দেশের গানবাজনা শুনতে পারি, তাহলে কেন আমরা জ্ঞানটাকে গ্রহণ করতে পারি না। এ জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়া এখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে এখন সবাই হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে। এখানে এরকম শান্তির উদ্যোগ দেখে আমার বেশ ভালোই লেগেছে।

এ বিশাল আয়োজন এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজ ধর্মসহ অন্য ধর্ম সম্পর্কে কিছু না কিছু জানা। এটা বললে চলবে না যে, আমার ধর্মই হলো সবার উপরে, সবার ঊর্ধ্বে আর তোমারটা নিচে। এটি কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ঈশ্বর মানেই হচ্ছে ভালোবাসা তথা 'আস্তি', 'ভাতি', 'প্রীতি'। আসুন আমাদের মধ্যে কী সাদৃশ্য আছে সেটা খুঁজে বের করি। পাশাপাশি পার্থক্যটা নিরূপণ করার চেষ্টা করি। এ কাজটা করার জন্যে আমাদের একই ধর্মের অনুসারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা আলাদা ধর্মে থেকেও এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারি যদি আমাদের স্বদিচ্ছা থাকে। এখন থেকে আমাদের মূলনীতি হোক, আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করব। মনে রাখতে মানুষকে অহিংসার বাণী শুনানোর বিকল্প নেই। আমার জানা মতে হিংসাত্মক কাজকে কোনো ধর্মেই অনুমোদন দেয়া হয় নি। কোনো ধর্মগ্রন্থেই হিংসাত্মক কাজের অনুমতি প্রদান করা হয় নি।

আর তাই আমাদেরকে অবশ্যই অহিংসার পথেই চলতে হবে। আপনাদের কি ধারণা বলুন? আপনারা কি একমত হচ্ছেন? আচ্ছা আমার সময় কি শেষ হয়ে গেছে,

না কি আরো সময় আছে? আসলে কি আমি এতো বেশি কথা বলি না, আপনাদের কাছে এসে বলে ফেললাম। আমার তাহলে আরো ৩৩ মিনিট বাকি আছে। হা হা হা।

প্রাণ খুলে হাসতে শিখুন, আসুন আমরা আরো বেশি বেশি হাসি। সেই সাথে ক্রোধকে আমরা দমন করি। আমরা সবাই খুব সহজেই রেগে যাই, সেই তুলনায় হাসি খুব কম। আমাদের এ অভ্যাসটা অবশ্যই বদলাতে হবে। বেশি বেশি হাসতে হবে। মনে রাখবেন, ক্রোধকে একেবারে জীবন থেকে দুষ্প্রাপ্য করে দিতে হবে। ক্রোধ আসবে দুই একবার। আমি যদি অন্যায় কাজ দেখি তাহলে রেগে যাবো। কিন্তু যদি মনের মধ্যে শুধু ক্রোধটাই রাখেন, তাহলে সুবিচার নিশ্চিত করা যাবে না। সুবিচারের কথা বলতে গিয়ে যদি আমরা রেগে যাই তখন কী হয় জানেন? তখন আমরা বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ঠিক করে দেয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যবেক্ষণ আর প্রকাশের ভঙ্গি। আপনি যদি ক্লান্ত থাকেন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি হবে এক রকম। যদি সংকীর্ণ মনের হন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি ভুল হয়ে যেতে পারে। এমনকি যদি কেউ শুভেচ্ছা জানায়, সেটাকেও মনে করবেন সে আপনার শত্রু। সেজন্যে সবার আগে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে। আর তাই সবচেয়ে খারাপ অপরাধীও অন্তরের দিক থেকে একজন সুন্দর মানুষ হতে পারে। অপরাধীকে ঘৃণা করবেন না বরং তার অপরাধকে ঘৃণা করুন। আমরা যাদের 'অপরাধী' বলে চিহ্নিত করি তাদের মধ্যে একজনের সাথে আপনি কথা বলে দেখুন, মনের দিক থেকে সেও একজন ভালো মানুষ। অনেকদিন ধরে মানসিক ক্লান্তি আর চিন্তার জন্যে সে অপরাধ করছে।

তাদের প্রতি সমবেদনা থাকতে হবে, তাদের পাশে থাকতে হবে, তাদের আপন ভাবতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে। অপরাধকে ঘৃণা করতে হবে, অপরাধীকে নয়। ঈশ্বরের মানে এই না যে, তিনি ওখানে বসে আছেন আর আপনাকে বাণী দিচ্ছেন। তিনি মূলত বিশ্বজগতের সব উপাদান। এ বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই হলো ব্রহ্মা। সবকিছুই ব্রহ্মা দিয়ে তৈরি করা। বিশ্বজগতের এ সবকিছু অণু দিয়ে তৈরি, তরঙ্গ দিয়ে তৈরি। এ তরঙ্গের কোনো নাম নেই, আকার নেই। তারপরেও তাকে অনেক নামে ডাকা হয়, অনেক আকারে ডাকা হয়। সৃষ্টিকর্তা মানে হচ্ছে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর মনে রাখবেন, এ অসাধারণ প্রাচীন জ্ঞানের জন্ম হয়েছে এ দেশে। দেশের মাটি। সময়কে হারিয়ে এ জ্ঞান এসেছে। আমরা ভারতীয় হিসেবে গর্বিত এ জন্যে যে, এখানে বিভিন্ন জাতির মানুষ আমরা একত্রে বসবাস করতে পারি। অনেক সূফি-সাধক এ পবিত্র ভূমিতে জন্মেছেন। তারাও বলেছেন, অবশ্য

তাদের এজন্যে অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে। সৎ পথের সন্ধান দিতে এদেশে ইরান থেকেও জ্ঞানী গুণীজন এদেশে এসেছেন। এ দেশের মানুষ সুফিদের সম্মান করে।

শুধু কি তাই, তারা ঋষি থেকে শুরু করে মহর্ষিদের সম্মান করে। সবাইকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সম্মান করতে হবে। সে জন্যেই বলছি, 'মায়ের মধ্যে স্বর্গ ও ভালবাসাকে দেখ। তোমার বাবার মধ্যে দেবতাকে দেখ।' এখানে বুঝতে হবে 'দেব' মানে কী? 'দেব' মানে ঈশ্বর নয়, এখানে 'দেব' বলতে আমরা বুঝব 'আলো'। বাবা আপনার জন্যে আলো। বাবা-মা-ই আপনাকে পৃথিবীর আলো প্রথম দেখিয়েছেন। তাই একজন পদার্থবিদ বেদান্তের সাথে একমত হবেন। সব কথায় একমত হবেন। একমত হতেই হবে। আসলে তাঁরা উভয়ে করছেনও। তাঁরা অনেক কাজ করছেন পদার্থ আর বেদান্ত নিয়ে। ডা. জাকির নায়েক যত বেশি জানেন আমি আসলে ততটা জানি না। আসুন আজ থেকে এটাই আমাদের মূলনীতি হোক, আমরা কিছুটা হলেও বুঝার চেষ্টা করব। মনে রাখবেন, আপনি পৃথিবীর সবকিছু বুঝতে পারবেন না, সবকিছু পড়েও শেষ করতে পারবেন না। এটা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আসুন আমরা কিছুটা বুঝার চেষ্টা করি। আসুন বিশ্বাস যাই হোক না কেন কিছুটা হলেও চেষ্টা করি। আমরা যা বিশ্বাস করি সেটা ঠিক থাকবে।

আসুন আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি, সবাইকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। আসুন এভাবেই আমরা বেঁচে থাকি। ঋগবেদের একেবারে শেষে বর্ণিত আছে 'আসুন এক সাথে হাঁটি'। আসুন আমরা একত্রিত হই, মিলিত হই একসাথে। এই কথাটুকু বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করব। এক ঘণ্টা ধরে কী বলব বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় আমার যা বলার ছিল সবই বলে দিয়েছি। চমৎকার! এখানে এসে খুবই ভাল লাগল। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ নায়েক : এখন মঞ্চে আসছেন ডা. জাকির নায়েক। তিনি শ্রী শ্রী রবিশংকর এর কথার উপরে এখন শ্রোতাদের বলবেন।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্রী রবিশংকর, শ্রদ্ধেয় গুরুজন, ভাই ও বোনেরা আবারো আপনাদের সবাইকে ইসলামিক নিয়মে সালাম ও শুভেচ্ছা জানাই। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবার উপরেই আল্লাহ তাআলার সুখ, শান্তি ও দয়া বর্ষিত হোক।

ইসলামি শুভেচ্ছা বলে শান্তির কথা। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামে সৃষ্টিকর্তার ধারণা। যেহেতু আমি

এখন শ্রী শ্রী রবিশংকরের আলোচনার উত্তর দিতে এসেছি। তাই আমি বলি, শান্তির কথা বলে, ইসলামি শুভেচ্ছা। এটা সব মুসলমানের কর্তব্য যে, পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে দেয়া। শুধু তাই না। শান্তি ছড়িয়ে দেয়া সব মানুষেরও কর্তব্য। যে এটা করে না সে মুসলমান নয়। হতে পারে না। শ্রী শ্রী রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, সবাইকে ভালবাসো। আমিও শ্রী শ্রী রবিশংকরকে ভালোবাসি। আমি তাঁকে ভালোবাসি। তার যে কথার সাথে আমি একমত সেগুলোর জন্যে আমি তাঁকে ভালোবাসি।

রবিশংকর : আমাকে ভালোবাসা ছাড়া উপায় নেই।

ডা. জাকির নায়েক : একদম ঠিক কথা। তবে অন্য উপায়ে থাকলেও আমি আপনাকে ভালোবাসতাম। আপনি আপনার আলোচনায় বলেছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যগুলোতে আমাদের একমত হওয়া উচিত। আমি যেমন আমার আলোচনায় বলেছিলাম, 'আমাদের ভেতরের সাদৃশ্যগুলো লক্ষ করুন'। প্রথম সাদৃশ্যটা কী? এ সাদৃশ্যগুলো জানার জন্যেই আমরা আজ এখানে এসেছি। তবে মনে রাখতে হবে আজ আমরা একটি বিশেষ সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলছি। আর সেটা হলো যে, আমরা একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইবাদত করি। তাহলে আসুন আমরা এ সাদৃশ্য মেনে নিই ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে। শ্রী শ্রী রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, আমাদের মাঝে অমিল থাকলেও আমরা যেন হাত মেলাই। যদিও রবিশংকরের সব কথার সাথে আমি একমত হতে পারি না। তারপরও আমি এখানে এসেছি, কেননা আমি তাঁকে ভালোবাসি। তার কারণ হল আমাদের ভেতরের সাদৃশ্যগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি, বলা হয়, বাবা দয়ালু হওয়ার কারণেই নিষ্ঠুর হয়। কখনো কখনো মানুষকে শুধরে দিতে হয়। কারণ আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু ধরুন, কোনো বাচ্চা শিশু কোনো কথা বলল, যা ভুল অথবা সে দশতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিতে চাচ্ছে। আমরা কি বলতে পারি না যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি এগিয়ে যাও। যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি তাই আমি তাকে অবশ্যই থামাব। আর তাই যেহেতু আমি শ্রী শ্রী রবিশংকরকে ভালোবাসি। এটা আমার মনের কথা যে, তাঁর আন্তরিকতার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য আর তা হলো হিন্দু আর মুসলমানদের একত্রিত করা। কিন্তু যারা আমার মতো খোলা মনের না তারা গুরুজীর কথাগুলো সঠিকভাবে ধরতে পারেন না। যেহেতু আমি গুরুজীকে ভালোবাসি সে জন্যেই আমি এ পয়েন্টগুলোর কথা বললাম। আর আমি ভালো করেই জানি, তিনি আমার কথা ভালোভাবেই নিয়েছেন। তিনি রেগে যান নি।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : আমিও ভালোবাসি।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, 'কে বলে খোদাকে দেখা যায় না। দিওয়ানাকে প্রশ্ন করো। সে বলবে, খোদাকেই সব জায়গায় দেখা যায়।'

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেছেন, 'আমি আমার নির্দেশনাবলি ব্যক্ত করব। বিশ্ব জাহানে ও তাদের নিজেদের মধ্যে যাতে এদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাই সত্য।'

আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তার নিদর্শনাবলি দেখবেন। যখন আমরা তা দেখি, তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তার কথা মনে পড়ে যায়। তিনিই সৃষ্টিকর্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যখন আমরা সূর্যকে দেখতে পাই, তখন আমাদের মনে পড়ে সূর্যের সৃষ্টিকর্তাকে। আবার যখন আমরা চাঁদ দেখি, তখনো আমরা তাঁর কথা মনে করি। তাই দিওয়ানা নয়, আল্লাহ বলেছেন কুরআনে বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তানই তাঁর নিদর্শন দেখবে।" তিনি তাদেরকে তাঁদের নিদর্শন দেখাবেনই। শুধু দিওয়ানাই নয়, প্রত্যেক মানব সন্তানকেই আল্লাহ তাআলা কথা দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেনই। আল্লাহ তাদের আকাশ পর্যন্ত দেখাবেন দেখাবেন। যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হয় যে, এটাই হলো আসল সত্য।

তাই এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নিদর্শন মাত্র, কোনোমতেই সৃষ্টিকর্তা নয়। আমি বলব, দিওয়ানা আল্লাহকে দেখে। তাঁর অর্থ হলো সে আল্লাহর নিদর্শনগুলো দেখে। সে এটা বলতে পারে না যে, তারা অথবা চাঁদগুলো আল্লাহর প্রতীক। যেটা শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মে আমরা জানি যে, সূর্য প্রচণ্ডভাবে তাপ বিকিরণ করে, যেখানে বাস করার অনুপযোগী। তিনি তার বইতে লিখেছেন, চাঁদ এবং তারা একজন মানুষকে শান্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই এটা একটা প্রতীক, ইসলাম ধর্ম আল্লাহর প্রতীক। চাঁদ ও তারা কখনো আল্লাহর প্রতীক হতে পারে না। এটা কোন অবস্থাতেই হতে পারে না।

আবার দেখুন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আছে রাত। সূর্য ও চাঁদ কিন্তু তোমরা সূর্য ও চাঁদকে সিজদা করো না। সিজদা করো একমাত্র মহান 'আল্লাহ'-কে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

যখন মহান আল্লাহর নিদর্শনগুলোর কথা বলা হচ্ছে। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী সূর্য আল্লাহর নিদর্শন। এমন কি চাঁদও। তারার কথা বলা হয় নি। তবুও তারাগুলোও মহান সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন। তবে কথা হলো আমরা ভালোবাসবো সৃষ্টিকর্তাকে। তাঁর সৃষ্টিকে নয়। ইবাদত করব একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার। তাঁর সৃষ্টিসমূহের নয়। শ্রী শ্রী

রবিশংকর ঠিক কথাই বলেছেন যে, আমরা মূর্তি পূজারীদের নিন্দা করব না, ঘৃণা করব না। আমি তার সাথে একমত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কথা শেষ করব। তার আগে কুরআন মজীদের সূরা আনআমের ১০৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে চাই। আল্লাহ বলেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ـ

অর্থ : নিন্দা করো না, গালি দিও না তাদেরকে যাদেরকে তারা ডাকে আল্লাহকে বাদ দিয়ে। কেননা তাহলে সীমালংঘন করে অজ্ঞতাবশত তারাও আল্লাহকে গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।

আমি তার সাথে একমত। কেননা এটা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু শ্রী শ্রী রবিশংকর আরো বলেছেন, যখন তারা জ্ঞানের জন্যে আসে তখন তাদের জ্ঞান দিও। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি বলে ২ + ২ = ৩; অথবা ২ + ২ = ৪; অথবা ২ + ২ = ৫ তাহলে আমি কখনোই বলতে পারি না যে, সব উত্তরই ঠিক। আমি বলব যে ২ + ২ = ৪। কেননা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর ভালোবাসার দাবিই হচ্ছে সঠিক জবাব দেয়া। তাহলে আমি বলব যে ২ + ২ = ৪ হয়, অন্যগুলো সঠিক নয়। কেউ হয়তো আবার সুযোগ নিয়ে বলতে পারে। এই নাও দুই টাকা, এই যে নাও এক টাকা এবার আমাকে চার টাকা দাও। এই নাও ২ লাখ টাকা এই নাও ১ লাখ টাকা এবার আমাকে ৪ লাখ টাকা দাও। আমি তাকে শুধরে দিব, আমার কথা বলার শুরুতেই আমি কুরআন মজীদের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১ নং আয়াত বলেছিলাম। তা আবারও বলছি–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ـ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ

অর্থ : বল, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ মিথ্যাতো বিলুপ্ত হবার জন্যেই।

শ্রী শ্রী রবিশংকর আরো বলেছেন, হাসিকে সহজলভ্য করার জন্যে। ক্রোধকে দুষ্প্রাপ্য করার জন্যে। আমি বলি হাসিকে ফ্রি করে দিন, হাসিকে একদম ফ্রি করে দিন। আমরা প্রত্যেক মানুষকে ভালোবাসবো। প্রত্যেক মানুষের সাথে হাসি দিয়ে কথা বলব। তবে একই সাথে যেহেতু তাদের ভালোবাসি, যেহেতু তারা আমাদের আপন। যেহেতু আমরা একে অন্যের ভাই, একজন সৃষ্টিকর্তাই আমাদের স্রষ্টা,

একারণেই যদি কেউ কোনো ভুল করে। আমরা তার নিন্দা করব না, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করব না, আমরা তাকে নিন্দা করব না, তবে শুধরে নিব। যদি আমার কোনো সন্তান ভুল করে, আমি তাকে বলব না, যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে বাধা দিব না। যেহেতু আমি তাকে ভালবাসি, তবে হ্যাঁ আমি তাকে শুধরে দিব। যাতে করে সে বুঝতে পারে কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টা সঠিক। এছাড়া শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, 'যুক্তির ওপর নির্ভর করবেন না'। কিন্তু দেখতে পেলাম তিনি অনেক যুক্তিবাদী মানুষ। তিনি তার আলোচনায় অনেক যুক্তি দিয়েছেন। যেমন : ড্রাইভারের উদাহরণসহ আরো বেশ কয়েকটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। এজন্যে কুরআন বলে যে, 'এটা তাদের জন্যে যারা বুঝতে পারে।'

আধ্যাত্মিকতার অন্যতম দাবি হলো বিশ্বাসযোগ্যতা। এমনকি আমার মতে, যুক্তিও তাই দাবি করে। এটাই আলাদা করে যে, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। সময় যেহেতু কম তাই আমি আর বেশি বলতে চাই না। তবে আমাকে এটা বলতেই হবে যে, শ্রী শ্রী রবিশংকর অনেক ভালো কথা বলেছেন, সেজন্যে আমি তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি তাঁকে বলতে চাই তিনি হয়তো কিতাবটা আগে পড়েছেন। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ। আমি তাকে আবার পড়তে অনুরোধ করবো। এই কিতাব। এই অনুবাদটা হলো, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। মহান সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণী। আমি আর দুই মিনিট কথা বলব। এই অনুবাদ মহান সৃষ্টিকর্তার বাণী। আর আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'সৃষ্টিকর্তার ধারণা' ধর্মগ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে। তাই আমি আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক কথাই বলতে চাচ্ছি। 'ধর্মগ্রন্থ'-গুলোর কথা বলছি। কারণ, আমার কথা শুনার জন্যে আপনারা এখানে আসেন নি। শ্রী শ্রী রবিশংকর যা বলেন, অথবা অন্য কেউ যা বলে সেটা শোনার জন্যেও এখানে আসেন নি। আপনারা এসেছেন সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা শুনতে। আর মনে রাখবেন এই কিতাবই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আমি বলব জীবন দর্শনের ওপর পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ হলো কুরআন মজীদ। একথা এ কিতাবেই উল্লেখ করা আছে। আমন্ত্রণ জানাই শ্রী শ্রী রবিশংকরকে। তাকে আমন্ত্রণ জানাই আর্ট অভ লিভিং এর ক্লাবে, আমরা আছি ১৩০ কোটি মুসলমান। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই আমি আমার কথা শেষ করব। মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

অর্থ : আমার কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন বিধান হল ইসলাম।

একমাত্র দ্বীন, একমাত্র ধর্ম, একমাত্র জীবন ধারণের উপায়। একমাত্র আর্ট অভ লিভিং সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাছে যা গ্রহণযোগ্য সেটা হলো শান্তি অর্জন করা, আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছেকে সমর্পণ করা। তাদের কাছে প্রমাণ পৌঁছে দেয়া হয়েছে শুধু পরস্পর ও হিংসা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার আহ্বানকে অস্বীকার করবে, অতিসত্বর সে আল্লাহর হিসেব গ্রহণকারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

মোহাম্মদ নায়েক : আবার মঞ্চে আসছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী। আগে এভাবে ঠিক ছিল না। তারপরও সভাপতি হিসেবে আমি ঠিক করেছি যে, উনি ও ডা. জাকির নায়েকের আলোচনার উত্তরে কথা বলবেন আরো ৩ মিনিট।

শ্রী শ্রী রবিশংকর : আপনারা জানেন, বিশৃঙ্খলাময়, অশান্ত এ পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে আমরা মানুষের উপকার করতে গিয়ে অপকার করে ফেলি। আমরা প্রায়শই ভাবি যে, আমরা অবশ্যই ঠিক পথে আছি। তাই আমরা অন্যদেরও আমাদের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। আমার মতে এটা করা উচিত না। শুধু তখনই আমরা একসাথে শান্তিতে থাকতে পারব।

আপনি যুক্তি দিয়ে বলতে পারেন যে, সন্তান উপর থেকে লাফ দিচ্ছে। এখন সন্তান চায় না যে, বাবা তার সব বিষয়ে নাক গলাক। আসলে বাবা বলতে আপনি কাকে বুঝাতে চাইলেন, আবার সন্তান বলতে এখানে কাকে বুঝাতে চাইছেন, আমরা এসব কুতর্ক করব না, বিভিন্ন যুক্তি দিব না। বলব না যে, আমরাই ঠিক, আমরাই ঠিক বলছি। আমাদের এমনটা করা উচিত না। দেখা যায় আমরা অনেক সময় অন্য মানুষের বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম নিয়ে সমালোচনায় মেতে উঠি। কারণ আমরা সবাই মনে করি যে, আমরাই ঠিক, ঠিক পথে আছি, আর আমাদের অধিকার আছে পৃথিবীটাকে বদলানোর। আসুন আমরা আগে আমাদের বদলে নিই। আসুন আমরা একে অপরকে শর্তহীনভাবে ভালোবাসতে চেষ্টা করি। আসুন আমরা অনুভব করি স্বর্গের সুখকে। একবার একটা কনফারেন্স হয়েছিল ডাক্তারদের নিয়ে। সেখানে কথা হচ্ছিল 'ব্যথা' নিয়ে আর সবাই এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক করছিল। তখন ওখানে একজন বয়স্কলোক একটা 'বেত' নিয়ে আসলেন এবং সবাইকে বেত দিয়ে আঘাত করলেন। বয়স্ক লোক তাদের বলল, এখন বুঝলে তো ব্যথা কী? আপনাকে আগে ব্যথাটা অনুভব করতে হবে। তা না হলে আমি আপনি ব্যথার কথা যতই বলি সেটা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ব্যথা অনুভব করা আলাদা। মূলকথা হলো ব্যথাকে অনুভব করতে হবে। তেমনিভাবে আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্য আরেকজনের

কথায় আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায় না। এটা কখনো সম্ভব নয়। দুঃখিত। আমি ভগবান রজনীশকে নিয়ে কিছু কথা বলছি। তাকে নিয়ে এ ভারতে অনেক কথা হয়েছে। আমি বলতে চাই, একজন রজনীশ। তার নিজস্ব দর্শন থাকতে পারে, তবে এতে প্রলুব্ধ হতে হবে এমনতো কোনো কথা নেই। কারণ এমন দুই একটি খারাপ দৃষ্টান্ত সব ধর্মেই পাওয়া যায়। এদের দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে কারো ধর্মকে ছোট করবেন না।

আমাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। হোক সেটা জৈন ধর্ম হোক শিখ ধর্ম। শিখ ধর্মের লোকজন বলবে তাদের ধর্মগ্রন্থই পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ। বাহাই ধর্মের লোকজন বলবে, তাদের ধর্মগ্রন্থই সর্বশেষ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে আর এটাই হলো ঈশ্বরের চূড়ান্ত বাণী। তাহলে এই পার্থক্যটা সব জায়গায় আছে। আমরা তাদের শ্রদ্ধা করব, ভালোবাসবো। একেবারে অন্তর দিয়ে ভালোবাসবো, ভালোবাসা মুখের কথায় নয়। মাঝে মধ্যেই আমরা বলে থাকি আমি আপনাদের খুব ভালোবাসি। এটা কিন্তু আমাদের শুধুই মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়। কোনো মতামত নয় প্লীজ। আমরা কোনো নিজস্ব মতামত দিব না। তবে আমরা ভালোবাসবো সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে। আসুন আমরা তাই করি। আসুন আমরা আজ প্রতীজ্ঞা করি যে, আমরা এখন থেকে অনুসরণ করব অহিংসা আর পরমত সহিষ্ণুতার পথ। কোনো ভায়োলেন্স চলবে না। যদি সন্তান লাফ দিতে চায়, সেখানে আপনি তাকে যেভাবে সাহায্য করতে পারেন সাহায্য করেন।

কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনি যেন সন্তানের ঘাড়ে না পড়েন। তাহলে সন্তান মারা যাবে। আপনার উদ্দেশ্য সন্তান রক্ষা করা, তাকে হত্যা করা নয়। কিন্তু যদি আপনি পড়ে যান আপনার সন্তানের ওপর। আপনার সন্তান মারা যাবে। আসুন চেষ্টা করে দেখি, আমরা সবাই মিলে পুরো পৃথিবীতে একটা পরিবারের মতো শান্তিতে বসবাস করতে পারি কিনা। ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।

মোহাম্মদ নায়েক : ধন্যবাদ! শ্রী শ্রী রবিশংকরজী আপনার আলোচনার জন্যে। আমাদের সামনে এই দুজন শ্রদ্ধেয় বাকপটু, জ্ঞানী বক্তা এতোক্ষণ আমাদের আলোচনা শোনালেন। তারা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে বিশ্লেষণ করলেন। তারা দুজনেই অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ও আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করলেন। তারা কত ভালো বলেছেন আমি সভাপতি হিসেবে সে কথা বলতে চাই না। কারণ, এখানে আমার নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলে আমি মনে করি।

সভাপতি হিসেবে এটাই আমার দায়িত্ব। সেই বিচারের ভার আমি দর্শক ও শ্রোতাদের দিতে চাই। কেননা তারাই নিরপেক্ষ। দর্শক, শ্রোতামণ্ডলি, আপনারা যা বুঝেছেন। যে তথ্য আপনারা পেয়েছেন। যে যুক্তি আপনারা শুনেছেন, আপনাদের বুদ্ধি দিয়ে আর মানুষ হিসেবে যে বিবেচনা বোধ আপনাদের আছে সেটা আপনারা বিচার করবেন। আপনারাই ঠিক করবেন। আপনারা শিখবেন, বিচার করবেন এই দুজন বক্তা যে বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা। আমি এবার শুরু করব মূল অনুষ্ঠান। আপনাদের প্রশ্ন-ওত্তর পর্ব এখন শুরু হবে। এখন আপনারা অংশগ্রহণ করবেন। যাতে করে এটা শুধু আলোচনার অনুষ্ঠান না হয়। এখন শ্রোতা দর্শকবৃন্দ। দুজন বক্তার কাছে তাদের প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের ধারণাকে আরো পরিষ্কার করতে পারবেন। বিভিন্ন রকম সন্দেহ দূর করতে পারবেন। এখানে আপনি সুযোগ পাচ্ছেন আপনার সন্দেহকে দূর করার। আপনার মনের প্রশ্নটি করার।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের গ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে বোঝার জন্যে এখন শুরু হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে উপস্থিত শ্রোতা ও দর্শকদের বলছি। যেহেতু আমার হাতে সময় কম, তাই সবাইকে বলতে চাই প্রশ্ন করার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলার জন্যে। আপনাদের প্রশ্নগুলো অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আপনারা প্রশ্ন করবেন হিন্দুধর্ম আর ইসলাম ধর্মে সৃষ্টিকর্তার ধারণা এ বিষয়ে। অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, অসামঞ্জস্য প্রশ্ন। বিশেষ উদ্দেশ্যে করা প্রশ্ন গ্রহণ করা হবে না। দয়া করে প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে বলুন। আমি বক্তাদের অনুরোধ করব, প্রশ্নের উত্তর ৫-৬ মিনিটের মধ্যে দেয়ার জন্যে, সময়ের স্বল্পতা এবং আরো বিভিন্ন রকম কারণে। প্রশ্নোত্তর পর্বটি শিক্ষামূলক ও আকর্ষণীয় করার জন্য, এখানে কোন প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য হবে। সে ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। দয়া করে প্রশ্ন করার পূর্বে আপনার নাম ও পেশা বলুন। যাতে করে আমাদের বক্তারা যথাযথ উত্তর দিতে পারেন। প্রথমেই প্রশ্ন করছেন মাইকের বাম পাশের সামনে যিনি রয়েছেন। আপনি প্রশ্ন করুন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীকে।

প্রশ্ন ১ (পুরুষ) : আমার নাম আজিমদ্দিন ইলিয়াস। আমি একজন দায়ী। আমি ইসলামের সুমহান বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিই। আমার প্রশ্ন রবিশংকরের কাছে এই যে, ডা. জাকির নায়েক সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিভিন্ন শর্ত বললেন কুরআন ও বেদ থেকে। আপনি কি এই ঈশ্বরের ব্যাপারে একমত? বেদ ও কুরআন অনুযায়ী। নাকি একমত না? আশা করি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন।

উত্তর : রবিশংকর : উনি! কুরআন ও বেদের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে আর কোনো ভিন্নমত থাকতে পারে না। অবশ্যই আমি তার মতের সাথে একমত।

মোহাম্মদ নায়েক : দ্বিতীয় প্রশ্ন করবেন ডানপাশের জন, তিনি প্রশ্ন করবেন ডা. জাকির নায়েক?

প্রশ্ন ২ (পুরুষ) : আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু ডা. জাকির। আমার নাম সিকান্দার আহমদ সায়ালি। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো, 'হিন্দুইজম অ্যান্ড

ইসলাম দ্য কমন গ্রেট' বইটা সম্পর্কে, আর এটি লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকরজী। তিনি বইটা লিখেছেন পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে। আমার বাবা মুসলমান হওয়ার আগে হিন্দু ছিলেন। আমি ২০ বছর বয়স পর্যন্ত হিন্দু ছিলাম। আমার বাবা বেদ, বাইবেলসহ ধর্মগ্রন্থসমূহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সঠিক পথে এসেছি। আমি আমার বাবাকে অনুসরণ করছি আর আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি। আমিও বই নিয়ে গবেষণা করি। সেটা করতে গিয়েই 'হিন্দুইজম ইসলাম' বইটা পড়েছি। বইটা লিখেছেন শ্রী শ্রী রবিশংকর। বইটি পড়তে গিয়ে আমি দেখলাম যে, এর কিছু কিছু তথ্য বিভ্রান্তিকর। কখনো এটা কখনো ওটা। বলা হচ্ছে তিনি আসলে কী বলতে চাচ্ছেন?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই প্রশ্ন করেছেন। আমার মতামত জানতে চেয়েছেন রবিশংকরের বই সম্পর্কে। বইটা বেশ বিভ্রান্তিকর। একটা কথা বলতে হয়। এই বইটা লেখার উদ্দেশ্য ছিল ঠিক। আমার মতে, তিনি চেয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রিত হোক। হিন্দু, মুসলমানদের একত্রিত করার জন্যেই তিনি বইটা লিখেছেন। আমাদের মানতে হবে যে, বইটা তিনি তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন, যা তিনি নিজেও মঞ্চে এসে বলেছেন। বইটাতে বেশ কিছু ভুল আছে, তিনি তা স্বীকার করেছেন। যদি আমার পুরো মতামত জানতে চান তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে তা বিশ্লেষণ করতে। সময় যেহেতু কম তাই আমি কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে বলি যে বিষয়গুলো আজকের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এখানে আমি বলতে চাই, বইটাতে মুসলমানদের বিভিন্ন রীতিনীতি সম্পর্কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি। তিনি তার বইয়ের ৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন। আরবি শব্দ 'রমজান' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'রামা' শব্দের থেকে এবং 'ধ্যান'। ধ্যান মানে উপাসনা 'রামা' মানে উজ্জ্বলতা। তাই তার মতে 'রমজান' শব্দটা সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল উপাসনার মাস। এই কথার সাথে আমি একমত না। কেননা আমি বিভিন্ন ধর্মের ধর্ম বিষয়ের ছাত্র। তাই আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারলাম না। 'রমজান' আরবি 'রামাদা' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ সূর্যের প্রখর তাপে পৃথিবী গরম হয়ে আসছে। ইসলামী পঞ্জিকায় দেখবেন মাসগুলোর ক্রমধারায় রমজান হচ্ছে নবম মাস তখন থাকে গ্রীষ্মকাল। এভাবেই নামটা এসেছে। তাই যদি বলা হয় শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে তাহলে এর সাথে আমি মোটেও একমত না। সেভাবে বলা হয়েছে 'নামাজ' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'নাম' শব্দ থেকে, যার অর্থ উপাসনা করা। আর যাজা থেকে যার অর্থ ঈশ্বরের

কাছাকাছি। কথা হলো 'নামাজ' শব্দটা কোনো আরবি শব্দ না। এই শব্দটা কুরআন ও হাদীসের কোথাও পাওয়া যাবে না। উপাসনা করা। ইবাদত করাকে কুরআনে বলা হয়েছে 'সালাত'। 'নামাজ' শব্দটা মূলত ফারসি শব্দ, ভারত উপমহাদেশেও এই শব্দটা ব্যবহার করা হয়। এটি ইসলামিক শব্দ না। 'নামাজ' ফারসি শব্দ যার অর্থ হল অধীনতা। এটা কোনো ইসলামিক শব্দ না আরবি শব্দও না। এরপর যদি আরো দেখেন, শ্রী শ্রী রবিশংকর তিনি তাঁর বইয়ে যে 'কাবা' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'গারবাহ' থেকে এবং গ্রহ থেকে। একথা 'গাহবাহ' থেকে। আমি এটা কোথাও পাইনি যে, 'কাবা' শব্দটার উৎপত্তি এভাবে হয়েছে। 'কাবা' শব্দটি আরবি শব্দ। যার উৎপত্তি হয়েছে আরবি শব্দ 'কাব' থেকে। যার অর্থ হল 'ফোলানো'। এছাড়া কাবা অর্থ কোনো বাড়ির গম্বুজ, কাবাতুল্লাহ কোনো বাড়ির উপর ফুলানো গম্বুজ। তাই আমি বলতে চাই যে, কাবা শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে এটা কোনো অবস্থায়ই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এছাড়াও ঐ বইয়ে আরো বলা হয়েছে যে, 'হাজারে আসওয়াদ' কালো পাথর, যেটা রয়েছে কাবা শরীফের পাশে, এই শব্দটির মূল 'সঙ্গো আশওয়াতা' যার অর্থ গাঢ় রঙের পাথর বা শিবলিঙ্গ। এ বিষয়েও আমি একমত না এ জন্যে যে, 'হাজরে আসওয়াদ' উৎপত্তি আরবি শব্দ 'হাজার' যার অর্থ 'পাথর' 'আসওয়াদ' হল কালো। দুটো মিলে হলো 'কালো পাথর'। এটাকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করা ঠিক না। এটি আরবি শব্দ-এর মূল শব্দগুচ্ছও আরবি ভাষায়।

যারা ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানেন না, তারা বুঝবেন এ বইয়ে যা বলা হয়েছে তা সঠিক এবং এ কথাগুলো বিশ্বাস করতে শুরু করেবেন। তবে যারা ইসলাম সম্পর্কে আগে থেকে জানেন তাঁদের তেমন সমস্যা হবে না।

রবিশংকর : আমি ইতোপূর্বেই বলেছি যে, এই বইটা দিয়ে আমাকে বিচার করবেন না। এখানে আমি বইটা ঠিক না ভুল সেটা বলতে আমি এখানে আসি নি। এর পেছনের উদ্দেশ্যটা দেখুন, আমি হয়তো খুব বেশি জানতাম না। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হিন্দু মুসলমানদের একত্রিত করা। বইটা যদি ভুল কথা বলে তাহলে পড়ার দরকার নেই। তবে আমি যদি একটা ধর্ম ছেড়ে দিয়ে আরেক ধর্ম গ্রহণ করি তাহলেই কিন্তু সমাধান হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ডেনিশ কুকি খাওয়ার জন্যে আমাকে ডেনিশ হতে হবে না। সব জায়গা থেকে শেখার চেষ্টা করুন। আর একই সাথে অনুরোধ করতে চাই শুধু অন্যের ভুল খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

আমি এই বইটা মাত্র ৩ দিনে লিখেছিলাম। আমি জানি ভালো করেই জানি, এই বইয়ের আরো অনেক ভুল আমি এখন আপনাদের বলতে পারি এবং এ বইয়ের

অনেক ভুলের কথা আমিও আপনাদের সামনে বলেছি। তাই আমি বলতে চাই, বইটাতে যে ভুল আছে থাকুক সেটা। সেটা যেন আমাদের হৃদয়ে গেঁথে না যায়। বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? বইটাকে বাদ দিন, বইটা পড়ার দরকার নেই। আমি নিজেও জানি বইটাতে ভুল আছে তাই। বইটা আর দ্বিতীয়বার কপি করা হয় নি। এটা একবারই ছাপা হয়েছিল। সব মানুষকে একত্রিত হতে হবে এটাই ছিল আমার বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। এটা কোনো পাণ্ডিত্যের বই না। আমি এই কথা বইয়ের ভূমিকাতেই লিখেছি। আর মুখেও বারবার বলেছি। বইটা যদি সব মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে তাহলে ভালো। তা না হলে আমি স্বীকার করছি বইটাতে ভুল আছে। আর আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছন আমি কী বুঝাতে চেয়েছি।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আমাদের বক্তাদের আরো এ অনুষ্ঠানের কিছু নিয়ম-কানুন মনে করিয়ে দিতে চাই। প্রত্যেক বক্তাই পাঁচ-ছয় মিনিট সময় পাবেন তাদের কাছে করা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে। আমি অনুরোধ করব যে, এখানে ২-৩ মিনিট বেশি লেগে গেলে এতে বেশ অসুবিধা হয়। যদিও আমার সামনে স্টপওয়াচ আছে, সময় বেশি গেল না কম গেল, সেটা হিসাব করার জন্যে। এতে করে আমার হিসাব রাখতে সমস্যা হয়। আমি আমাদের বক্তাদের অনুরোধ করব, আমরা মেনে চললে অল্প সময়েই এ অনুষ্ঠান আরো ফলপ্রসূ হবে। আমি আবার শ্রোতাদের অনুরোধ করব আপনারা প্রশ্ন করবেন সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে। শেষ ভদ্রলোক প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রায় দশটি বাক্য বলেছেন, প্রশ্নটা তিনি চারটা বাক্যে বলতে পারতেন। তখন প্রশ্ন বুঝতে ও উত্তর দিতে আরো সহজ হতো। এখানে আমরা প্রায় ২-৩ মিনিট সময় নষ্ট করলাম। আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে ডা. জাকির নায়েককে ২-৩ মিনিট সময় দিতে চাই। আমি বক্তাকে অনুরোধ করব তিনি যেন প্রশ্নটার উত্তর দেন।

যে প্রশ্নটা করা হয়েছে সেটার উত্তর সরাসরি দিতে বলছি। আপনারা এ সময়ের মধ্যে পরের উত্তরটার সাথে আগের উত্তরটাও দিতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রী শ্রী রবিশংকর বললেন যে, তিনি বইটা তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। আমাদের মানতেই হবে যে তার আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না বা নেই। তিনি বলেছেন যে, বইটা দ্বিতীয়বার ছাপানো হয় নি। খুবই ভালো কথা, এজন্যে তাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। যারা হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আমার লেখা হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সাদৃশ্য বইটি পড়তে পারেন। ব্যাপকভাবে বইটি ছাপা হয়েছে। খুব শিগগিরই বইটার লক্ষ কপি ছাপা হবে। আপনাদের সবাইকে বইটা পড়ার অনুরোধ করছি। নিশ্চয়ই এই বই হিন্দু ও

মুসলমানদের একত্রিত করবে। এতে আমি সঠিক উদ্ধৃতি দেয়ার চেষ্ট করেছি। আশা করি আমাদের কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগবে না। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক ঃ এবার প্রশ্ন করা হবে শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। মহিলাদের মধ্যে থেকে তিন নম্বর মাইক।

প্রশ্ন ৩ (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আসিয়া সামিরা হাদিব। আমি পেশায় একজন কোয়ালিটি এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, লিডস সিসকো সিস্টেমস। আমার প্রশ্নটা রবিশংকরের কাছে। আপনি বলেছেন ভালোবাসা সম্পর্কে। অন্যকে না বদলানোর কথা বলেছেন। আরো বলেছেন পৃথিবীর সবাইকে ভালোবাসার সময় যুক্তি ব্যবহার না করতে। আমি তার সাথে একমত। কিন্তু আমার একটা বিষয় পরিষ্কার জানা দরকার, আর তা হলো পৃথিবীতে আমরা প্রায়ই শুনি আত্মঘাতী বোমা হামলা, সন্ত্রাসী আক্রমণ ইত্যাদির কথা। এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধে যারা জড়িত তাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যকে আমার শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আপনি বললেন সবাইকে ভালোবাসতে হবে এবং আমিও তাদের ভালবাসব। তা ছাড়াও আপনি যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

তাহলে কী দাঁড়ালো, সে যে ভুল করছে, এটা বলার কি কোনো অধিকার আমার নেই। এ ব্যাপারটি কি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলবেন?

উত্তর : রবিশংকরজী : ধন্যবাদ আপনাকে। আমি কখনোই যুক্তি ব্যবহার করতে নিষেধ করি নি। প্লীজ আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেন না। আমি বলেছি তর্ক করবেন না। ভুল যুক্তি ব্যবহার করবেন না। যুক্তি প্রদান করাই একমাত্র কথা নয়। হ্যাঁ আপনি অবশ্যই আত্মঘাতী হামলাকারীদের থামাবেন। কেননা তারা মনে করে, শুধু তারাই ঠিক। আর শুধু তাদেরই বাঁচার অধিকার আছে। অন্য মানুষ বা অন্য কোন ধর্মের বিশ্বাসের উপর তাদের কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। তারা এতোবেশি উগ্রপন্থী যে, তাদেরকে এ থেকে থামাতেই হবে। আমি কখনো বলি নি যে, যুক্তি ব্যবহার করবেন না। আমি বলেছি এমন যুক্তি দেবেন না যাতে মানুষ আলাদা হয়ে যায়। ভুল যুক্তি বা উক্তি ব্যবহার করে অন্য কাউকে দোষারোপ করতে যাবেন না। মানুষকে দোষারোপ করার জন্যে আমরা আসি নি। সবচেয়ে বড় অপরাধী যারা কারাগারে শাস্তি ভোগ করছে এমন লোক ১ লক্ষ ২৫ হাজার হবে যারা আমাদের প্রোগ্রাম অনুসরণ করছে। যার নাম ব্রিদিং এক্সারসাইজ বা সুদর্শন ক্রিয়া। দেখেবেন তাদের ভেতরে এবং জীবন ধারায় কী পরিবর্তন এসেছে। তাই আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলতে চাই আমি কখনো যুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করি না, আমি আপনাদের

অযৌক্তিক হতে বলছি না, বলছি না তাদের কিছু শিখবেন। তবে যুক্তির কথা বলে অন্য মানুষের ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করবেন না। এটাই সবার প্রতি আমার অনুরোধ।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে করবে ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ৪ (মহিলা) : হ্যাঁ আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে প্রথমেই আমি রবিশংকরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার জন্যে। ধন্যবাদ রবিশংকরজী। আমার প্রশ্ন জাকির ভাইয়ের কাছে। মহানবী ﷺ এর কথা কি হিন্দুধর্মে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, হিন্দুধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ ﷺ এর কথা বলা হয়েছে কিনা? আমি আবারো রবিশংকরের বইটার ২৬ নং পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি লিখেছেন, 'নবী মোহাম্মদ ﷺ' শিরোনামে। নবী মোহাম্মদ ﷺ- সম্পর্কে বেদের ভবিষ্যৎবাণী। তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন ভবিষ্য পুরাণ-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। গুরুজী এই একটা রেফারেন্সই আপনার বইটাতে উল্লেখ করেছেন। এটা একদম খাঁটি, একদম ঠিক। আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত। নবী মুহাম্মদ ﷺ শিরোনামের ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্কে। শ্রী রবিশংকর অনেক স্থানে বেদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শুধু নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কথা বলার সময় তিনি ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি এজন্যে রবিশংকরকে ধন্যবাদ দিতে চাই, ধন্যবাদ রবিশংকর। তিনি আরো উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেটা হলো, ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড -৩, ৩-অধ্যায়, শ্লোক ৫ ও ৬ থেকে। আপনি যা বলেছেন একদম ঠিক, একশত ভাগ ঠিক।

আমি আরো বলি রেফারেন্স দেয়া থাকলেও শ্লোকটা সেখানে দেয়া নেই। যদি আপনি ভবিষ্য পুরাণ পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ পর্যন্ত পড়েন তাহলে দেখবেন, সেখানে বলা হয়েছে– 'একজন বহিরাগত আসবেন। একজন বিদেশী অন্য ভাষায় কথা বলবেন। সংস্কৃত ছাড়া। তিনি আসবেন তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে অর্থাৎ সাহাবাগণ এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ ﷺ। আর ভোজ রাজা এই ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবেন সম্মানের সাথে এবং বলবেন হে মানবজাতির গর্ব, হে আরবের অধিবাসী'। সংস্কৃত শব্দটা হল 'মবোস্থাল' সেই ব্যক্তি আসবেন বালির স্থান থেকে। একটি মরুভূমি থেকে এবং তিনি বিশাল বাহিনী তৈরি করবেন, শয়তানকে ধ্বংস করার জন্যে।

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা আরো উল্লেখ আছে ভবিষ্য পুরাণের পর্ব-৩, খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক ১০ থেকে ২৭ পর্যন্ত। সেখানে বলা হয়েছে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন, এর আগের শত্রুকে হত্যা করা হয়েছে। এবার আরো শক্তিশালী শত্রু আসছে। আমি একজন ব্যক্তিকে পাঠাব যার নাম হবে 'মুহাম্মদ' যাতে করে মানুষজাতি সঠিক পথে থাকে এবং ও রাজা, তুমি পিশাচদের রাজ্যে কখনো যেও না। আমি আমার দয়া দিয়ে তোমাকে শুদ্ধ করব। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি এসে বলবেন, ঈশ্বর পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন এজন্যে যাতে আর্যধর্ম বা সত্যধর্ম টিকে থাকে। আমি সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে যাব। আমার অনুসারীদের খৎনা দেয়া হবে। আমরা জানি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসারীদের খৎনা করানো হয়। তাদের মাথার পিছনে কোনো লেজ থাকবে না এমনকি কোনো পিণ্ডিও থাকবে না।

তাদের মুখে দাড়ি থাকবে, তারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করবে। তাদের ইবাদতের পূর্বে আযান দেয়া হবে। তারা সব হালাল প্রাণী খাবে। তবে শূকরের মাংস খাবে না। আর কুরআনের ৪ জায়গায় বলা হয়েছে, সূরা আল বাকারা-১৭৩, সূরা মায়িদা-৩, সূরা আনআম ১৪৫ নং আয়াতে এবং সূরা নাহল-এর ১১৫ নং আয়াতে বলা আছে যে, শূকর খাবে না। বলা আছে যে, তারা নিরামিষভোজী হবে না, তারা আমিষভোজী হবে। তাদের বলা হবে 'মুসলমান'। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা আরো বলা হয়েছে ভবিষ্য পুরানার পর্ব-৩, খণ্ড-১ অধ্যায়-৩, শ্লোক ২১ থেকে ২৩-এ। তাঁর কথা আরো উল্লেখ আছে অথর্ববেদ-এর ২০ নং গ্রন্থের ১২৭ নং অনুচ্ছেদের ১ থেকে ১৪নং অনুচ্ছেদে যাকে বলা হয় 'কুনতাপ সুপতাস'। 'কুনতাপ' হলো লুকানো গ্রন্থি সময় কম, তাই পরে জানা যাবে, সময় কম তাই পুরো বলছি না। তবে প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'তিনি 'নারাশাংসা', 'যাকে প্রশংসা করা হয়। তিনি হলেন 'কাওরামা' অর্থাৎ 'শান্তির রাজপুত'। বা যিনি 'ক্ষমতাবান ব্যক্তি'। তাকে রক্ষা করা হবে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রু থেকে। এসবই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ করে বলা হয়েছে। তাঁর কথা আরো বলা হয়েছে অথর্ববেদ ২০ নং গ্রন্থের ২১ নং অনুচ্ছেদের ৭ নং পরিচ্ছেদে, সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ২০ জন নেতাকে পরাজিত করবেন। সে সময় মোটামুটি এ কয়জন নেতা ছিল মক্কায়। এছাড়াও আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদের গ্রন্থ-১; অনুচ্ছেদ-৫৩, পরিচ্ছেদ ৯-এ। তাঁর কথা উল্লেখ আছে সামবেদে। অগ্নিমন্ত্র ৬৯ নম্বর-এ। বলা হয়েছে তিনি তার মায়ের দুধ পান করবেন না। আমরা জানি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়ের দুধ পান করেন নি। তাকে আরো বলা হয়েছে 'আহম্মদ' 'যে নিজের প্রশংসা করেন'। যে নামটা এখানে বলা হয়েছে এটি 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আরেকটি নাম। সামবেদের উত্তরচিক ১৫০০ নং মন্ত্রে, সামবেদ দ্বিতীয়

অধ্যায়ের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ। তাঁকে যযুর্বেদ অধ্যায়-৩১, অনুচ্ছেদ-১৮-তে বলা হয়েছে– 'আহম্মদ'।

অথর্ববেদের গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-১৬-এ অথর্ববেদ গ্রন্থ-২০ অনুচ্ছেদ-১২৬, পরিচ্ছেদ-১৪-এ। ঋগবেদ গ্রন্থ-৮, অনুচ্ছেদ-৬, পরিচ্ছেদ-১০-এ তাঁকে বলা হয়েছে 'নারাশাংসা'। নারাশাংসা একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হলো 'নর' অর্থ মানুষ 'শাংসা' অর্থ হলো প্রশংসনীয়। 'সেই মানুষ যিনি প্রশংসনীয়'। এই শব্দটিরই আরবি বলা হয় "মুহাম্মদ ﷺ"। তাহলে দেখা গেল নবী মুহাম্মদ ﷺ কে 'নারাশাংসা' নামে হিন্দুধর্ম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ আছে ঋগবেদ-এর গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-৯ ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১০৬, পরিচ্ছেদ-৪, ঋগবেদ গ্রন্থ-১, অনুচ্ছেদ-১৪২, পরিচ্ছেদ-৩, ঋগবেদ গ্রন্থ-২, অনুচ্ছেদ-৩, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৫, অনুচ্ছেদ-৫, পরিচ্ছেদ-২, ঋগবেদ গ্রন্থ-৭, অনুচ্ছেদ-২, পরিচ্ছেদ-২এ।

আরো আছে– যযুর্বেদ ২০ নং অধ্যায়ের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে। যযুর্বেদ ২১ নং অধ্যায়ের ৩১ নং অনুচ্ছেদ। যযুর্বেদ এর অধ্যায় ২১ অনুচ্ছেদ-৫, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-১৯, যযুর্বেদ অধ্যায়-২৮, অনুচ্ছেদ-২-এ মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় আরো বলা হয়েছে।

রবিশংকর ঃ তাহলে এখন আপনারা বেদকে সবাই শ্রদ্ধা করবেন। ডা. জাকির নায়েক নিজেই বলেছেন সবারই বেদকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর কথা হলো আপনারা ভাববেন না যে, এটা কাফির মুশরিকদের বই। প্রত্যেক মুসলমানেরই এই গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করা উচিত। আর আমি ডা. জাকির নায়েককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তিনি বেদের সত্যটাকে সবার সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। বেদ একই শিক্ষা ,একই জ্ঞান, মানবতা, ভালবাসার কথা বলে থাকে। ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : এর পরে প্রশ্ন পুরুষদের মধ্য থেকে তিনি প্রশ্ন করবেন রবিশংকরকে।

প্রশ্ন-৫ (পুরুষ) : আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি সাইদ মহিউদ্দিন শামির। আমি এম, এম, এন, এ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাব ম্যানেজার। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আপনি খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। আপনি বলছেন আমরা সব ধর্মকে ভালোবাসব। কিন্তু কিছুদিন আগে এখানে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা হল। আর আমি ঐ রাতে হাসপাতাল থেকে এর কিছুটা দেখেছিলাম। ১ জন প্রত্যক্ষদর্শী মিডিয়ার

সামনে বলেছিল যে, সে একজন লোককে সেখানে গুলাগুলি করতে দেখেছে। তখন ছিল রাত পৌনে আটটা। তবে দেখা গেল যে, কেউ সে লোকের কথায় গুরুত্ব দিচ্ছে না। আর তারপরের দিন মিডিয়ায়, ভারতের মিডিয়ায় সমালোচনা করা হলো শুধু ইসলামকে। আমার প্রশ্ন, আপনি সব ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে বলেছেন। কিন্তু ভারতের মিডিয়া সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের কথা বলা হয় কেন? কিন্তু ভারতে সন্ত্রাসের কথা বলতে গিয়ে শুধু ইসলামের সমালোচনা করা হয় কেন?

রবিশংকর : আজকের আলোচনা হলো ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে। না তবে আমি–

মোহাম্মদ নায়েক : আপনি চাইলে প্রশ্নটা বাতিল করতে পারেন। পরের প্রশ্ন করতে বলি?

উত্তর : রবিশংকর : আমি আপনাদের বলতে পারি যে, আমি মিডিয়ার মুখপাত্র নই। আমি সরকার কিংবা পুলিশের মুখপাত্র নই, আমি অন্য কারো হয়ে কথা বলতে পারি না। সেই একইভাবে আপনাদের ধর্মের মুখপাত্র শুধু, আপনি একা নন। আরো মানুষ আছে, প্রতিটি মানুষই তার নিজের ধর্মের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন।

এখন এমন এক অবস্থা চলছে যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মানুষ এখন আতঙ্কিত। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু ইসলামকে এর সাথে জড়ানো হয়, যা একেবারেই ঠিক নয়। এ চেহারাটা, এ মন মানসিকতা আমাদের বদলাতে হবে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মকে মেনে নিতে পারে না। এই চেহারা পাল্টে মুসলমানদের সংযমী হতে হবে। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে অনেকেই রয়েছেন। আপনারই এটা শুরু করতে হবে। যাতে করে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায়। আমার ধারণা এটাই হলো প্রথম পদক্ষেপ। আজ যেমনভাবে আমরা হিন্দু-মুসলিম একত্রিত হয়েছি। আবারো আমরা একত্রিত হব। আর আমরা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিতে চাই আমরা শান্তিকে ভালোবাসি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি। কাউকে দোষারোপ করি না। আমরা শান্তিপ্রিয়। ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েককে।

প্রশ্ন ৬ (মহিলা) : আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে। তিনি তার বক্তৃতায় বলেছেন যে, হিংসাকে কোনো ধর্মই অনুমোদন করে না। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে কৃষ্ণ কেন অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিল, সে যেন তার নিজের ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

উত্তর : রবিশংকর : আপনি যদি যুদ্ধের পক্ষে যুক্তি খোঁজেন সেটা তাহলে সব ধর্মের মধ্যেই পাবেন। জিহাদীরা আছে। এছাড়াও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে যিশুখ্রিস্টই বলেছেন যে, আমি শান্তির জন্যে আসি নি। ঝগড়া বাঁধাতে এসেছি। বাবার সাথে ছেলের ঝগড়া, মায়ের সাথে মেয়ের ঝগড়া। এসব কথাকে ভুল পথে ব্যাখ্যা করলে চলবে না, মহাভারতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যুদ্ধ করো কিন্তু ক্রোধ নিয়ে নয়। ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ কর। ধর্ম স্থাপনের জন্যে যুদ্ধ কর। আত্মঘাতী বোমা মেরে নিরীহ লোকজন মেরে আপনি পৃথিবীতে আতংক ছড়াতে পারেন না।

আপনাকে অবশ্যই ধর্ম আর ন্যায় পালন করতে হবে। আর গীতাতেও একই কথা বলা হয়েছে। একজন যোদ্ধাকে লড়তে হবে। আমি এটা বলছি না যে, কোথাও গোলমাল দেখলে পুলিশ চুপচাপ বসে থাকবে। পুলিশ সেখানে অবশ্যই আসবে এবং যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নিয়ন্ত্রণ করবে। আর যদি কোনো দাঙ্গা হয় তাহলে মানুষকে রক্ষা করবে। সেটাই হলো তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। অর্জুন একজন যোদ্ধা হিসেবে সে তার দায়িত্বে গাফিলতি করছিল, সে তার দায়িত্ব পালন করছিল না। তাই কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়েছিল দায়িত্ব পালনের জন্যে। প্লীজ আপনারা এটাকে এই বুঝবেন না যে, এখানে যুদ্ধকে সমর্থন করা হয়েছে। কৃষ্ণ একথা বলেন নি, এভাবে বুঝান নি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন তোমার মধ্যে কারো প্রতি কোনো রকম রাগ বিদ্বেষ ঘৃণা ইত্যাদি পুষে রাখবে না। (সংস্কৃত) এই শ্লোকটা দেখেন না কেন? এ পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিকে ঘৃণা করবেন না।

সমবেদনা আর বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব রাখুন সবার প্রতি। তবে মনে রাখবেন, আপনার কর্তব্য আগে। আমি আপনাদের সবাইকে একটা অনুরোধ করব, প্লীজ অন্য ধর্মের সম্পর্কে কোনো ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না। আর তা না হলে আপনারা আমাকে এ ধরনের প্রশ্নই করবেন। অর্জুন কি ঠিক ছিল? বা রাম কি ঠিক ছিল? কেন সে গীতাকে ত্যাগ করেছিল? এ সব ব্যাপারই আসলে গভীর একটা চক্রান্ত। যা আপনাকে অনেক পড়তে হবে। মাত্র দু-একটি কথায় এর উত্তর শেষ করা সম্ভব নয়। এখানে আমরা বিতর্ক করতে আসি নি, আমরা এখানে পৃথক হওয়ার জন্যে আসি নি, আমরা এখানে এসেছি একত্রিত হওয়ার জন্য। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করব, সম্মান করবো, ভালবাসবো। সে জন্যেই আপনাদের বলি আপনারা গীতা পড়ুন। গীতার মধ্যে আপনারা ভালো অনেক কিছুই পাবেন। কি বুঝাতে পেরেছি?

প্রশ্ন ৭ (মহিলা) : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আরশিয়া রাজা। আমার প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে। তবে আমার প্রশ্নটা করার আগে একটা কথা বলতে চাই, আমি শ্রী শ্রী রবিশংকর-এর ব্রিদিং টেকনিকটা নিয়ে অনুশীলন করছি। আর এ অনুশীলন থেকে আমি যেটা পেয়েছি তাহলো এটা অনুসরণ করে আমি যতটা আল্লাহর কাছাকাছি যেতে পেরেছি, আগে কখনো অনুভব করি নি। এজন্যে আমি রবিশংকরজীর কাছে কৃতজ্ঞ। ডা. জাকির নায়েক সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্ম আমি যতটা বুঝি সৃষ্টিকর্তার ধারণা সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হলো যে, সৃষ্টিকর্তা হলেন সর্বব্যাপী। এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টিকর্তা এই জগতের প্রত্যেকটা অণুতে প্রত্যেকটা পরমাণুতে উপস্থিত। এ ব্যাপার কি পরিষ্কার করবেন?

উত্তর : মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! আপনি আপনার প্রশ্ন করবেন ভালো কথা, কিন্তু এত ভণিতা কেন? আমার ভলান্টিয়ার তথা স্বেচ্ছা সেবকদের এটা খুব খেয়াল রাখতে। আমাদের বক্তারা যথেষ্ট জানেন। তারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ।

আপনি প্রশ্ন করবেন সরাসরি প্রশ্ন করুন। প্রশ্ন কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তারা আপনাদের প্রশ্ন শুনলেই বুঝে নিতে পারবেন ভূমিকা কী। আর অনুগ্রহ করে প্রশ্ন করতে গিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না। প্লীজ আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন, ধৈর্য ধরেছেন, অনেক ভদ্রতা করেছেন। আর প্রশ্ন করার সময় যদি এগুলো খেয়াল করেন তাহলে আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে পারব। হ্যাঁ ভাই।

প্রশ্ন ৮ (পুরুষ) : ডা. জাকির নায়েক যখন তাঁর লেকচার দিচ্ছিলেন তখন তিনি 'বিষ্ণুর' কথা বললেন, বিষ্ণু আসলে পাঁচটি উপাদান, যা দিয়ে পুরো পৃথিবীটাই তৈরি, আরো অনেক কিছু। আমি আপনাকে বলি বিষ্ণু সহস্র হাজার কিন্তু একথা স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এটা দিয়ে আপনি আমাকে বিষ্ণুর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন না।

আমি এখানে থেমে গেলাম এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হলো :

উত্তর : মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, ভাই। দেখেন আপনি যা করেছেন প্রথমে বিশাল বড় একটা ভূমিকা নিয়ে তারপর প্রশ্নটা করেছেন। প্লীজ, আপনাদেরকে বারবার বলছি কোনো ভূমিকা ছাড়া সরাসরি প্রশ্ন করুন। ধরে নিচ্ছি আমাদের বক্তাগণ আপনার প্রশ্ন শুনে আপনারা ভূমিকা ও তার বুঝে নেবেন। হ্যাঁ আপনার মাইক চালু করা হলো, আপনাকে ১ মিনিট সময় দেয়া হলো। আর আপনাকে এই প্রশ্নটা শেষ করতে হবে এই এক মিনিটেই। হ্যাঁ, আপনার মাইক চালু করা হলো।

প্রশ্ন ৯ (পুরুষ) : এক্সকিউজ মি, গুরুজী। এখন আপনি অনুগ্রহ করে যে বিষ্ণু সহস্র নামাটা বললাম, সেটির সারমর্মটা বলেন। আমি জানি আপনি পারবেন না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আল্লাহ একদিন আপনাকে হেদায়েত দান করবেন। আপনি দেখবেন সেদিন বেশি দূরে নেই। শুধু আপনিই না আপনার ভক্তদের হেদায়েত দান করবেন। আমি বলে রাখলাম।

উত্তর : মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি! স্বেচ্ছাসেবকদের আমি বলব দয়া করে খেয়াল রাখবেন, প্রশ্নকর্তা ইমোশনাল না হয়ে যায়। এ অনুষ্ঠানের খাতিরে ভদ্র করে প্রশ্ন করুন। দয়া করে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। আপনারা আপনাদের প্রশ্নটুকু করবেন। তারা এখানে তাদের প্রশ্নগুলো করবে এটা মোটেই উচিত হচ্ছে না। আমাদের এখানে দুজন জ্ঞানী লোক আছেন। তাদেরকে সম্মান করতে হবে। যদি এ ধরনের প্রশ্ন আর কেউ করেন, আমি বলব স্বেচ্ছাসেবকদেরকে যে, তাকে পেছনে পাঠিয়ে দেবেন। প্রয়োজন হলে যদি বের করে দিতে হয় তাহলে তাদেরকে বের করে দিবেন। ধন্যবাদ।

রবিশংকর : এ যুবকের জন্য দুঃখ হচ্ছে। সে ভুল উদ্ধৃতি দিল, সে উন্মাদ হয়ে আছে। আর সে ভাবছে আল্লাহ একদিন হয়তো আমাকে আশীর্বাদ দেবেন। বাবাজী, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি আমার অনেক কাছে।

আর তাই সে কারণেই আমি বুঝতে পারি, আপনার মতো যুবকদের কারণেই পৃথিবীতে ইসলামের এতো বদনাম ছড়াচ্ছে। আপনার ধারণা আপনি একাই শুধু সত্যি কথাটা জানেন আর কেউ জানে না? বাবাজী, বুঝার চেষ্টা করুন। একটু সম্মান করুন। এসব ধর্মগ্রন্থের কথাগুলো অনেক গভীরভাবে। আপনি যতখানি বললেন, তারপরে আরো আছে। সেগুলো পড়ুন। সেগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন, শুধু শুধু বইয়ের মলাট দেখবেন না। কথাগুলোর গভীরে প্রবেশ করুন। ঠিক আছে আপনি একটা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তারপর ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন। খুব ভালো কথা, কিন্তু মনে রাখবেন কোনো কিছু বাতিল করে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করা শুধু এটাই বুঝায় যে, আপনি কতখানি অজ্ঞ। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কতখানি বিজ্ঞ বা জ্ঞানী। এটা দিয়ে বুঝা যায় জ্ঞানের ব্যাপারে আপনি কত সীমিত এবং হিন্দুধর্মের ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কতটুকু অন্ধকারে আছেন। তাই আপনি যদি 'সহস্রনামা' বুঝতে চান এটা একটা বিশাল জিনিস। এর প্রত্যেকটা শব্দ দিয়ে বিশাল বড় বই লেখা যায়। অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। কিন্তু এমন পণ্ডিত হলে তো সমাজের ক্ষতি হবেই।

এমন পণ্ডিতের দরকার নাই, যে সামান্য পড়া পড়েই নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করে। একমাত্র ভালোবাসার সাথে পড়াশুনা করলেই পণ্ডিত হওয়া যায়। জ্ঞানকে আহরণ করা যায়। আপনি যে ধর্ম পালন করছেন, সে ধর্মের জন্যে আপনি সুনাম বয়ে আনতে পারেন যদি কখনো উগ্রপন্থী না হন এবং এটা মনে করতে পারবেন না যে, সবাইকে আমার ধর্ম মানতে হবে। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আপনি আমাকে বদলাতে পারবেন না। এই জীবনে না। কারণ আমি শরীর মন সবই সঁপে দিয়েছি। আর আমাদের মধ্যে অনেকেরই শরীর-মন বদলাতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে বুঝতে হবে তাদের নিজেদের হৃদয় দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, আর জ্ঞানের প্রতিটি অভিজ্ঞতা দিয়ে। মনে রাখা দরকার কেবল উদ্ধৃতি আর বিবৃতি দিয়ে আর কথা বলে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সমাজের সমস্যাগুলো বাড়তেই থাকবে। অন্য আর কিছু হবে না। আসুন আমরা সবাই বন্ধুর মতো পাশাপাশি থাকি, ভাই বোনের মতো বসবাস করার চেষ্টা করি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। কোনো সমালোচনা না করি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নায়েক : এবারের প্রশ্ন পুরুষদের থেকে ডা. জাকির নায়েকের কাছে।

প্রশ্ন ১০ (পুরুষ) : আমার নাম মোহাম্মদ অখিল। আমি একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট। আমার প্রশ্নটা শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে, তার লেকচারের সময় বেদের একটা শ্লোক বলেছেন, যেটা আসলে ঈশ্বর বলেছেন 'আমি একজন, কিন্তু অনেকের মধ্যে আছি।' এটা আপনি কতখানি মানেন? যদি মেনে থাকেন তাহলে কারণটা কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি বলেছেন যে, আমার মতামত কি এই বিষয়ে যে, শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন, ঈশ্বর একজন আর সবার মধ্যে আছেন। এটাই জানতে চেয়েছেন বলে আমি মনে করি। আপনার কথা যা শুনেছি, সেই বিষয় যদি বুঝতে পারি পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর-এর ২৯ নং আয়াতে ও সূরা সাজদা'র ৯নং আয়াতে আছে, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মানবজাতিকে রুহ আর জ্ঞান দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন। তাই সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কথা জ্ঞান মানবজাতির সবার মধ্যেই বিদ্যমান। এখন যদি মেলান, বিরোধ বাদ দিয়ে সাদৃশ্যগুলো দেখি, কুরআন আর বেদের সাদৃশ্য।

কুরআন বলছে, আল্লাহ সু হানাহু ওয়া তাআলা, সৃষ্টিকর্তা তার জ্ঞান দিয়েছেন। এর মানে এই নয় যে, সব কিছুই সৃষ্টিকর্তা। এর মানে হলো প্রত্যেক মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান আছে। মানেন না বা না মানেন সেটা আলাদা কথা। তবে একথা

মানতেই হবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান সবার মধ্যে কম-বেশি আছে। আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন রবিশংকরজীর কাছে।

প্রশ্ন ১১ (মহিলা) : আমি তানভীর ফাতেমা। আমি বিবিএস-এর ছাত্রী আরজিডিসি কলেজ। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরজীর কাছে।

মহাভারতে একথা বলা আছে যে, অভিমন্যু মায়ের পেটে থাকার সময় কীভাবে চক্রব্যূহে ঢুকতে হবে সেটা শুনে ফেলেছিল। কিন্তু একথা বিজ্ঞানে প্রমাণিত যে, পেটের ভেতরে ভ্রূণ কিছুই শুনতে পায় না। আপনি এ ব্যাপারে কী বলবেন?

উত্তর : রবিশংকর : আসলে একটা কথা বহুল প্রচলিত আছে যে, পৃথিবী রহস্যে ভরপুর। আর আমরা আসলে জানি না। আমি এখানে অভিমন্যুর পক্ষ নিয়ে বলব না। আপনি যেভাবে বলেছেন তাতে যদি ভালো কিছু পান গ্রহণ করেন। আর যদি মনে করেন এটা হতে পারে না। ঠিক আছে হতে পারে না।

তবে আর কয়েক বছর পর আপনি জানতে পারবেন এটা সম্ভব। কারণ এক সময় বিজ্ঞান মনে করত টেস্টটিউব বেবী জাতীয় কিছু করা সম্ভব নয় কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আজ তা সম্ভব। দেখুন মহাভারতে লেখা আছে 'কুন্তী তার সন্তানের ভ্রূণ বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিয়েছিল। আর এই যেসব 'পুরাণ' আর 'ইতিহাস' এগুলো বইয়ের বাইরের অর্থটা নিলে চলবে না, এগুলোর গভীরে প্রবেশ করতে হবে। এটাকে নিতে হবে অন্যভাবে। কারণ এটা কোনো ঐতিহাসিক দলিল না। সেভাবে এটা লেখা হয় নি। আসলে কি জানেন 'মহাভারত' আর 'পুরাণে' অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত আমরা এসব গ্রন্থ নিয়ে কোন গবেষণা করি নি। এই মুহূর্তে আমাদের সেটা উচিত এবং জরুরি। আমি এটুকু নির্দ্বিধায় বলতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।

প্রশ্ন ১২ (পুরুষ) : আমার নাম রাসেল। আমি বি.কমের ছাত্র। আমার প্রশ্ন শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে। আমার প্রশ্নটি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের উপরে। ইসলামের কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে যেকোনো বিশ্বাস ও মতবাদকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়। আর ইসলামে যেসব ধর্মীয় নেতা আছেন তারা সবাই সেগুলো মানেন। কিন্তু দেখা যায়, হিন্দুধর্মে বিভিন্ন পুরোহিতরা বা উঁচু বর্ণের লোকেরা যেসব কিছু করে বা মেনে চলে অনেক ক্ষেত্রে তা বেদের সাথে মিলে না। আপনি বললেন যে, বেদ নিয়েই আমরা আমাদের মতবাদগুলো পরখ করতে পারি। কিন্তু হিন্দুধর্মে পুরোহিতরা মাংস

খাওয়ার ব্যাপারে বেদের বিপরীত কথা বলে। অথচ বেদে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। বেদ বলছে ঈশ্বরের কোনো মূর্তি বা ছবি নেই, কিন্তু পুরোহিতরা বলছে অন্য কথা। তাহলে একজন সাধারণ মানুষ কি করবে? কোন্‌টা মানবে? আর কোন্‌টা মানবে না? আপনি যদি বলেন পুরোহিতদের দরকার নেই, ধর্মগ্রন্থ মানতে হবে। পুরোহিতরাই যদি ভুল পথে থাকে তাহলে সাধারণ হিন্দু কীভাবে নিজেকে ঠিক পথে রাখবে? কীভাবে সে হিন্দুধর্ম পালন করবে?

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমার বক্তৃতার প্রথমেই আমি বলেছিলাম, ধর্মগ্রন্থগুলো আছে, যদি আপনি প্রথম আলোচনা শুনে থাকেন তাহলে খুব সহজেই বুঝবেন। কিন্তু মানুষ এগুলো মেনে চলছে না। মানুষজন পবিত্র কুরআনের বিধিবিধান মানছে না। শান্তির কথা বললেও মানুষ বিভিন্ন রকমের অশান্তি ধ্বংসাত্মক আর সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। শান্তিকে ছড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না সামান্য কয়েকজনের কারণে।

ঠিক একইভাবে যদি আপনি দেখেন যে, কোনো পুরোহিত ভুল বলছে তাহলে সেটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মে এটা পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, বেদ পরিষ্কার অনুমতি দিয়েছে, উপনিষদও দিয়েছে, বেদান্ত অনুমতি দিয়েছে। যোগের মাধ্যমে আপনি পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ অনুভব করতে পারবেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগ সাধনা করছে উপকারও পাচ্ছে। আমাদের ভারতে যুগে যুগে অনেক সাধু সন্যাসী এসেছেন। তারা হচ্ছেন মহাপুরুষ তারা হচ্ছেন নারদ, চৈতন্য, মহাপ্রভু, গুরুনানক, গুরুগোবিন্দ সিংজীসহ আরো অনেকে। এজন্যেই বেদে বলা হয়েছে ঋগবেদ-এর ২নং শ্লোকে 'ঋষিরা অতীতে এসেছেন এবং তারা ভবিষ্যতেও আসবেন।' এই বিশ্বজগৎ মূলত অসীম-এর কোনো শেষ নেই, কিনারা নেই। আর বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমি প্রত্যেক যুগে আসব, পৃথিবীর ভুলগুলো শুধরানোর জন্যে আসব। এখানে বিশেষভাবে আপনাদের বলতে পারি যে, শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা ভালো করে পড়ুন। আর অন্য আরো একটা বই আপনাদের পড়তে বলব সেটা হল 'যোগবৈশিষ্ট্য'। এই বইটা বৈজ্ঞানিক, বিস্ময়কর, আর গভীর জ্ঞানসমৃদ্ধ। এ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে। আজকের এই দিনে পুরো পৃথিবী বইটার গুরুত্ব মেনে নিচ্ছে। এ 'যোগবৈশিষ্ট্য' বইটা আমাদের সচেতনতা শেখায় এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে। তাই আমি বলতে চাই আমাদের যা করা উচিত তাহল, সব জায়গা থেকে জ্ঞান ও ভালো জিনিস গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের ভালো জিনিস নিতে হবে উপনিষদ থেকে গীতা আর বেদান্ত থেকে। আর আশেপাশের সবাইকে মন থেকে ভালোবাসতে হবে আর সহযোগিতা করতে হবে ঠিক আছে।

প্রশ্ন ১৩ (মহিলা) : আমার নাম নুসরাত ফাতিমা। আমি একজন গৃহিণী। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে তার সুন্দর লেকচারের জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

উত্তর : মোহাম্মদ নায়েক : এক্সকিউজ মি, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করুন। আমাদের হাতে সময় একদম কম।

প্রশ্ন ১৪ (মহিলা) : আমার প্রশ্নটা হলো, আজ কথা বললাম শান্তি আর ভালোবাসা নিয়ে, যাতে করে আমরা এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বাস করতে পারি। অন্য কথায় আমাদের জীবন হবে সহজ সরল নিরাপদ। শ্রী শ্রী রবিশংকরের কাছে আমার প্রশ্ন, আমাদের কর্তব্য কি? আমাদের দায়িত্ব কি? এই পৃথিবীর সব মানুষের প্রতি নাকি আমাদের দায়িত্ব এই পৃথিবীর মানুষ আর সৃষ্টিকর্তার প্রতি? ধন্যবাদ।

উত্তর : রবিশংকর : হ্যাঁ একটা ব্যাপারে আমি ভিন্নমত পোষণ করি সেটা হলো 'পুনর্জন্ম'। আগের প্রশ্নটার ব্যাপারে বলছি।

আমরা ভারতের হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। পৃথিবীজুড়ে মনোবিজ্ঞানীরা রিগ্রেশনের মাধ্যমে সুস্থতার জন্যে রোগীদের চিকিৎসা করে থাকেন। যারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না তাদের কিছু চমৎকার অভিজ্ঞতা আছে। তারাও সেটা মেনে নিচ্ছেন। কারণ হলো মন বা সচেতনতা আসলে শক্তি আর বুদ্ধি ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। থার্মোডায়ামিকসের প্রথম সূত্র এটা বলে যে, সচেতনতা অসীম। এমনকি বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত যে, সচেতনতা হচ্ছে চলমান। এটা চলতেই থাকে। এটা দিয়ে আবার শিশুদের ব্যবহারের ব্যাখ্যা দেয়া যায়। তিন-চার বছরের শিশু ভায়োলিন বাজাতে পারে বীণা বাজাতে পারে। কারো কাছে না শিখেই সে বাজাতে পারে। আমি নিজেই এর দৃষ্টান্ত, আমি ছোট সময়েই গীতা জানতাম। অথচ আমাকে কেউ শেখায় নি। আসলে কি এগুলো হচ্ছে সংস্কার যেগুলো আমরা মানি। তাই আমার নিজস্ব মতামতটা এখানে প্রকাশ করছি। জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিখধর্ম, হিন্দুধর্ম, তাওইজম, শিন্টোইজম এসব ধর্মই পরজন্মে বিশ্বাস করে। এরা সবাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে। এবার আমি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে বলছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, সবার আগে যা দরকার আমাদের ভালোবাসা আর বিশ্বময় শান্তি কাজ করা মানে, আমরা বিশ্বাস করি [সংস্কৃত] যেলোক অন্যের সেবা করে সে আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করছে। তাই অন্যকে সেবা করার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত ইসলামিক পণ্ডিত শরীফ সাহেবসহ আরো অনেকেই আছেন যারা এ মতবাদের প্রশংসা করেছেন, ভালো বলেছেন। এটা আসলে আমাদের সবার জন্যেই ভালো।

'কাইকভি কৈলাসা' শব্দের অর্থ হলো মানুষকে সাহায্য করা। আর মানুষকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হবে। মানবজাতিকে সেবা করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপাসনা করা হবে। সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। ঈশ্বর সবার মঙ্গল করুন।

প্রশ্ন ১৫ (মহিলা) : আমার নাম আমিনা। আমি পড়াশোনা করি। আমি যে প্রশ্নটা করতে চাই তা হলো যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে অবতার বলতে কী বুঝানো হয়েছে? আর কল্কি অবতার কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনার প্রশ্নটার উত্তর দেয়ার আগে আমি বলতে চাই যে, আমি একজন মেডিকেল ডাক্তার। তাই আপনাকে জানিয়ে রাখি মায়ের পেটে ভ্রুণ শব্দ শুনতে পায়। গর্ভধারণ করার ৫ মাস থেকে কানে শুনতে পায়। কুরআনেও এটা উল্লেখ আছে সূরা ইনসানের ২নং আয়াতে, আল্লাহ্ বলেন, 'আমি মানুষকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছি'। প্রথমে শ্রবণশক্তি তার পর দৃষ্টি। গর্ভধারণের ৫ মাস থেকে ভ্রূণ শুনতে পায়। এটা নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। তাই ডাক্তারগণ গর্ভবতী মহিলাদের ভায়োলেন্ট সিনেমা দেখতে নিষেধ করেন। এ সমস্ত সিনেমা দেখলে ভ্রুণের ক্ষতি হয়। কারণ তখন ভ্রুণ শুনতে পায়। সরি, আগের প্রশ্নটার সাথে আমি একমত ছিলাম না। এখন এই প্রশ্নটার ব্যাপারে আসা যাক, অবতার আসলে কী? ও কল্কি আবার কে? অবতার শব্দের অর্থ– সংস্কৃত শব্দ 'আও' এবং ত্র অর্থাৎ নেমে আসা। এর সাধারণ অর্থ হলো, বেশির ভাগ হিন্দুই মনে করে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। তবে কিছু কিছু পণ্ডিত এভাবে বলে থাকেন, 'অবতার' কাজটা আসলে ঈশ্বরের মানুষ রূপ বুঝায় না। হতে পারে ঈশ্বর কাউকে পাঠিয়েছেন। যেমন : ঋষী, সন্ন্যাসী।

কুরআন মজীদেও এমন কিছু ব্যাপার আছে যে, স্রষ্টা মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেন, সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তার মাধ্যমে। যাকে আমরা বলি প্রেরিত দূত। তাহলে দেখা গেল ইসলাম প্রেরিত দূত বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, 'এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্কবাণী যায় নি।' কুরআনের সূরা রাদ-এর ৭নং আয়াতে আছে 'প্রত্যেক যুগে আমি দূত পাঠিয়েছি।' যদি আপনি বেদ পড়েন বেদেও লেখা আছে যে, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনেক জ্ঞানী লোক, অনেক ঋষী পাঠিয়েছেন।' আর তাদের মধ্যেই একজন হলো কল্কি অবতার। এর উল্লেখ আছে ভগবত পুরাণের ১২নং খণ্ডের ২য় অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে। যে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে অর্থাৎ সাম্বালা শহরের প্রধান। তার নাম হবে কল্কি এবং প্রভু নেমে আসবেন। আরো উল্লেখ আছে তার থাকবে ৮টি অসাধারণ গুণ। তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন,

হাতে থাকবে তরবারি এবং তিনি দুর্বৃত্তদের ধ্বংস করবেন। এছাড়াও ভগবদ পুরাণের খণ্ড-১; অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-২৫-এ আছে, কলি যুগে যখন রাজারা হবেন ডাকাতের মত, যখন রাজারাই হবে ডাকাত।

বিষ্ণু ইয়াশের ঘরে কল্কি জন্ম নেবে। আরো উল্লেখ আছে, পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদ কল্কি আসবে তার বাবার নাম হবে বিষ্ণু ইয়াশ। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ৪ জন সহচর তাকে সহযোগিতা করবে । কল্কি পুরানার ২য় অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে আছে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে বিভিন্ন দেবদূত ও ফেরেশতা সাহায্য করবে। কল্কি পুরাণের ২য় অধ্যায়ের ১১ নং অনুচ্ছেদে আছে, তার জন্ম হবে বিষ্ণু ইয়াশ ঘরে সুমতির গর্ভে। কল্কি পুরানের ২য় অধ্যায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে আছে। তিন মাসের ১২ তারিখে তিনি জন্মাবেন। এক কথায় কলিত অবতার নিয়ে আরো কথা বলা যায়। এক কথায় বলা যায়, তার বাবার নাম বিষ্ণু ইয়াশ, যার অর্থ সৃষ্টিকর্তার পূজারি। আর তার মায়ের নাম হবে সুমতি। যার অর্থ শান্তিপূর্ণ, অঞ্চল। মোহাম্মদ ﷺ এর মায়ের নাম হলো আমিনা যার অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ, অঞ্চল। তার জন্ম হবে সাম্বালা শহরের একটি এলাকায়। সাম্বালা অর্থ হলো শান্তিপূর্ণ এলাকা। আর মক্কাকে বলা হয় দারুল আমান বা শান্তিপূর্ণ এলাকা। বলা আছে যে, তিনি জন্মাবেন সাম্বালা শহরের প্রধান ব্যক্তির ঘরে। আমরা জানি মুহাম্মদ ﷺ জন্মগ্রহণ করেছিলেন মক্কার প্রধান ব্যক্তির ঘরে।

তিনি জন্মাবেন মাসের দ্বাদশ দিনে। আমরা জানি, মুহাম্মদ ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বলা হয় যে, তিনি হবেন অন্তিম ঋষি। তিনিই হবেন সর্বশেষ ঋষি। মুহাম্মদ ﷺ– সম্পর্কে সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ـ

অর্থ : মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।

আরো বলা আছে তিনি আসমানি কিতাব পাবেন। সেটা তিনি পাবেন গুহার মধ্যে। তারপর দক্ষিণে গিয়ে ফিরে আসবেন। আমরা অবশ্যই জানি যে, রাসূল ﷺ ওহী পেয়েছিলেন জাবালে-ই-নূর এর আঙ্গারে হেরা আলোর পাহাড়ে বসে। তিনি দক্ষিণে মদিনায় গিয়ে আসেন। বলা আছে যে, তাঁর ৮টি অসাধারণ গুণ থাকবে। এই

গুণগুলোর নাম হলো– জ্ঞান, আত্মসংযম, জ্ঞান বিতরণ, সম্ভ্রান্ত বংশ, সাহস, শক্তি, পরোপকার ও মহানুভবতা এ আটটা গুণই মুহাম্মদ ﷺ-এর ছিল।

আরো আছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা সাবা-এর ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তিনি (মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা।' আরো বলা আছে তার থাকবে একটি সাদা ঘোড়া। আমরা জানি যে, মহানবী ﷺ বোরাকে চড়ে মিরাজ গমন করেছিলেন। বোরাক হল সাদা ঘোড়া। তার ডান হাতে একটি তরবারি থাকবে। মুহাম্মদ ﷺ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তার সব তিনি করেছিলেন আত্মরক্ষার জন্যে। তিনি যুদ্ধে ডান হাতে তরবারি ধরতেন। বলা আছে চারজন সহচর তার সাহায্য করবেন। এখানে আমরা খোলাফায়ে রাশেদীন তথা আবু বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে বুঝব। বলা আছে, তাকে দেবদূত সাহায্য করবে। আমাদের জানা আছে যে, বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ কে ফেরেশতারা সাহায্য করেছিল। একথা কুরআনের সূরা আলে ইমরান-এর ১২৩ ও ১২৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ভবিষ্যৎবাণী নির্দেশ করে মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

মোহাম্মদ নায়েক : পরের প্রশ্ন ডা. জাকিরের কাছে।

প্রশ্ন ১৬ : আমার নাম বিজয় কুমার। আমি একজন T.V টেকনিশিয়ান। ডা. জাকির নায়েকের কাছে আমার প্রশ্ন ইসলামে পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে কিনা? কিছু মুসলমান বলে পুনর্জন্ম আছে। আরেকটা প্রশ্ন হলো কিয়ামতের দিন কি? ঐদিনে যারা মারা যাবে তাদের বিচার কাজ কখন হবে।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করেছেন ইসলামে পুনর্জন্ম আছে কিনা? আর কিয়ামতের দিন যারা মারা যাবে তাদের বিচার কখন হবে? এখানে পুনর্জন্ম নিয়ে যখন কথা বলা হচ্ছে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কথা দিয়ে শুরু করব। পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ ঘোষণা করেন– আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই আমাদের মৃত্যু দিবেন। তিনি সেই মহান সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, তারপর মৃত্যু দিবেন, তারপর আবার বাঁচিয়ে তুলবেন। তাহলে বুঝা গেল; এই পৃথিবীর জীবনের পর আমাদেরকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হবে সেটা পরকালে। তাহলে দেখুন আপনি যদি মৃত্যুর পরে জীবন নিয়ে বলেন তাহলে বলতে হবে ইসলামে পরকাল আছে। কিন্তু যদি আপনি হিন্দু দর্শনের মত কোনো নিয়মের কথা, বিধানের কথা বলেন যেটা বলেছে, আপনি জন্ম নিবেন। তারপর একদিন মারা যাবেন। তারপর আবার জন্মাবেন, আবার মারা যাবেন, যেটাকে বলে জন্ম আর পুনর্জন্মের চক্র। আসলে আমরা একবারই দুনিয়ায় এসেছি

এবং একবারই যথেষ্ট। যদি ভালো করে দেখেন আমি বেদসহ অন্যান্য ধর্ম বিষয়ের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, এই দর্শন বা সংস্কারটা এসেছে ভগবতগীতার একটা শ্লোক তথা অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-২২-এ উল্লেখ আছে যে, মানুষ যেমন কাপড়-চোপড় ছেড়ে নতুন কাপড়-চোপড় পরে, একইভাবে আত্মা একটা শরীর ছেড়ে নতুন আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। আরো উল্লেখ আছে ভ্রদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ৩ অনুচ্ছেদে শুয়া পোাক যেমন ঘাস খেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর অন্য ঘাসে লাফ দেয়, একইভাবে মানুষের আত্মা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে প্রবেশ করে। তবে এ দর্শনটা আমার মতে বেদে উল্লেখ নেই। বেদে বলা হচ্ছে পুনর্জন্মের কথা, গ্রন্থ-১০ পরিচ্ছেদ-১৬, অনুচ্ছেদ-৪-৫ বলা হয়েছে পুনরংল সরসতী জনম মানে জীবন। পুনর্জীবন, পরবর্তী জীবন এসব ঠিক আছে। কুরআনেও পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তবে এভাবে বলা হয় নি যে, জন্ম→মৃত্যু →জন্ম→মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু→জন্ম→মৃত্যু। আমার জানামতে বেদের কোথাও নেই।

শ্রী শ্রী রবিশংকর নিজেই বলেছেন যে, বেদ হলো সবার উপরে। তাহলে যদি বেদ আর ভগবতগীতা মিলিয়ে দেখেন সেই সঙ্গে উপনিষদ তাহলে সব ঠিক আছে। আমার দেহ আছে, আত্মাও আছে, শরীরের মৃত্যু হওয়ার পর আবার পরবর্তী জীবনে ফিরে আসব। আমি একথার সাথে একমত যে, মৃত্যুবরণ করার পর আবার জীবন আছে। তবে সেটা অবশ্যই এমন হবে না যে, জন্ম→মৃত্যু →জন্ম→মৃত্যু→জন্ম →মৃত্যু। এই ধরনের সংস্কার এনেছিলেন হিন্দু পণ্ডিতরা। কারণ, তারা বুঝতে পারে নি কেন একজন মানুষ বোবা, কালা, অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারো হৃৎপিণ্ডের মারাত্মক অসুখ থাকে, কারোর থাকে না। কেউ হয় স্বাস্থ্যবান আবার কেউ অসুস্থ। কেউ জন্ম নেয় বড়লোকের ঘরে, কেউ জন্ম নেয় গরীবের ঘরে। তারা যে দর্শনটা বিবেচনা করলেন সেটা হলো কর্ম। মানুষের কার্যকলাপ, বিভিন্ন কাজ, যেটা করবেন ধর্মের নিয়মে। তাহলে দেখা গেল হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, পরবর্তীতে জন্মানোর পদ্ধতি কাজের উপর নির্ভরশীল, আপনি কি কাজ করলেন এর উপর ভিত্তি করে পরের জীবনে ভালো কাজ করলে বড় ঘরে, খারাপ কাজ করলে জন্মাবেন নীচু পর্যায়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনি বদলাতে থাকছেন। কখনো মানুষ, কখনো গাছ আবার মানুষ। মনে রাখতে হবে আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে উপরে হলো মানুষ, যেটা সাতবার ঘটতে পারে। এ মতাদর্শের সাথে ইসলাম একমত নয়। বেদে যেভাবে পুনর্জন্ম পরবর্তী জীবনের কথা বলা হয়েছে সেটা মানলাম। আমরা একবার পৃথিবীতে এসেছি সেটাই যথেষ্ট।

ইসলাম কী বলে? কুরআনের সূরা মুলকের ২নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوتَ لِيَبْلُوكُمْ ـ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৫৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ـ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ـ

অর্থ : তিনি অবশ্যই পরীক্ষা করবেন ভয়, ক্ষুধা, জীবনের ক্ষতি, ফসলের ক্ষতি এবং ধন-সম্পদের ক্ষতি দিয়ে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন?

তাহলে দেখা গেল আল্লাহ আমাদের এই জীবন দিয়েছেন পরকালে পরীক্ষা করার জন্যে। এই দর্শন দিয়ে বলতে চাইলে বলা যায়, কেন মানুষ পঙ্গু হয়, গরিবের ঘরে হয়, ধনীর ঘরে হয়? পবিত্র কুরআনের সূরা আনফাল-এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ـ

অর্থ : জেনে রাখ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য।

তাহলে একথা স্পষ্ট যে, এ জীবন দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে, পরকালের পরীক্ষা। তাই আল্লাহ কাউকে পাঠিয়েছেন গরিবের ঘরে আবার কাউকে বড়লোকের ঘরে। এটা আসলেই একটা পরীক্ষা, এই চূড়ান্ত সত্যটা আমাদের বুঝতে হবে। এখন দেখুন পরীক্ষা কীভাবে হয়, আল্লাহ ধনীলোকদের বলছেন তোমরা যাকাত দাও যাদের অতিরিক্ত সম্পদ আছে। প্রতি বছর যাকাত দিবে শতকরা ২$\frac{১}{২}$ টাকা হারে। যাকাত হবে যদি কারো ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ পরিমাণ সম্পদ থাকে। গরিব লোকদের যাকাত দেয়া লাগবে না। আমরা বলি গরিব লোক আদমী, তার টাকা পয়সা নেই, যাকাতের পরীক্ষায় সে পাবে ১০০ থেকে ১০০ মার্ক। ধনী ব্যক্তি সঠিকভাবে যাকাত দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে। যদি ধনী লোক ঠিকভাবে যাকাত দেয় তাহলে সে ১০০ থেকে ১০০ ভাগ মার্ক পাবে, যদি অল্প করে দেয় তাহলে অল্প পাবে আর যদি না দেয় তাহলে শূন্য নম্বর পাবে। অপরদিকে গরিব লোক এক্ষেত্রে পূর্ণ নম্বর পাবে।

এটাই হল পরীক্ষা। একইভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করতে কাউকে দেন সুস্বাস্থ্য, আবার কাউকে দেন অসুস্থতা। কারো সন্তান জন্মায় অসুস্থ হয়ে। এটা আগের জন্মের পাপের জন্যে নয়।

কারণ ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ মাসুম। এটা বাবা-মায়ের জন্যে পরীক্ষা। যদি কারো হৃৎপিণ্ড অসুস্থ থাকে, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে. এটা তার আগের জন্মের ফল। এটা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্যে দিয়েছেন। গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করা কোন পাপ নয়। কারণ বেহেশতে যেতে হলে আপনার টাকা পয়সা কাজে লাগবে না, স্বাস্থ্য কাজে লাগবে না। আল্লাহ তাআলা মা-বাবা, ধনী, গরিব সুস্বাস্থ্য, অসুস্থ প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করছেন। তাহলে দেখা গেল এভাবেই আমরা পরের জীবনে বিশ্বাস করি। সেখানেই আমাদের বিচার হবে। কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ

অর্থ : প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে কিয়ামতের দিন। যদি পৃথিবীতে আংশিক পাপ করেন, আংশিক শাস্তি পাবেন, আবার নাও পেতে পারেন।

চূড়ান্ত শাস্তি হবে পরকালে গিয়ে। বেদেও এ কথা বলা আছে। যেমন : স্বর্গ আর নরক। যদি কাজ ভালো করেন তাহলে যাবেন স্বর্গে। আর যদি খারাপ কাজ করেন তাহলে যাবেন নরকে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই, যারা যারা গেছেন এ পর্যন্ত সবাইকে, প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সবাইকে কিয়ামতের দিন বাঁচিয়ে তোলা হবে। সেখানে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচার করবেন। যার যা প্রাপ্য সে তাই পাবে সে যা করেছে। ভালো কাজ করলে পুরস্কার পাবে খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : এবার আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের শেষ প্রশ্ন ডা. জাকির নায়েকের কাছে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম মিত্রা। আমি ওরাকলে চাকরি করি। আপনার লেকচার শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনি যখন বললেন, যে ব্যক্তি শান্তি ছড়ায় না সে মুসলমান নয়। আমি তখন আনন্দে হাততালি দিয়েছিলাম। তাহলে শুধু ভারতে না, পুরো পৃথিবীতে কেন সন্ত্রাসমূলক কাজের সাথে ইসলামকে জড়ানো হচ্ছে? আর এই বিষয়ে আপনাদের নেতারা কি করছেন? ইসলামের নামে এ বদনাম হওয়া তো ঠিক না।

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক : বোন আপনি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমরা লক্ষ করছি ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জুড়ে দেয়া হচ্ছে। এটা আসলে ঘটেছে মিডিয়ার কারণে। টাইম ম্যাগাজিন অনুযায়ী এই খবরটা ছাপা হয়েছিল ১৯৯৭ সালের ১৬ এপ্রিল। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে, মাত্র ১৫০ বছরের মধ্যে। ১৮০০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন একটার বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। আর ৯ সেপ্টেম্বর এর পরে এর পরিমাণ আরো বাড়ছে। মানুষ উদ্ধৃতি দিচ্ছে কুরআন থেকে কিন্তু প্রসঙ্গ বাদ দিচ্ছে। ইসলাম সম্পর্কে এমন সব বক্তব্য দেয়া হচ্ছে যা সত্য নয়। এগুলোর একটা হলো পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবার ৫নং আয়াত। "যখনই কোন কাফেরকে সামনে পাবে তাকে মেরে ফেলবে।" এটা বলা হয়েছে প্রসঙ্গ ছাড়া। এই আয়াতের প্রসঙ্গ বলা হয়েছে প্রথম দিকের আয়াতে। একটা শান্তি চুক্তি হয়েছিল মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সাথে। এই চুক্তি আবার মুশরিকরাই ভঙ্গ করেছিল। এই সময় আল্লাহ্ সূরা তাওবার উক্ত আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন তোমরা চার মাসের মধ্যে সব ঠিক কর তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। আর মনে রাখবে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ মুসলমানদের পরীক্ষা করেন।

যখন তোমার শত্রুরা, যখন কাফিররা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমাকে মারার জন্যে আসে, তখন যুদ্ধ কর, তাদের মারো। ঠিক একইভাবে আর্মি জেনারেলগণ তার সৈনিকদের মরণপণ যুদ্ধ করতে বলবেন। তাদের মরে যেতে বলবেন। তাই আমি বলব, ঐ উদ্ধৃতি যা উগ্রপন্থীরা দিয়েছে তা প্রসঙ্গ ছাড়া। আর ভারতে ইসলামের একজন সমালোচক, অরুণ শুরী, তিনি বই লিখেছেন 'দ্য ওয়াল্ড অব ফতোয়া'। আর তিনি এই বইয়ে সূরা তাওবার ৫নং আয়াত থেকে ৭নং আয়াতে বলে দিয়েছেন। এর কারণ কী জানেন? কারণ ৬নং আয়াতে ৫নং আয়াতের জবাব দেয়া আছে। ৬নং আয়াতে বলা আছে। 'যদি কোন কাফির আশ্রয় চায়, শান্তি চায়। তার ক্ষতি করিও না। তাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।' মনে রাখবেন কুরআন যুদ্ধের কথা বলে শেষ অস্ত্র হিসেবে, যখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। তবে কুরআন সবসময় বলে যে, শান্তিই ভাল, শান্তিই কল্যাণ। যদি তারা শান্তিতে থাকতে চায় তাহলে শান্তি দাও। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই, পৃথিবীর সব ধর্মে, তাদের ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তবে শেষ উপায় হিসেবে, যাতে শান্তি বজায় থাকে।

শ্রী শ্রী রবিশংকর বলেছেন গীতার কথা। কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন– গীতার অধ্যায়–১ম অনুচ্ছেদ ৪৩–৪৮-এ এভাবে অর্জুন বলেছে, সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার

অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিবে। আরো বলেছে, আমার আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ না করে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাবো। এরপরে আছে ভগবতগীতার ২৩৩ নং অনুচ্ছেদে, শ্রী কৃষ্ণ বলেন কীভাবে এমন চিন্তা তোমার মাথায় আসলো। কীভাবে তুমি শক্তিহীন হয়ে পড়লে। তারপর ভগবতগীতার ৩১ থেকে ৩৩ নং অনুচ্ছেদে, তুমি একজন ক্ষত্রিয় তুমি একজন যোদ্ধা। যুদ্ধ করা তোমার কর্তব্য। সেই ক্ষত্রিয় সেই সৌভাগ্যবান যে, যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর যদি মহাভারত পড়েন তাহলে কুরআন থেকে বেশি যুদ্ধের কথা পাবেন। তবে মজার কথা হলো, হিন্দুরা আমাকে বলে 'এটা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ।'

আমি বলছি কুরআনও একই কথা বলছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবাই একমত। তাই, আপনি যদি প্রসঙ্গসহ পড়েন তাহলে দেখবেন সব ধর্মই শেষ উপায় হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের কথা বলে, অনুমতি দেয়। শ্রী শ্রী রবিশংকর নিজেও বলেছেন যে, যোদ্ধার কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। এখন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ আছে। তাই অপরাধীদের থামিয়ে রাখার জন্যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে। সে জন্যে পবিত্র কুরআনও অনুমতি দেয়। তবে কিছু লোক প্রসঙ্গ ছাড়া কথা বলে তারা ইসলামের নিন্দা করে। আর এ কারণেই লোকজন ইসলামের সাথে সন্ত্রাসকে জড়িয়ে ফেলে। আরো বিস্তারিত জানতে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন 'জিহাদ অ্যান্ড টেরোরিজম : ইন দ্য রাইট পারসপেকটিভ'। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মোহাম্মদ নায়েক : আমি আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। সবার আগে ধন্যবাদ জানাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। তাঁর ইচ্ছেতেই আমরা অনুষ্ঠানটা সফলভাবে শেষ করতে সক্ষম হলাম। সবাই আমরা একত্রিত হতে পারলাম। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাব আজকের অনুষ্ঠানের বক্তাদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, ধৈর্যের সাথে আমাদের সাথে থেকে সহযোগিতা করলেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আস্‌সালামু আলাইকুম। সবাই শান্তিতে থাকুন, সমগ্র পৃথিবীর মানুষ।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিলহাম দুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

সমাপ্ত